[illegible] ।

ভরসা ।

দুষ্প্রাপ্য

রমণী নাটক ॥

নামক গ্রন্থ ।

কলিকাতা শ্যামপুষ্করিণী নিবাসি

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক গৌড়িয় সুসাধু সরল
বঙ্গ ভাষায় পয়ারাদি
বিবিধ প্রকার অভি
নব ছন্দে দিব্যং
নব্য কাব্য স
হিত বির
চিত হ
ইয়া ।
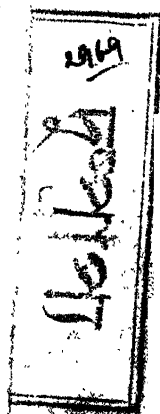
ডে বেনুর্জী এণ্ড কোং দিগের ইষ্ট
ইণ্ডিয়ান্ নামক ছাপা যন্ত্রে যন্ত্রিত হইল ।
সন ১২৫৪ সাল শকাব্দাঃ ১৭৬৯ ইং ১৮৪৮ সাল ।
এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবেক শ্যাম
পুষ্করিণীর নং ৪৩ ভবনে তত্ত্ব করিলে
পাইতে পারিবেন ॥
মূল্য ১৲ টাকা মাত্র ।

গ্রন্থ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীগোবিন্দ।

অথ গণেশ বন্দনা॥

লঘু ত্রিপদী ছন্দ।

নমো গজানন, বিঘ্ন বিনাশন, সর্ব্বদেব সারাৎসার। ব্রহ্ম সনাতন, নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ তার॥ নিরাকারাকার, কখনসাকার, সগুণে নির্গুণ হয়। কাম ক্রোধ হীন, বিকার বিহীন, প্রভু নিত্যানন্দময়॥ বিধি বিষ্ণু শিব, পশু পক্ষিজীব, আত্মরূপে আছ সবে। পুরুষ প্রকৃতি, তংহি গণপতি নাবিক ভবার্ণবে॥ ইচ্ছায় পালন, সৃজন নাশন, অনায়াসে কর প্রভু। ওরূপ ভাবনা, অচিন্ত্য ভাবনা নাহয় ভাবনা কভু॥ মহিমে অমিমে, না হয় বর্ণিমে, আগমে নিগমে কয়। ও রাঙ্গা চরণ, যেকরে স্মরণ, নাথাকে মরণ ভয়॥ ওপদ পূজন, ওপদ ভজন, সাধয়ে সাধন যেই। চত্তুবর্গফল, পায় অবিকল, নিজ করতলে সেই॥ সুরাসুরনর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, যোগী ঋষি মুনি গণ। চরণ বন্দন, করে সর্ব্বক্ষণ, যক্ষ রক্ষ নাগ গণ॥ ওপদ সরোজে, মাথে বিরাজে, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড চয়। আমি হীনমতি, নাহি জানি স্তুতি, বর্ণিবকি সমুদয়। প্রভু দ্বৈমাতুর, বিঘ্ন কর দূর, নিজ গুণে দয়াময়। ঘুচাও যাতনা, পুরাও বাসনা, দাসেরে হৈয়া সদয়॥ অগতির গতি, দুর্জ্জন সুমতি, তোমা বিনা গতি নাই। কহে পঞ্চানন, ওরাঙ্গা চরণ, মৃত্যু কালে যেন পাই॥

হেন বরে সুসন্ধান কর। নানা দিগ্বি দেশেং, না পাইয়া অবশেষে, শেষে আসি নাপায়ে হেথায়। সকলেতে চলে গোল যোগ করে তাই, ভাবি তাই কিরূব রাজায়।। তক শুনি কামিনী, কহে সুমধুর বাণী, যোড় পাণি করিয়া নে। কহে দ্বিজ পঞ্চানন, শুনং সর্ব্বজন, স্থির মন করে সর্ব্বক্ষণ।।

অথ কুলচার্য্যের সহিত কামিনীর কথোপকথন।

পয়ার।

ঘটক গণের প্রতি কহিছে সুন্দরী। গোটা দুই কথা আমি নিবেদন করি।। ধনবান পাত্রে রাজা দিবে কন্যা দান। কিম্বা করিবেক দান দেখে কুলবান।। শুনিয়া সেকথা কহে যতেক ঘটক। ভাল কথা জিজ্ঞাসিয়া নাগালে চটক।। শুনং সবিশেষ বলিগো তোমায়। ধনবান পাত্র নাহি সে ভুপতি চায়।। রূপবান বিদ্যাবান কুলবান হয়। হেন বরে প্রয়োজন কহি সুনিশ্চয়।। একথা সুধালে কেনে মনেতে কি আশ। বল দেখি ওগো বাছা করিয়া প্রকাশ।। কামিনী বলিল বলি আজিকার কালে। ধনী চায় কিবা দুঃখি ধনী মহীপালে।। ভাল খাবে ভাল অলঙ্কার পরিবেক। পরম সুখেতে চিরদিন রহিবেক।। কখন বাপের বাড়ি রবে দুইমাস। কখন শ্বশুর বাড়ি রবে বারো মাস।। মধ্যেং যাতায়াত এরূপ করিবে। অর্থাৎ কন্যার ভার খালাস হইবে।। আরকি আছয়ে তে মি কুলের সৌরভ। এক্ষেণে হয়েছে দেখ ধনের গৌরব।। অতএব বারং কিকহিব আর। ঐ দুঃখে অঙ্গ দহে সতত

আমার ।। ভুবন বিজয় গুণে বোনিপো মোর। সুচতুর মতিমান নবীন কেশোর ।। রূপের কি কব কথা ভুবন মোহন। রূপ দেখে নাম রাখি ভুবন মোহন ।। তার রূপ গুণ দেখে সর্ব্বজন। সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হেতু আসে কতজন ।। এ নাহি টাকা কড়ি তাহে ভগ্ন বাড়ি। দূরে হৈতে দেখি পলায় তাড়াতাড়ি ।। তাই সুধাইনু আমি তোমা সবাকায়। কুলবান পাত্র যদি সেরাজন চায় ।। তবে যদি বোনিপোটি লইয়া সকলে। কৃপা করি বিভা তার দেহ সেই স্থলে ।। তবে দূরে যায় আমা সবাকার দুঃখ। অনাহারে মরি যদি তবু পাব সুখ ।। জিজ্ঞাসে ঘটক গণে শুনিয়া তখন। বল দেখি হয় সেই কাহার নন্দন ।। কামিনী বলিল শুন বলি সমাচার। রঙ্গিণীর ছেলে সেই বোনিপো আমার ।। হাসিয়া কহিল তবে ঘটক সকল। বাপের কি নাম তাঁর শুনি তাই বল ।। লজ্জা পায়ে কহে ধনী করিয়া বিনয়। ভুধর মিত্রের সুত কহিনু নিশ্চয় ।। শুনি ভুধরের নাম ঘটক যতেক। প্রশংসা করিয়া কত কহিল অনেক ।। বটে২ মিত্র কুলে সমতুল্য তার। এক্ষণে না দেখি মুক্কি কুলীন যে আর ।। আন দেখি বোনিপোরে দেখিব কেমন। অধিক বিলম্ব আর না সহে এখন ।। প্রফুল্লিতা হয়ে ধনী কহে কুতূহলে। ঐ উদ্যানের মাঝে বৈস গে সকলে ।। বাটীতে নাহিক স্থান বলি সে কারণ। রাজার বাগানে যেতে নাহিক বারণ ।। এখনি দেখাব আনি ভুবন মোহনে। এত বলি গেল রামা আপন ভবনে ।। শুন২ সর্ব্বজন পঞ্চানন কয়। বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা তাহাই সে হয় ।।

কামিনী ও র[illegible] উভয়ের কথোপকথন।

গদ্য।

[illegible]মণী আপনি অমনি দ্রুত গামিনী হইয়া নিজ ভবনে [illegible]সিয়া আমদে প্রমোদে আহ্লাদে আটখানা হইয়া বা[illegible]র দ্বার হইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল ওলো রঙ্গিণীং শীঘ্র বেরিয়ে শুন্সেলো মর ছুঁড়ি উত্তর দেয়না কেনে এমন সময়ে কোথায় মর্ত্তে গেল কামিনীর' হাঁক ডাক শ্রবণ করিয়া বাটীর ভিতর হইতে রঙ্গিণী উত্তর করিতে লাগিল কেনেগা এত ডাকা ডাকি কর্চ্চিস কেনে এই যে আমি যাচ্ছি একটুকি আর তর সয়না গা, ইহা বলিয়া সম্মুখে আসিবাতে কামিনী কহিতেছে কোথায়ছিলি তুইরে, নাইতে গিয়াছিলাম ও মা এইকি তোর নাইতে যাওয়া বোধ হয় তুই যেন এক্টা নূতন পুষ্কর কেঁটে নেয়ে আলি তুই তো এখন যাশনাই কোন যুগে গিয়াছিলি আর এই আলি কেনেগা বড় দিদি তুমি ও বাজারে গেলে আমিও বুড়াটিকে মুখ ধোবার জল দিয়া গেলেম কামিনী কহিল সে যাহকু বোন আর শুনেচিস আমি যখন বাজারে যাই তখন কথক গুলিন ঘটকের সঙ্গে রাজ পথে দেখা হলো তাদের জিজ্ঞাসা কল্যেম কেগা তোমরা কোথায়যাইতেছ তারা কহিল,আমরা ঘটক সন্তোষ নগরে সুরেন্দ্র রাজার কন্যা রমণী তাঁহার বিবাহ হইবেক সেই নিমিত্ত বরপাত্র অন্বেষণ করিতেছি এই শুনে আমি কহিলাম যে আমার একটি বোনপো আছে তার নাম ভবন মোহন কিন্তু রূপে গুণে কুলে শীলে মুর্ত্তিমান ব[illegible]

টাকা কড়ি নাই এই কথা শুনে আক্রুরকে জিজ্ঞাসা কল্যে যে
সে কার বেটা আমি বোন ভুলে তোর নাম কল্যেম আমার
এই কথা শুনে তারা খিলং কোরে হেসে গড়িয়ে প
জিজ্ঞাসা কল্যে তার বাপের নাম কি বল, আমি সমুদয় পর
দিবাতে মিত্রজার নাম শুনে তারা বিস্তর প্রশংসা করি
শেষ ভুবনমোহনকে দেখিতে চাহিল আমি তাদের রাজা
বাগানে বসিতে বলিয়া তোর ছেলেকে লইতে আসিয়াছি
রঙ্গিণী একথা শ্রবণ করত মিত্রবুড়াকে সংবাদ করিলে বুড়াটি
কহিল তোরা দুই বোনে যায় ভাল হয় তাই কর আমার
কিছুতেই অমত নাই তদনন্তর দুই ভগ্নী একেত্র হইয়া মো
হনকে সাজাইয়া শেষে কামিনী আপনি সঙ্গে লইয়া ঘটক
সমীপে গমন করিল

কলাচার্য্য গণের রাজার বাগানে স্থিতি ।

ত্রিপদি।

হোথায় ঘটক গণে, পরম আনন্দমনে, সর্ব্বজনে উদ্যানেতে
যায়। তথায় প্রবেশ কোরে, সব নিরীক্ষণ করে, নিরন্তরে হর
ষিত কায় ॥ অতি মনোহর শোভা, দেবতার মনোলোভা,
জিনি শোভা নন্দন কানন। নানা জাতি তরু যত, শোভা
করে নানা মত, কত কত নাযায় কথন ॥ উদ্দাল তমাল তাল,
পিয়াল বিশাল শাল, কৃতমাল রসাল সিমুল। পারুল বকুল
কুল, পীচুল নিচুল তুল, পঞ্চাঙ্গুল বঞ্জুল বিজুল ॥ অশক
কিংশুক বক, গন্ধরাজ কুরুবক, ভূচম্পক চম্পক টগর। অত
সী চন্দ্র মল্লিকা, গোলাপ গাঁদা মল্লিকা, শেফালিকা কস্তুরী

কেশর ॥ শেঁউতি জল্‌ঙ্গরবি, পুন্নাগ রাধামাধবি, রবিমুখি কেয়া কুন্দ জাঁতী। ম।লতি যুতি রঙ্গন, স্থলপদ্ম সুশোভন চিকন কুসুম প্রভৃতি ॥ নানা জাতি ফুটে ফুল, সৌরবের হ তুল, অলিকুল মধু লোভে ধায়। উদ্যানের কুঞ্জে২, সু ভুঞ্জে পুঞ্জে২, গুঞ্জে২ রঞ্জিয়া ভ্রময় ॥ নিরন্তর পিক বরে, হুহু২ রব করে, পঞ্চস্বরে সুমধুর গায় ॥ বসন্ত নিত্য তথায়, মলয়া ডুয়ালাবয় মরি হায় পুলকিত কায় ॥ তরুচয় ফল ফুলে, নিম্ন মুলে আছে ঝুলে, দেখে ভুলে যোগি ঋষি গণ। হেন করি অনুমান, সেখানে বিরাজমান, রতিপতি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ মধ্যস্থলে সরোবর, দেখিতে অতি সুন্দর, মনোহর ঘাট কিবা চারী। জলের মাধুর্য্য ভাব, কি কব তাহার ভাব যার ভাব ভাবিতে না পারি ॥ বিকশিত শতদল, কোকনদ নীলোৎপল, সুনির্ম্মল কুমুদ কহ্লার। তাহে হিল্লোলের ভরে, সদা টলমল করে, শোভা করে অতি চমৎকার ॥ ডাহুক ডাহুকী গণে, খঞ্জন খঞ্জনী সনে, হৃষ্টমনে ঝাঁকে২ তায়। চকোর চকরী রঙ্গে, রাজহংস হংসী সঙ্গে, রঙ্গেভঙ্গে খেলিয়ে বেড়ায় ॥ অবধৌত জটাধারী, ঊর্দ্ধবাহু সারি২, ব্রহ্মচারী পরমহংস কত। রামাৎ নাগা সন্ন্যাসী, পঞ্চ তপা তীর্থবাসী যোগী ঋষি কত শত২ ॥ ফকির ভিক্ষারী গণ, নেড়া নেড়ী অগণন, সর্ব্বক্ষণ পঙ্গপাল মত। কানা খোঁড়া সমুদয়, ক্ষত্রী বৈশ্য দ্বিজচয়, সুখে রয় তথা অবিরত ॥ সদাব্রত সারি২, কতই বর্ণিতে নারি, আহা মরি না হেরি এমন। সতন্তরা সদাব্রত, চিহ্নিত নিয়ম মত, আছে যত

জাতি যে যেমন ॥ অসংখ্য ভৃত্য রুক্ষার, বিশেষ কি কব তার, অনিবার নিযুক্ত সেবায়। এ যায় আর আসে, সকলে সুখে সম্ভাষে, মিষ্টভাষে প্রফুল্ল হৃদয় ॥ যত কুলাচার্য্যগণ, করি সব দরশন, অনুক্ষণ প্রশংসে রাজারে। কামিনী হেন সময়, তথা উপনীত হয়, সঙ্গে লয়ে নিজ বোনিপোরে ॥ যশোর জেলায় ধাম, দ্বিজ রামতনু নাম, কামালপুর গ্রামে নিকেতন। সাগর দহ বন্দ্য ঘাটি, কুলাংশেতে বড় খাটি তাঁহার তনয় পঞ্চানন ॥

কামিনী ভুবন মোহনের সহিত ঘটক
গণের সমীপে উপনীত ॥

পয়ার ॥

ঘটক নিকটে আসি কামিনী তখন। উপনীত হৈল লয়ে ভুবন মোহন ॥ কি কহিব মোহনের রূপের চটক। দেখিয়ে মুহিত হইল যতেক ঘটক ॥ সমাদরে সবে তারে বসায়ে তখন। জিজ্ঞাসিল কত কথা নাযায় বর্ণন ॥ দেখে শুনে কহিলেক কুলাচার্য্য গণ। কন্যা উপযুক্ত পাত্র ভূধর নন্দন ॥ নাহিক সন্দেহ ইথে শুন বলি সার। ইহার সহিত দিব বিবাহ তাঁহার ॥ প্রথমে রাজারে গিয়ে সংবাদ করিব। পশ্চাতে আসিয়ে পাত্রে লইয়া যাইব ॥ হেনমতে কামিনীরে সন্তুষ্টা করিয়া। তথা হইতে গেল সবে বিদায়

হইয়া ।। শুনহ ক[illegible]ী কহে দ্বিজ কবিবরে। বিবাহ হইবে কিন্তু ভোগ হবেনা পরে ।।

রাম মানিক্য ঘটকের ভুপাল নগরে গমন ।।

পয়ার ।।

ক্রমেতে ঘটকচয় কিছু দিন পরে। উপনীত হৈল আসি সন্তোষ নগরে ।। রাজার নিকটে সব কৈল নিবেদন। ভূধর মিত্রের নাম শুনিয়া রাজন।। আনন্দ সাগরে ভাষী কহিলা তখন। বটে২ মিত্র কুলে শ্রেষ্ঠ সেই জন।। মনে২ সদা মোর আছিল বাসনা। ভূধরের পুত্র হৈলে অন্যেরে দিবনা।। অতএব বিলম্বে নাহিকপ্রয়োজন। অবিলম্বে ভুপালেতে যাহ একজন।। বরপাত্রলয়ে শীঘ্র আসিবে হেথায়। কোন মতে বিলম্ব না করিবে সেথায়।। এতশুনি কুলাচার্য্য কহিল তখন। কল্য আমি তথাকারে করিব গমন ।। এত বলি সকলেতে বিদায় হইল। পরদিন চূড়ামণি গমন করিল ।। ক্রমে২ যায় দ্বিজ সরস অন্তরে। বৈদ্যনাথে উত্তরিল কিয়ৎ কালান্তরে।। দেবতা দুর্ল্লভ স্থান হেরি দ্বিজবর। বলে নাহি দেখি হেন স্থান মনোহর ।। স্বর্গের সদৃশ সেই স্থানেরে বাখানি। যে স্থান বর্ণিতে হৈল অসক্ত লেখনী ।। ভক্তি ভাবে প্রণমীয়ে লোটায়ে ধরণী। তার পরে স্নান হেতু গেল চূড়ামণি ।। স্নান করি শুচি হয়ে তবে দ্বিজবর। প্রবেশ করিল গিয়ে মন্দির ভিতর ।। কলিকাতা মধ্যে খ্যাত শ্যাম সরোবর। তথায় নিবাস পঞ্চানন কবিবর ।।

রাম মানিক্য ঘটকের ভূধরের বাটীতে গমন ॥

পয়ার।

স্তব জপ পূজা হোম করি সমার্পন। তিন দিন মহাসুখে করিল বঞ্চন ॥ পরে তথা হৈতে দ্বিজ করিল গমন। ভূপাল নগরে আসি দিল দরশন ॥ ক্রমে২ নগরেতে প্রবেশ করিল। ভূধরের বাটীতে ঘটক দেখা দিল ॥ হেরিয়ে তাহারে কহে কামিনী তখন। কে তুমি আইলে হেতা কিসের কারণ ॥ শুনি কামিনীর বাণী দ্বিজবর কয়। সন্তোষ নগর হৈতে এলেম নিশ্চয় ॥ কন্যার বিবাহ দিবে সুরেন্দ্র রাজনে। ভূধর মিত্রের পুত্র ভুবনমোহনে ॥ তাহারে লইতে আমি আসেচি হেতায়। কহিলাম পরিচয় সকলি তোমায় ॥ বিবাহের নাম শুনি প্রফুল্লতা চিতে। আসন আনিয়া দিল ঘটকে বসিতে ॥ বসিলেন রাম্মানিক্য হরষিত মনে। ডাবায় তামাক সাজিদিল ততক্ষণে ॥ কহিলেন চূড়ামণি তবাক না খাই। তবে লই যদ্যপি কিঞ্চিৎ নস্য পাই ॥ ব্যাকুলিনী হয়ে ধনী সত্বরা হইয়ে। অনলে দোক্তার পাত উত্তপ্ত করিয়ে ॥ তাড়াতাড়ি গুঁড়া করি আনি রামা দিল। নস্য পায়ে কুলাচার্য্যে আমোদ বাড়িল ॥ রাশি২ নস্য নাকে দেয় ঘন২। বলে দন্য দন্য মিত্র নাদেখি এমন ॥ হেন কালে আলো তথা আপনি ভূধর। বসাইল দ্বিজ তারে করি সমাদর ॥ দুইজনে কথোপকথন হইল যত। বিশেষ বর্ণিতে আমি হলেম বিরত ॥ ভুবনমোহনে দ্বিজ চাহিল দেখিতে। শুনিয়া কামিনী গেল মোহনে আ

নিতে।। দ্রুতগতি আসি ধনী কহে উচ্চৈঃস্বরে। শুন২ সর্ব্বজন কহে কবিবরে ।।

রঙ্গিণী ও কামিনীর কথোপকথন ।

গদ্য ।

ওলো রঙ্গিণী,২ কেনেগো বড়দিদি, মর ছুঁড়ি তুই কোথা য়লো, কেনেগো আমি রান্নাঘরে, আঁ মলো তবু বোরিয়ে এসেনা কেন্‌লো, আরে আমার ঢেঁড়োর রান্না, মর ছুঁড়ি এখন ফেলে রেখে আয় আর কি রান্না বান্না ভাল লাগে, নয় একটু বেলা হবে এই বইতো নয়, মরুকগে তায় আর মিত্র বুড়ার পিত্তি চুঁয়ে যাবে না, রঙ্গিণী এই কথা শ্রবণ করত সংমুখে আসিয়া কহিতেছে, তোর কি হয়েছে গা, এত এলো মেলো বক্‌চিস কেনে, যা মুখে আইসে এক টা বল্যেইকি হয়, আরে ছুঁড়ি, বলি কি সাধ করে, সুরেন্দ্র রাজার বাড়ি থেকে এক জন বুড়া ঘটক এসেছে ভুবনকে নিতে, তার মেয়ের সঙ্গে বিয়া দিবেলো, হেঁগা দিদি, সে এখানথেকে কদিনের পথ গা, এই বোন, প্রায় পোনের গণ্ডা দিনের পথ হবে, ও মা, একি সর্ব্বনেশে কথা বল্লিগা বড় দিদি, এদ্দিনের পথে আমি ছেলেকে পাঠাতে পারব না, কেন্‌লো ভয়কিলো, না বোন, এমন বিয়ায় কায নাই, রাজারঝি হলোতো কি বয়ে গেল শুনেছি সে দেশে যেতে, ডাঙ্গায় বাঘ জলে কুমীর, নয় একটী গরিবের মেয়ে নিকটে দেখে বিয়া দিব, খেতে না পায় ভিক্ষা মেগে খাওয়াব, আমার এমন সোণা দানা টাকা কড়িতে কায

নাই শত্রু মুখে ছাই দিয়া ষষ্ঠীর সেটের কোলে ভুবনমোহন বেঁচে থাকুক আমার একটা কিসের অভাব গা দিদি, রঙ্গিণীর এই সকল বাক্য শ্রবণানন্তর নিরন্তর অন্তরে কাতরা হইয়া কামিনী ব্যাকুলিনী পূর্ব্বক নানা ছলে কলে কৌশলে রঙ্গিণীকে সন্মতি করিল, অনন্তর দুইবোনে প্রফুল্ল মনে ভুবনে ভবনে আনাইয়া যতনে প্রাণপণে বেশ ভূষা করিয়া দিতেছে ইতিমধ্যে ভূধর মিত্রের ভগ্নী সবর্ণা সন্দরী আসিয়া উপনীত হইবাতে মিত্রজা আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥

সুবর্ণা সুন্দরী ও ভূধর মিত্রের কথোপকথন।

গদ্য।

• কেও হুবর্ণা আইছিস, অয় বাই আইছি, কও বারির কুহলকি, অয় হগ্যলি বাল, ক্যাবল মোর মামাত বাই একগুয়া বাঙ্গাডিবা হ্যাও মরছে, আ কিবুল্যান, তয়ত মামা রাম জগন্নাথ বরো হোক পাইছে, অয় বাই বরো হোক পাইছে হ্যা আর কিকইমু। আপুন্নি বারি ছারা কয় দিবস, দিন হতেরো আাডারো অইল, বালো বাই একটা জিগাই বুবনমণ্ডনের নাহি বিয়া অইবে, অয় বুন, গটকনি আইছে বুবনকে লইবারে। এইবাক্য শ্রবণানন্তর সুবর্ণা সুন্দরী ঘটক সমীপে আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিতেছেন।

সুবর্ণাসুন্দরী ও রামমানিক্যের কথোপকথন ।।

গদ্য ।

গটক ঠাহুর হ্যাবাদি, বালো বালো দন পুত্র লক্ষী লাব অউক, বালো ঠাহুর গোহাই, কতগুণ টাহা পোন দেবা, কতো হানি হোণা রূপা দিবা, অয়, আপুন্নি বাল কইছেন আষ্ট পোন টাহা পোন দিমু হাত তোলা হোণা হাইট বরি রূপা আর দান হামিগ্র হয্যা হগ্যালি দিমু, আপুন্নি গটক অইয়া কিবুল্যান আষ্ট পোন টাহা পোন দেবা মোর বাই পোলার গুয়াত বিয়া দিবারে পারমুনা, এআ কোন বুপতির কন্যা, হন্তোষ নগরে হুরেন্দ্র রাজার কন্যা, তাই কেন্না কও এহন্নি মুই চেনলাম যেগর বরো পোলার বিয়ার হময়ে বরো বারি হোবা অইয়া হিল তায়নি মো গার হর্ত্তাটির গোদে ফুল হন্দন দিয়াহিল, মুই হুঞ্চী হর্ত্তা টির মুহে। আপনার হোয়ামির কি নাম, আমিনি বুরা অইয়া হোয়ামির নাম কেম্বায় লইমু বাই তুমিনি কও, মিত্রজা কহিল রামগতিবসু, পরে চূড়ামণি কহিল আপুন্নি রামগত্যা বাইর বার্য্যে, নাম কি হুবর্ণা হুন্দরী না, অয়অয় তয় বালোকরিয়া বস্থুন, মোর নাম রামমানিক্য চূরামণি তুমি কার পোলা কও দেহি, মুই রাম হুল্লাব হিদ্ধান্তের পোলা বারি হোনারগা বিক্রমপুর, অয় তাই কেন্নাকও তিনি মোগার খুরা ঠাউর অইতেন। হুন ঠাউর গোহাই হোণা রূপা দান হামিগ্র যা দরচে তাদরচে তা ছারা কুরি পোন টাহার কম বিয়া দিবারে পারমুনা। ঘটক কহিল

বৃপতিকে না কইয়া মুইতা কেম্বায় কইমু, বালো মুইতো অদ্য বুবন মওনকে লয়ে যাইমু ॥ মুই তোমারগো বালো অয় মুই হেয়ার চ্যাষ্টা করমু, কিন্তু মুই হুঙ্গী বৃপতি কইছেন হর্ব্ব হুদ্ধা দ্যার হাজার টাহা দিবেন। তাহাতে সুবর্ণা সুন্দরী সম্মতি হইয়া ঘটকের নিকট হইতে বাটীর ভিতরে আসিবাতে তাহার ভাজু রঙ্গণী আসিয়া হাসিয়া২ কহিতেলাগিল, বলি এসোগো ঠাক ঝি, এবার অনেক দিনের পর এসেছ, অয় কি বুল্যান, তাই বলিকি এবার অনেক দিনের পর এসেছ, অয় বউ অনেক দিবসের পর আইছি, ভাল ঠাকুঝি তোমার কি হয়ে ছেগা তাই এক্সবার মাথা চুলকাচ্ছ অয়, কি বুল্যা পুঙ্গির পুলী মুই হোনাতন মিত্রের কুন্যা আমাগ গরে আয়ে জাক পাইচ মোরেনিক ও আমিনি চুলখালাম, বলি চুল খেলে তা বলিনাইগো, বলি এত ঘন২ মাথা চুলকাইতেছ কেন, অয় তাই কেন্না কও খাউ জাউ। এই রূপ নানা বিধ পরি হাস করণানন্তর রঙ্গিণী কহিল, ও গো ঠাকুঝি, ভুবন মোহনকে ভাল করে সাজা ও দেখি, সুবর্ণা রহস্য কিরয়া কহিল, আপন্নার আতে কুড অইছে মোরেনিক ও হাজাই বারে, এতাদৃশ ব্যঙ্গ বাক্য রঙ্গরসে ভূরি২ হওনানন্তর কামিনী কহিল, ওগো ঠাকুঁঝি, এক্ষণে ভুবন মোহনকে সাজায়ে দেও আর ও সুরস পরিহাসে প্রয়োজন নাই, এক্ষণে শীঘ্রকরে ভুবন মোহনকে উত্তম সজ্জা করিয়া আপনি সঙ্গে লইয়া ঘটক সহিত সন্তোষ নগরে গমন করহ।

অনন্তর ভুবন মোহনকে সুসজ্জ করিয়া কতিপয় জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্ব[illegible] নমস্কার করিয়া সুবর্ণাসুন্দরী স্বয়ং সংখ ঘণ্টা বাজাইয়া মঙ্গলাচরণ করত ঘটক সহিত সন্তোষ নগরে শুভযাত্রা করিল। কিয়দ্দিবসান্তরে সকলে কুতুহলে উক্ত নগরে উপনীতানন্তর ভূপতি তাহাদিগকে বাসাবটী নিযুক্ত করিয়া দিলেন; বরযাত্রগণে পাত্রসনে সর্ব্বজনে প্রফুল্লমনে বাসায় আসিয়া সচ্ছন্দে পরমানন্দে আমোদ প্রমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে ভূপতির পুত্র গণেরা পাত্র দেখিতে আসিবেন এই সংবাদ বর যাত্র দিগকে প্রেরণ করত গমন করিলেন। অনন্তর সুবর্ণা সুন্দরী ইহা শ্রবণে অতি যতনে প্রাণপনে ভ্রাতৃনন্দনে উত্তম রূপে বেশ ভূষা করিয়া দিতেছেন।

অথ ভুবন মোহনের সজ্জা বিবরণ।

পয়ার।

যতন করিয়া কেশ আঁচড়িয়া দিল। দিব্য খদিরের টীপ ভালে পরাইল॥ দশনে মঞ্জম মিশী নয়নে অঞ্জন। রূপার হাঁসলি গলে অতিসুশোভন॥ বড়২ মাতুলি সে কি কহিব আর। শোভিতেছে যেন ঢক্কা মৃদঙ্গ আকার॥ রূপার পদক তাহে কামরাঙ্গাহার। বর্ণীতে নাপারি কিছু তাহার বাহার॥ পুণ তায় কণ্ঠমালা আর সুশোভিত। দুই হাতে দুই বাজু সেও চমকিৎ॥ রজতের বালা মরি কিবা শোভা পায়২। লৌহ খাড়ু বিশেষত সদা শোভে পায়॥ ভ্রমরাপেড়ে কাপড় পরিয়া অবশেষে।

রাঙ্গাপেড়ে উড়ানি রাখিল স্কন্ধদেশে ।। এইরূপ বেশ করি ভুবনমোহন। বসে আছে আ ।।.য় হয়ে হৃষ্টমন।। হেনকালে উপনীত রাজার নন্দন। পঞ্চানন বন্দ্যো কহে শুন সর্ব্বজন ।।

ভূপতিকুমার আইল দেখি সর্ব্বজন। সম্ভ্রমে উঠীয়া সবে বসায় তখন।। বিবিধ প্রকার কত মধুর বচনে। তুষিল তাহার মন মিষ্টআলাপনে ।। দেখিয়া বরের রূপ রাজার নন্দন। মনেং প্রসংশা করয়ে সর্ব্বক্ষণ ।। তার পরে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল । শুনিয়া অমিয় বাক্য প্রাণ জুড়াইল।। বিদ্যার বিচার বহু করিতে লাগিল। কোনমতে বরপাত্রে জিনিতে নারিল ।। শেষে ধন্যবাদ করি নৃপতি তনয়। বিদায় হইয়া পরে আসি নিজালয় ।। ভূপতিরে সবিশেষ করিল সংবাদ। শুনিয়া রাজার হৈল বড়ই আহ্লাদ ।। আনন্দ সাগরে মগ্ন হয়ে নর-পতি। দ্বিজগণে ডাকাইল তবে শীঘ্র গতি ।। ক্রমেং দ্বিজগণ উপনীত হয়। বিবাহের দিন দেখ বলি রাজা কয় ।। বিচার করিয়া কহে যত দ্বিজচয়। কল্য অতি শুভ দিন গোধূলী সময় ।। ইহা ভিন্ন আরদিন নাহি এই মাসে। কহিলাম নরনাথ গণনা আভাষে ।। গোধূলী সময়ে লগ্ন বিশেষ জানিয়ে। আয়োজন করে দ্রব্য প্রফুল্ল হইয়ে ।। নানাছলে গেল দিবা আইল রজনী । পরম সুখেতে নিদ্রা যায় নৃপমণি ।। প্রভাতে উঠিয়া সুখে সুরেন্দ্র ভূপতি। বরপাত্রে সমাচার দিল শীঘ্রগতি ।।

অদ্য গোধূলী সময়ে হইবে বিবাহ। সে সময়ে আসি সবে করিবে নির্ব্বাহ। জ্ঞাতিবন্ধু আত্মীয় কুটুম্বআদি করি। নিমন্ত্রণ কৈল সবে সন্তোষাধিকারি॥ ক্রমে২ সকলেতে কৈল আগমন। বরযাত্র পাত্র সহ দিল দর শন॥ হেনকালে অস্তাচলে গেল দিবাকর। দিব্যবস্ত্র অলঙ্কার আনিয়া সত্ত্বর॥ বরপাত্রে পরাইয়া আপনি রাজন। গোধূলীতে শুভকর্ম্ম কৈল সমর্পণ॥ শুভকর্ম্ম সমর্পিয়ে তবে নররায়। বরযাত্র কন্যাযাত্র করিল বি-দায়॥ পরম আনন্দে রাজা দিবানিশীরয়। কন্যারে করিয়া দিল স্বতন্ত্র আলয়॥ পতিরে লইয়া ধনী অতি কুতুহলে। প্রবেশ করিল গিয়া আপন মহলে॥ শুনহে মোহন পঞ্চানন ভাবে তাই। কার ভার্গ্যে মণ্ডানাচে কার ভার্গ্যে ছাই॥

রমণীর সহিত বিপ্র নন্দনের মিলন।

পয়ার॥

আপনার গৃহে তবে রাজার নন্দিনী। সুখে থাকে পতিলয়ে দিবস রজনী॥ কিছু দিন থাকি তথা ভুবন মোহন। কর্ম্ম বিপাকেতে গেল আপন ভবন॥ একা-কিনী থাকে ধনী সঙ্গিনী লইয়ে। আশার আশয়ে রয় পথ নিরক্ষিয়ে॥ একদিন রাজসুতা সখিগণ সঙ্গে। গবা-ক্ষের দ্বারে বসি কথা কহে রঙ্গে॥ হেনকালে একজন বিপ্রের নন্দন। পূর্ণচন্দ্র জিনিরূপ সোনার বরণ॥ গুণ২ স্বরে গান গাইয়া তখন। সেই স্থান দিয়া তেঁহ করয়ে

গমন ।। দ্বিজের নন্দনে হেরি রাজার কুমারী । জা-নালা হইতে তার অঙ্গে দিলবারি ।। অঙ্গেতে পড়িল জল দেখিয়া তখন । ঊর্দ্ধ্বদৃষ্টেদৃষ্টি করে দ্বিজের নন্দন ।। চারিদিকে সে নাগর ঘুরেফিরে চায় । তারপর রমণীরে দেখিবারে পায় ।। রমণীর রূপ দেখি অবাক হইল । নিমেষ বিহীন নেত্রে হেরিতে লাগিল ।। রাজার নন্দিনী ধনী মৃদু২ হাসে। নবীন নিরদে যেন চপলাপ্রকাশে ।। তদন্তর নৃপসুতা নয়ন ঘুরায়ে । উঠেগেল তথা হৈতে কপাট ভেজায়ে ।। হেনকালে দিবাকর করিল গমন । দেখিয়া ঘরেতে আসি ব্রাহ্মণ নন্দন ।। কারে কিছু নাহি কয় রয় মৌনিভাবে । রমণীর রূপ সদা হৃদপদ্মেভাবে।। দ্বিজ পঞ্চানন বলে শুনহে নাগর । মনবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে হৈয়না কাতর।।

বিপ্রকুমারে সহিত রমণীর কথোপ কথন ।

পয়ার ।-

রজনী প্রভাতে উঠিব্রাহ্মণ কুমার । সেই স্থানেদাঁড়া-ইয়া রহে পুনর্ব্বার । এমন সময়ে আসি ভূপতি নন্দনী । গবাক্ষের দ্বার খুলি দেখিল তখনি ।। দাঁড়াইয়া আছে সেই ব্রাহ্মণ নন্দন । দেখিয়া তাহারে ধনী জিজ্ঞাসে তখন ।। কে তুমি আইলে হেথা কিসেরকারণ। কোথায় নিবাস তুমি কাহার নন্দন ।। কহ দেখি বিশেষিয়া আমার নিকটে । নহিলে হে দ্বিজসুত পড়িবে সঙ্কটে।। শুনিয়ে তাহার বাণী দ্বিজের তনয় । বলে শুন বিনদিনী

মোর পরিচয় ।। পিতার নামেতে নর ভবপার হয়। তনু লোম কূপে কত ব্রহ্মাণ্ড আছয় ।। তাঁহার তনয় নাম ভুবন বিজয় ।কহিলাম শশীমুখী মোর পরিচয় ।। যদিমোরে মনে ভেবে দেখ আপনার । তবেত দেখিবে বাস সন্মুখে তোমার ।। নহিলে দেখিবে দূর নানা বিঘ্ন পথে । যে দূর সে দূর নাঘুচিবে কোনমতে ।। যেইজন যেই আশে বারিদিল গায় । সেই আশে আশা করে এসেছি হেথায় ।। কহিলাম পরিচয় ও চন্দ্রবদনী। তুমি বুঝি হবে সেই রসিকা রমণী ।। শুনিয়া তাহার বাণী কহিছে কামিনী । পণ্ডিত হইবে তুমি হেন অনু মানি ।। রসিক প্রেমিক তুমি গুণের সাগর । অনুভাবে বুঝিলাম চতুর নাগর ।। অতএব শুনশুন ব্রাহ্মণ নন্দন । এআশারাশার আশে আসা অকারণ।। যমালয় সম এই ভবন রাজার । ইহাতে প্রবেশ করে হেনশক্তিকার ।। বড়ই দুরন্ত রাজা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর । ইঙ্গিতে জানিলে মাথা কাটীবে ঠাকুর ।। আশার আশয়ে আসি আশা নাপুরিবে। লাভ মাত্র হবে এই প্রাণ হারাইবে ।। অসম্ভব আশা ছাড়ি ওহে গুণাকর । নিজালয়ে গমন করহ অতঃপর ।। যোড় পাণী করি তবে বিপ্রের তনয় । নির্ভয় হইয়ে কহে সরস হৃদয় ।। খঞ্জন গঞ্জন আঁখি সুচারু বদনী । নিবেদন করিশুন ভুবন মোহিনী ।। সীতার কারণেতে আপনি দশ মুখ । দশমাথা কাটাইল নাহয়ে বিমুখ ।। দুইমাথা নহে মোর একমাথা বই।

তোমার লাগিয়ে যদি যায় রসময় ।। তাহার কারণে খেদ নাকরি কখন। যায় যাবে এক মাথা কেকরে গণন।। রাবণ না কৈল খেদ দশমুণ্ড পাতে। এক মুণ্ডযাবে মোর খেদ কি ইহাতে ।। ধন্য বাদ করি তারে পঞ্চানন কয়। একর্ম্মেতে ক্ষেন্ত হওয়া জেন্ত থাক্তেনয় ।।

বিপ্র নন্দনের প্রতি রমণীর প্রবোধ বাক্য।

পয়ার।

শুনিয়ে এতেক বাক্য ভুবন কামিনী। ঈষৎ হাসিয়ে কহে সুমধুর বাণী ।। শুনহে রসিক রাজ আমার ভারতি। কথায় সন্তুষ্ট বড় করিলে সম্প্রতি ।। কিন্তু এক নিবেদন আছয়ে আমার। কদাচ এখানে পুন না আইস আর ।। কিজানি কেদেখে পাছে কি বিপদ ঘটে। আমার লাগিয়ে শেষে পড়িবে শঙ্কটে ।। চারিদিকে সারি২ আছয়ে পাহারা। ছুঁতে মাছি কাটে কালান্তের কাল তারা ।। এঘরে কি চুরি হয় হে দ্বিজকুমার। পক্ষী প্রবেশিতে নারে মনুষ্য কি ছার ।। অতএব সাবধান করি রসরায়। মিছা আশা দিয়ে কেন মজাব তোমায় ।। দেখা দেখি মাত্র সার আর কিছু নয়। ইহাতে কি লাভ তব দ্বিজের তনয় ।। বরঞ্চ দ্বিগুণ দুঃখ ইহাতে বাড়িবে। কিবল তোমার নয় আমার হইবে ।। আমারে দেখিলে যদি ভাল থাক তুমি। তোমার কারণে নিত্য দেখাদিব আমি ।। যেখানে বসিয়া আছি এখান হইতে। তোমার আলয়

ভাল পাই হে দেখিতে॥ দুঃখিত নাহও ঘরে যাও দ্বিজ বর। ঘরে বসি মোরদেখা পাবে নিরন্তর ॥ দেখা দেখি চখো চখি এত এক সুখ। তাইনয় হবে আর না ভাবিহ দুখ॥ নিরক্ষিলে তব মুখ বুক বিদরয়। অধিক কি কব আর দ্বিজে [illegible]নয়॥ বিধাতা সদয় যদি হয়হে কখন। উভয়ের মন সাধ পুরি[illegible] তখন। এত বলি গবাক্ষের দ্বার বন্ধ করি॥ উঠে গেল তথা হইতে রাজার কুমারী॥ তদন্তর নিজ গৃহে আসি দ্বিজ সুত। গবাক্ষ হেরিয়ে রৈহল মহানন্দ যুত॥ এক দৃষ্টে চায়ে থাকে গবাক্ষের পানে। হেন কালে রাজসুতা আইল সেখানে॥ দুই জনে দেখা শুনা হয় পরস্পর। হাত নাড়ি কথা বার্ত্তা কয় বহুতর॥ একদিন দ্বিজাত্মজ মনেতে ভাবিয়া। শুভ্র কাগজের এক ঘুঁড়ি নির্ম্মাইয়া॥ আত্ম বিবরণ আর রমণীর রূপ। বর্ণীয়ে লিখিল পত্র অতি অপরূপ॥ যে রূপ লিখিল পত্র শুন সর্ব্বজন। কিঞ্চিৎ কহেন কবি দেখে ছে যেমন॥

বিপ্র নন্দন আত্ম বিবরণ ও রমণীর রূপ বর্ণনা করিয়া, ঘুঁড়িদ্বারা লিপী প্রেরণ করেণ।

দীর্ঘ ত্রপদী।

কেশ কাদম্বিনী বেণী, যেনকাল ভুজঙ্গিণী, হেলিছে দুলিছে শীরপরে। নিকটে যাইতে নারি, শুন ও প্রাণ সুন্দরী, কিজানি দংশন পাছে করে॥ চাঁদেতে কলঙ্ক আছে, সেই কথা ব্যক্ত আছে, স্বর্গ মর্ত্য রসাতল ময়।

তোমার বদন চাঁদ, অকলঙ্ক সেই চাঁদ, নিত্য তায় পূর্ণি
মা উদয় ॥ জিনি কাম শরাসন, ভুরুযুগ সুচিকন, আহা
মরি নাহেরি এমন। ধিক কুরঙ্গ লোচনে, ধিক খঞ্জন নয়-
নে, ধিক ইন্দিবর ত্নয়ন ॥ গৃধিনী গঞ্জিত শ্রুতি, পরম
সুন্দর জ্যোতি, হেন আর নাদেখি কখন। আহামরি কি-
বা শোভা, সুরাসুর মনোলোভা জিনি আভা শশাঙ্ক
পুষণ ॥ ধিক২ পিকবর, ধিক২ মধুকর, মধুস্বর মরিকি
প্রেয়সি। কথা গুলি সুধাময়, ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়, ইচ্ছাহ-
য় শুনি দিবানিশি ॥ ধিক২ তিল ফুল, নাসিকার সমতুল,
নাহি দেখি এতিন ভুবন। জিনি বিম্বুবর জবা, কিবা ওষ্ঠা
ধর শোভা, যার শোভা না হয় বর্ণন। ধিক মুকুতার
হার, দন্তপাঁতি চমৎকার, কুন্দপাঁতি গণনা নাকরি।
হেরি তব গ্রীবাদেশ, লাজেতে বনে প্রবেশ, করিল যে ম
য়ুর ময়ুরী ॥ মৃণাল সমান আর, সরল না হবে আর,
এইতার অহঙ্কার ছিল। হেরে তব ভুজদ্বয়, ভয়ে
অঙ্গে কাঁটা ময়, হয়ে লাজে জলেতে ডুবিল ॥ পয়ো-
ধর শোভা হেরে, শাহরে কদম্ব ডরে, দাড়িম্ব বিদরে
মনোতুখে। উচ্চ কুচ মনোহর, হেরি বিন্দু গিরিবর,
লাজে ভয়ে আছে অধোমুখে ॥ নাভি কূপ সরোবর,
ত্রিবলী কি মনোহর; হায়২ ও নব ললনা। জিনি রাম
রম্ভাতরু, সরল যুগল উরু, নিতম্বের নাহিক তুলনা ॥
রক্তোৎপল কোকনদ, নিন্দিয়ে যুগল পদ, পদাঙ্গুলি

চাঁপাকলি প্রায় । কিকব নখের ছটা, আলোকরে দিগ কটা মরি২ হায়২ হায় ।। ধিক মরাল গমনে, ধিক গজে ন্দ্র গমনে, মরি কিবা সুন্দর চলন । রূপের তুলনা ধনী, ছিল এক সৌদামিনী, রূপ হেরে অস্থির সেজন ।। প্রেয়- সী তোমার রূপ, কোটি২ সুধাকূপ, রসকূপ কিরূপ কেজানে । অঙ্গের সৌরভ পায়ে, মধু লোভে আসে ধায়ে, ঝাঁকে২ মধুকর গণে ।। কালকুট বিষ পান, যদি কেহ করে প্রাণ, পারেপ্রাণ বাঁচিলে বাঁচিতে । তোমার কটাক্ষ বাণে, কার সাধ্য বাঁচেপ্রাণে, মরে প্রাণে দেখি তে২ ।। দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষ, যে করে ও রূপ লক্ষ, স্ব স্ব পক্ষ পায় সবে লাজ । তব রূপ দেখি বারে, সহস্র লো চন ধোরে, নিরন্তরে দেখে দেবরাজ ।। নানাগুণেগুণবতী, সুরসিকা তুমি অতি, রতিপতি হেরে মোহ যায় । মৃগ পতি কটি সম, নাহে কটি সমোপম, অনুপম কিবা শোভা তায় ।। বসনের কিবা শোভা, কিকব শোভার শোভা, মনোলোভা অতি চমৎকার । গলে হার দোলে কিবে, দুহাতে বলয়া শোভে, মরি কিবে তাহার বা- হার ।। এত রূপ গুণ যার, নিজে তার বাঁচাভার, কি আশ্চর্য্য তবে যে বাঁচয় । ও বদন সুধাকরে, দিবানিশি সুধাক্ষরে, তারি তরে নিধন না হয় ।। বিধাতার কিবা কার্য্য, কিছুই নাহয় ধার্য্য, কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সমুদয় । অন্য জন দৃষ্টি মাত্রে, ব্যকুল হইয়া চিত্রে, শিবনেত্রে দেখা [illegible] হয় ।। অনন্তর দ্বিজ সুত, হয়ে মহানন্দ যুত, শেষে

লিখে নিজ বিবরণ। কহে দ্বিজ কবিবর, কার্য্য সিদ্ধ অতঃপর, হৈবে বুঝি হেন লয় মন ॥

বিপ্র নন্দনের আত্ম বিবরণ।

পয়ার।

প্রেয়সী তোমার রূপ করি দরশন। ব্যাকুল হয়েছে বড় আমার জীবন ॥ সুস্থির নাহয় প্রাণ কান্দে২ উঠে। কখন পাগল প্রায় বেড়াই বা ছুটে ॥ দাবানলে যেই রূপ দহয়ে কানন। তাদৃশ বিরহানলে দহিছে জীবন। শীতল নাহয় প্রাণ প্রবেশিলে জলে। কিকব সেজলে প্রাণ দ্বিগুণ যেজ্বলে ॥ দুরন্ত মদন তায় সময় পাইয়া। হৃদয় বিদীর্ণকরে নির্দ্দয় হইয়া ॥ তাহাতে ব্যাকুল প্রাণ প্রাণের লাগিয়ে। আকুল হইয়া মরি অকুল হেরিয়ে ॥ দিবা নিশি সমভাব হেরি শূন্যাকার। বিপক্ষে তক্ষক প্রায় দংশে অনিবার ॥ নিস্তার নাহিক তায় বিস্তার কিকব। সহিতে না পারি জ্বালা জ্বালা অসম্ভব ॥ [বুক ফেটে যায়] কিমহিনী দিয়ে ধনী ভুলায়েছ মন। এমন আশ্চর্য্য আর নাহেরি কখন ॥ যেখানে সেখানে প্রিয়ে ভ্রমিয়ে বেড়াই। তব রূপ রসকূপ দেখিবারে পাই ॥ স্নান করিবারে যদি যাই সরোবরে। সেখানে তোমারে দেখি জলের ভিতরে ॥ তরুগণে দেখে প্রাণ ধরি জড়াইয়া। জ্ঞান হয় তুমি যেন আছ দাঁড়াইয়া ॥ শয়নের কালে প্রাণ দেখি যে শয্যাতে। শয়ন করিয়া আছ বালিশ রূপেতে ॥ ঘুমায়ে স্বপনে দেখি ও বিধু বদন। এই রূপ তব সঙ্গে আছি

সর্ব্বক্ষণ ॥ তথাপি আমার প্রতি কর অযতন। বুঝিতে নাপারি প্রাণ কিসের কারণ ॥ তুমি ধ্যান তুমি জ্ঞান তুমি যাগ যজ্ঞ। তুমি তপ জপ হোম স্বর্গ চতুর্ব্বর্গ ॥ তুমি হস্ত তুমি পদ তুমি মোর প্রাণ। তুমি বল বুদ্ধি মোর তুমি চক্ষু কাণ ॥ তোমা বিনে অন্যজনে না জানি স্বপনে। তবে কেন আমারে নিদয়া চন্দ্রাননে ॥ কি দোষ তোমার দিব কিদোষ বিধির। আমার কপাল দোষ জানিলাম স্থির ॥ তুমি প্রাণ প্রিয়তমা কল্পতরু প্রায়। তোমার নিকটে আসি যেবা যাহা চায় ॥ মনো-নীত ফল তারে দেহ অনায়াসে। বাঞ্ছা পূর্ণ কর তার অশেষ বিশেষে ॥ এমতি কপাল মন্দ আমার প্রেয়সি। তোমার নিকটে আমি আছি সদা বসি ॥ সর্ব্বদা যাচি-ঞা করি গলে বস্ত্র দিয়া। নয়ন জলেতে যায় বদন ভা-ষিয়া ॥ তথাপি আমার প্রতি দয়া না হইল। আমার আশার ফল বিফল ফলিল ॥ মনের বাসনা মোর মনেতে রহিল। যত আশা ভরসা তা নিরাশা হইল ॥ আমা সম হতভাগ্য কে আছে ভূতলে। কল্পতরু তলে গেলে ছায়া নাহি মিলে ॥ তবে আর কার কাছে যাব বিধুমুখি। যদি কল্প বৃক্ষ কাছে নাহৈলাম সুখী ॥ অতএব বিধু মুখি করি নিবেদন। নিশ্চয় জানিহ আমি ত্যজিব জীবন ॥ হেনমতে লিখি পত্র দ্বিজের কুমার। পরম আনন্দে ছা-তে উঠী আপনার ॥ রমণীর রূপ গুণ ভাবি নিজ হৃদে। ঘুঁড়িতেলিখিয়াপত্র উড়ায় আমোদে ॥ বিপ্রের নন্দন

ঘুঁড়ি উড়াতে২। ছল ক্রমে ফেলেদিল রমণীর ছাতে॥ রমণী দেখিয়া তাহা গিয়া গুড়ি২। অঞ্চলে টানিয়া নিল ব্রাহ্মণের ঘুঁড়ি॥ ঘুঁড়ি যদি নিল ধনী দেখিয়া নাগর। প্রফুল্ল অন্তরে আসি ঘরেরভিতর। কখন ভিতরে বৈসে কখন বাহিরে। এইরূপ করে অতি চঞ্চল অন্তরে॥ দেখিয়া সেভাব কহে দ্বিজ কবিবর। এভাবের এইভাব শুনহে নাগর॥

রমণীর প্রতি সখী গণের জিজ্ঞাসা।

ত্রিপদী॥

হোতা ধনী দড়বড়ি, লইয়ে তাহার ঘুঁড়ি, তাড়াতাড়ি আসিয়া ঘরেতে। দেখে ঘুঁড়ি নহে মাত্র, তাহে লেখা আছে পত্র, স্থির নেত্রে লাগিল পঠিতে॥ পত্র পড়ি সমুদয়, নির্জ্জনে বসিয়ে রয়, দগ্ধ হয় হইয়া কাতরা। কারে কিছু নাহি কয়, হেঁটে মৌনীভাবে রয়, সদা বয় নয়নেতে ধারা॥ হেনকালে সখী গণে, সকলে আনন্দ মনে, সেইখানে আসি উপনীত। দেখে ধনী অধোমুখে, আছে অতি মনোছুখে, বারি চক্ষে ঝরে অপ্রমিত॥ হেরিয়া তাহার ভাব, সখী বলে একিভাব, কার ভাবে এভাব উদয়। বুঝিতে না পারি ভাব, এদেখি নূতন ভাব অসম্ভব ভাব সমুদয়॥ সুবর্ণ জিনিয়ে বর্ণ, আছিল রূপ লাবন্য, সেবর্ণ বিবর্ণ আজ কেনে। ছিন্ন ভিন্ন দেখি বেশ, এলায়ে পড়েছে কেশ, সবিশেষ কহ মোরে বেনে॥ কিকারণে এত দুখি, কিদুখেতে অধোমুখি, শশীমুখি মুখ তোল২। দৃষ্টি করি তব মুখ, বিদরিয়ে যায়

বুক, মনোতুঃখ কিবা বল২ ॥ ভাবিনী আসিয়া শেষে, কথা কহে হেসে২, কাছে ঘেঁসে বসিয়ে তখন। কেন২ ঠাকুরাণী, মলিন বদন খানি, অভিমানী কিসের কারণ ॥ আহামরি মরে যাই, নিকটে ভুবন নাই, বুঝি তাই হয়েছ এমনি। অবিলম্বে পাবে পতি, ভাবনা কি রস বতী স্থির মতি কর বিনদিনী ॥ কহে দ্বিজ পঞ্চানন, শুন২ সখিগণ, বিবরণ সব মম ঠাঁই। ঘুঁড়ি ধরে হৈল-কাল, সে ঘুঁড়ি প্রেমের সাল, বিন্ধিয়াছে আর রক্ষা নাই ॥

সখিগণের প্রতি রমণীর ভৎসনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥

শুনি ভাবিনীর ভাষ, ছাড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস, হাহুতাস কোরে ধনী কয়। দূর২ সখিগণ, না আইস কোন জন, কদাচন আমার আলয় ॥ একে মনোতুঃখে মরি, তাহে কহ ব্যঙ্গ করি, হরি২ নাহি ভয় মাত্র। আসুক আগেতে মাতা, এখনি কাটিব মাথা, যাবে ব্যথা জুড়াইবে গাত্র ॥ আমর আমর মাগী, লক্ষ্মীছাড়া হত ভাগী, তুঃখ ভাগী হৈতে আসে মোর। আইলেন হাসি২, যেন মোর মাসী পিসী, কাছে আসি বৈসে নিরন্তর ॥ কহিয়া পতির কথা, ঘুচাতে এলেন ব্যাথা, হা বিধাতা একি সহ্য হয়। মড়ার উপরে যেন, অস্ত্রাঘাৎ করে হেন, সেবচন হেন জ্ঞান হয় ॥ এত বড় সাধ্য তোর, কাছেতে বসিস মোর, পুণ ওর নাম কহ কাণে। দূর২ দূর হও, মোর উপযুক্ত নও,

নাহিরও মম সন্নিধানে ।। তদন্তরে রাজসুতা, হয়ে অতি দুঃখ যুতা, কোপান্বিতা, ধরণী লোটায় । দেখিয়া সঙ্গিনী গণে, সকলে সভয় মনে, অন্য স্থানে পলাইয়া যায় ।। দ্বিজ পঞ্চানন কয়, যাবলিলে মিথ্যানয়, যখন যাহারে ধরে, মনে । সেই নাম সংকীর্ত্তন, বিনে চণ্ডী রামায়ণ, কিছুই না ভাললাগে প্রণে ।।

মেঘমালা ও রমণীর কথোপ কথন ।।

পয়ার ।।

ধরণী লোটায়ে তবে আছে রাজ বালা । এমন সময়েতে আইল মেঘমালা ।। অতি প্রিয়তমা সে প্রধানা সহচরী । প্রবেশিয়ে ঘরের ভিতরে ধিরি২ ।। নাদেখে কাহারে সখী ঘরেরভিতরে । দেখিল রমণী আছে ধরণী উপরে ।। আস্তে ব্যস্তে কাছে গিয়া বসিয়ে তখন । গায় হাত দিয়া কহে মধুর বচন ।। কেন২ চন্দ্রামুখি ভূমিতে শয়ন । উঠ২ স্বর্ণলতা কহ বিবরণ ।। আমরি সোনার অঙ্গে লাগিয়াছে ধূলি । পাগলিনী সম দেখি মুখে নাহি বুলি ।। শুনিয়া তাহার বাক্য চক্ষু মেলি চায় । মেঘমালারে তখন দেখিবারে পায় ।। মেঘমালারে দেখিয়া রাগ গেল দূরে । উচ্চৈঃস্বরে কান্দিকহে ডুকুরে ফুকুরে ।। আয়২ মেঘমালা আয়গো নিকটে । প্রাণে মরি নাহি দেরি সংশয় সঙ্কটে ।। এতবলি রাজবালা গড়াগড়ি যায় । ধরিয়া তাহারে সখী কোলেতে বসায় ।। দেখিয়া রোদন তার প্রধান সঙ্গিনী । রোদন করয়ে কোলে লই-

য়া রমণী ॥ সখীর রোদন হেরি ভাবে মনে২। এআবার কি আপদ ঘটিল এখনে ॥ আমি জানি আমি কান্দি বিরহ আগুনে। হেদে বুড়া মাগী কান্দে কিসের কারণে ॥ এত বলি সম্বরিয়ে নিজ অশ্রুবারি। আপন অঞ্চলে মুখ মোছায় তাহারি ॥ শান্ত্বনা করয়ে ধনী সান্ত্বনা নাহয়। ভূমেতে পড়িয়া শেষে মস্তক ঘর্ষয় ॥ আপনার গালে চড় দুই হাতে মারে। মস্তক ঘর্ষনে রক্ত পড়ে শতধা-রে ॥ সখীর যন্ত্রনা হেরি ভুবন কামিনী। সকাতরা হয়ে তার ধরে দুটি পাণি ॥ মনে২ বিবেচনা করিল তখন। অবস্য কিঞ্চিত ইথে আছয়ে কারণ ॥ নহিলে হইবে কেনে এত উচাটনা। বারণ করিলে কেন বারণ শুনে-না ॥ এত ভাবি জিজ্ঞাসিল রমণী তখন। বল দেখি ওগো সখি স্বৰূপ বচন ॥ কিকারণে কান্দিতেছ হইয়া দুখিনী। মোর মথা খাও সত্য কহ দেখি শুনি ॥ কহিলেক মেঘমালা শুন ঠাকুরাণী। কিকারণে কান্দি আমি কি-ছুই না জানি ॥ তোমার ক্রন্দন দেখে করিগো ক্রন্দন। কহিলাম শশি মুখী সৰূপ বচন ॥ শুনিয়ে সেবাণী ধনী হাসিতে লাগিল। তার পরে শুন সবে যে-ৰূপ হইল ॥ ডাকিলেক মেঘমালা অন্য সখী গণে। শুনিয়া রমণী কহে মধুর বচনে ॥ অন্য সখীগণে হেথা নাডাক সজনি। এত বলি কহিলেক পূর্ব্বের কাহিনী ॥ শুনিয়া প্রধানা সখী কহে যুড়ি পাণী। অপরাধ ক্ষমা কর ভুবন কামি-নী ॥ তুমি নাকরিলে ক্ষমা কে আর করিবে। তবে

দাসী গণ দশা কি দশা হইবে ।। তবে সহচরী সব সখী-রে ডাকিয়ে। রমণীর সহদিল মিলন করিয়ে ।। অনন্তর সখীগণ গমন করিল। দিবস মুদিল আঁখি যামি নী জাগিল ।। দ্বিজ পঞ্চানন কহে শুনরাজ বালা। সঁবুরে-তে মেওয়া ফলে হয়োনা উথলা ।। •

মেঘ মালার নিকটে রমণীর খেদ ।।

লঘুচৌপদী ছন্দ।

হইল রজনী, হেরিয়ে রমণী, কহিছে তখনি, মধুরভাষে। এসুখ যামিনী, বঞ্চি একাকিনী, যেন অনাথিনী, অকূলে ভাসে।। সতত মদন, করে জ্বালাতন, তাহার কারণ, বাসনাকরি। ত্যজি কুলভয়, হেন মনেলয়, এপোড়া আলয়, বাস না করি।। মনোদুঃখ যত, প্রকাশিব কত, মনে অবিরত, জাগিছে সই। অন্য মেয়ে হলে, কোথা যেতোচলে, আমি মেয়ে বলে, এতেক সই ।। দেখ যার করে, সদা হিম করে, সেই দগ্ধ করে, পুনুসে করে। এতেক যন্ত্রণা, বিধি বিড়ম্বনা, নহে সে আপনা, কপালেকরে ।। মলয়া বাতাসে, পরাণ বিনাশে, মরিগো হুতাসে, দ্বিগুণ, জ্বলে। তাহাতে হৃদয়, সদাবিদরয়, শীতল নাহয়, শীতল জলে।। দুঃখের কাহিনী, কিকব সজনী, জানেন আপনি, যে পঞ্চানন। দুর্গতি তোমার, দেখিয়ে অপার, হৈল অস্থি সার, এপঞ্চানন ।।

রমণী মেঘমালাকে বিপ্রনন্দনকে দেখায়।

পয়ার।

শুনিয়া এতেক বাণী মেঘমালা কয়। বুঝিলাম রসবতী তোমার আশয়।। মনের মানস ভেঙ্গে চুরে বল তুমি। তোমার মণের বাঞ্ছা পূরাইব আমি।। তার পর কহিতেছে সরোজ বদনী।। আমার দুঃখের কথা শুনগো সজনী।। একই দ্বিজের সুত নবীন বয়েস। ভুবন বিজয় নাম খ্যাত সর্ব্বদেশ।। পাগলিনী করিয়াছে সেজন আমারে। কহিলাম প্রাণ সখী সকলি তোমারে।। তার লাগি ব্যাকুলিনী আছি অতিশয়। ঐ দেখ দেখা যায় তাঁহার আলয়।। এতবলি ধনী ঘুঁড়ি আনিয়ে ঝটিত। পড়িয়ে তাহারে পত্র করায় বিদিত।। পড়িয়ে সকল ছত্র ভূপতি নন্দিনী। বলে সে নাগর বিনে মরি গো সজনী।। তোমা বই প্রাণ সই কারে কই আর। তোমা বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার।। আকুল হইয়া সই পড়িয়ে অকূলে। হাবু ডুবু খেতেছি সাঁতার গিয়া ভুলে।। দুস্তার পাঁথারে মোরে কর যদি পার। কাশীতে মন্দির দেওয়া হইবে তোমার।। আমার কারণে সে বিজয় গুণ মণি। এতক্ষণে আছে কি না কিছুই নাজানি।। তার পর কহে ধনী ধরি তার পায়। এ বিপদে মেঘমালা বাঁচাও আমায়।। আমি যদি

মরি সখী তাহে ক্ষতি নাই। ব্রহ্মহত্যা হবে এই ভয় বড় পাই।। সে বধের মূল আমি কহিনু তোমায়। মরিলে ও ভুগিতে হইবে গো আমায়।। অতএব দুর্গতি না যাবে কদাচন। সমান হইল দুই মরণ বাঁচন।। সাঁখের করাত যেমন দুই ধারে কাটে। তেমতি পড়েছে আমি বিষম সঙ্কটে।। তদন্তর কহিতেছে প্রধানা সঙ্গিনী। ভয় নাই ভেবোনা গো ভুবন ভোগিনী।। (কল্য আমি নিশী যোগে দ্বিজের নন্দনে। মিলাইয়া দিব আনি তোমার সদনে।। আজি নিশী চুপকরে থাক চন্দ্রাননী। কালি আনি দিব সে রসিক চূড়ামণি।।) এই রূপে সান্ত্বনা করয়ে সখীতায়। হেন কালে নিশা কর নিজ স্থানে যায়।। রজনী প্রভাতা হৈল দেখিয়া তখনি। সঙ্গিনী লইয়া সঙ্গে রাজার নন্দিনী।। গবাক্ষের দ্বার খুলি বসিল দুজন। হেন কালে দ্বিজ সুত দিল দরশন।। বিপ্রাত্মজে হেরে রামা হরষিত কায়। অঙ্গুলি হেলায়ে তবে সখীরে দেখায়।। ঐ দেখ সই বসে মোর মনো চোরা। উহার লাগিয়ে আমি এতেক কাতরা।। সখী বলে আজি ধরে এনে দিব চোরে। কদাচ নাছাড়িবে বান্ধিবে প্রেম ডোরে।। ধনী বলে আমি কি বান্ধিব সখী ওঁরে। নিগূঢ়ে বন্ধন আগে করিয়াছে মোরে।। উহারে আনিয়ে দিবে কহিছ সজনী। কিরূপে আনিবে হেথা বল দেখি শুনি।। পঞ্চানন বলে শুন বচন সরস। পথাপথে কিবা করে থাকিলে সাহস।।

মেঘ মালার কর্তৃক যাতায়াতের পথ ॥

পয়ার ॥

সহচরী বলে কন্যা ভাবনা কি তাতে। যে রূপে আনিব হেথা দেখিবে পশ্চাতে॥ তদন্তর গবাক্ষের দ্বার বন্ধ করি। ডাকাইল সখীগণে তবে সহচরী॥ সোহাগিনী নিতম্বিনী ভাবিনী মোহিনী। প্রধানা সখীর কাছে আইল তখনি॥ সখীগণে হাত ধরি বসায়ে তখন। প্রকাশিল রমণীর যত বিবরণ॥ সাবধানে রেখ যেন নাহয় প্রকাশ। প্রকাশ হইলে তবে হবে সর্ব্বনাশ॥ আগে আমা সবাকার বধিবে জীবনে। মজাইব আনিয়া কি পরের নন্দনে॥ তখনি তাহার প্রতি কহে সখীগণ। শুনগো প্রধানা দূতি করি নিবেদন॥ প্রকাশ না হবে ইহা কহিলাম সার। কার আছে দুটা মাথা কেকরে প্রচার॥ পরম সুখেতে আরো সতত থাকিব। প্রহরে২ সখী পাহারা রাখিব॥ ভাল২ বলি সখী জিজ্ঞাসে সবায়। কেমনে আনিব তায় কিকরি উপায়॥ বলদেখি সকলেতে পরামর্শ করি। প্রাচীনা হয়েছি আমি ঠাহোরিতে নারি॥ উত্তর নাকরে কেহ মুখ বুজেরয়। তবে সহচরী সখীগণ প্রতি কয়। মর২ ছুঁড়িগুলা কোন বুদ্ধি নাই। আমি মৈলে শেষে কি হইবে ভাবি তাই। আয় দেখি মোর সঙ্গে উঠে সব ছুঁড়ি। দেখ আসি কিবে বুদ্ধি খাটায়েছে বুড়ি॥ এত বলি শীড়ির নীচের ঘরেগিয়া। পুবের জানালা কাটে

শাণিতাস্ত্র দিয়া ॥ কাটিয়া জানালা পথ সুন্দর করিল। দেখি যত সখীগণে অবাক হইল ॥ তার কাছে আছয়ে জঙ্গল বহুতর। তাহাতে ঢাকিয়া রাখে সেই যে বিবর ॥ সহজে না সে বিবর কিছু দেখা যায়। অন্তরে দাঁড়ালে পর কে দেখে কাহ্যয় ॥ দিবসে কপাট বন্ধ থাকে জানালায়। রজনীতে সে কপাট খুলিয়া ফেলায় ॥ পথ দেখি শশিমুখী প্রফুল্লা হইয়া। ভোজন করিল তার পরেতে আসিয়া ॥ সখীগণে ভোজন করিয়া সর্ব্বজনে। নিজ২ ঘর হইতে আলো কতক্ষণে ॥ প্রহরেক বেলা আছে গগণে যখন। কহিলেক মেঘ মালা আপনি তখন ॥ নাগর নিকটে ইবে যাইয়ে সম্প্রতি। সমাচার দিয়ে পুন আইসে শীঘ্রগতি ॥ সন্ধ্যার পরেতে পুন করিয়া গমন। আনিতে হইবে তথা যাবে কোনজন ॥ কহিলেক সোহাগিনী আমি যাব সেথা। সমাচার দিয়া পরে আনিবো গো হেথা ॥ এতেক বলিয়া রামা উঠিয়া তখনি। সমাচার দিতে যায় তবে সোহাগিনী ॥) তার রূপ সজ্জা কিছু নাহয় বর্ণন। কিঞ্চিত কহেন কবি দেখেছে যেমন ॥

সোহাগিনীর রূপ বর্ণন ও বিপ্র নন্দনের নিকট গমন

পয়ার ॥

কাণেপাষা মাথাঘসা দিব্যজুল্পিকাটা। কুষ্মাণ্ডআকৃতিস্তন কাঁচলিতে আঁটা ॥ দন্তভরা মিশীভালে সীন্দূরের ফোঁটা। আহামরি কিবেতায় উল্কির ঘটা ॥ খোঁপায় চাঁপার

ফুল নয়নে কাজল। বদনে মেথীর তৈল চরণেতে মল।। কিবা শোভা অলকা তিলকা গণ্ডস্থলে। নাসিকায় তিলক তুলসীর মালা গলে।। শ্যামল বরণা রামা কটি ক্ষীণ অতি। নিতম্বের ভরে সদা মন্দ২ গতি।। ভূষণে ভূষিত অঙ্গ দুইহাতে শাঁখা। সুগন্ধি চন্দন সব কলেবরে মাখা।। অর্দ্ধেক বয়েস তবু দেখিলে সে ঠাম। দূরে থাক যুবক বুড়ার জ্বিয়ে কাম।। নেকা২ কথা কয় হাসিয়া২। ইচ্ছা করে কোলে লই চরণ তুলিয়া।। হেলেদুলে চলে পথে দিয়া হাত নাড়া। পাড়া ছাড়ে গৃহস্থেরা পেলে তার শাড়া।। দ্বিজ পঞ্চানন কহে আমরি২। হেনরূপ সজ্জা নাকি আর কার হেরি।।

সোহাগিনী ও বিপ্রনন্দনের কথোপ কথন।

লঘু চৌপদী।

হেতায় নাগর হইয়ে কাতর, ঘরের ভিতর, বসি আপনে। রমণীর রূপ, অতি অপরূপ, সেই রস কূপ ভাবিছে মনে।। এমন সময়, ভুলায়ে হৃদয়, সঙ্গিনী উদয়, নাগর পাসে। হেরিয়ে সেজনে, নাগর তখনে, মধুর বচনে, তাহারে ভাষে।। কেতুমি কি আশে, এলে মোর বাসে, কিআশার আশে, মনে কি আশ। ত্যজিয়া ছলনা, স্বরূপে বলনা, কাহার ললনা, কোথায় বাস।। সেকথা শুনিয়া, প্রফুল্ল হইয়া, হাসিয়া২, কাছেতে আসি। সহচরী কয়, শুন মহাশয়, মোর পরিচয়, কহি প্রকাশি।। তুমি যার আসে, আছো আশারাশে, থাকি তার বাসে, আমি

সঙ্গিনী। অধিক কথায়, কিবা কাজ তায়, কহিনু তোমায়, হে গুণমণি॥ সখীর বচন, শুনিয়া তখন, দ্বিজের নন্দন, আনন্দে নাচে। বলে ওগো সখী, বল২ দেখি, সে সরোজ মুখী, ভালতো আছে॥ সেতো আছে ভাল, সে ভালয়ে ভাল, যাহবারি হল, আমারি ভালে। মরি২ মরি, ওগো সহচরী, নাহি আর দেরি, ধরেছে কালে॥ এখন তখন, হৈয়াছে জীবন, মরিগো কখন, নাযায় জানা। ভাল তুমি এলে, তবু দেখ গেলে, তাহা নাহইলে, দেখা পাতেনা॥ মরণ সময়, দেখা নাহি হয়, খেদ নাহি রয়, তাহে আমার। তাহার ভবন, করি দরশন, হয়গো মরণ, পাই নিস্তার॥ বোল সখি বোল, প্রেয়সীকে বোল, সে নাগর মলো, এলেম দেখে। যাহয় উচিত, তাহার বিহিত, করগো ঝটিত, আপনি থেকে॥ এতেক কহিয়া, হা প্রিয়ে বলিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া, পড়ে অবনী। মুখে উঠে লাল, দেখিতে করাল, নয়ন বিশাল, স্থির অমনি॥ রমণী সঙ্গিণী, ধাইয়ে তখনি, তুলিয়া অমনি, কোলেতে করি। গালে দিয়ে হাত, বলে অকস্মাৎ, হৈল কি আঘাৎ, আমরি মরি॥ এতেক বলিয়া, সলিল আনিয়া, মুখে তার দিয়া, সখী আপনি। করালে চেতনে, দ্বিজের নন্দনে উঠি কতক্ষণে, বসে অমনি॥ তবে সহচরী, দ্বিজসুতে হেরি, সবিনয় করি, কহিছে তায়। রাজার নন্দিনী, ভুবনমোহিনী, ডেকেছে সে ধনী, আজি তোমায়॥ ঘুচাতে বিষাদ, পুরাইতে সাদ, এনেছি সংবাদ, হে নটবর। বিরস ত্যজিয়ে, সরস হইয়ে, সাহস করি

য়ে, চল সত্বর ।। বেলা আর নাই, তবে আমি যাই, আমি গিয়া ভাই, সংবাদ দিব। পুন সন্ধ্যা পরে, আসিয়া সত্বরে, তোমার হুজুরে, হাজির হব ।।সঙ্গেতে করিয়া, যাইব লইয়া, দিব মিলাইয়া, সেই রমণী। ঘুচিবে যাতনা, পুরিবে বাসনা, ভেবনা২, হে গুণমণি ।। সখীর আশ্বাস, করিয়া বিশ্বাস, ছাড়িয়ে নিঃশ্বাস, নাগর মণি। ব্যাকুল হইয়ে, কান্দিয়ে২, সখীরে চাহিয়ে, কহেতখনি ।। শুন প্রাণ সই সরূপেতে কই, চেয়ে দেখ ঐ, গগণে শশী। শুনগো সজনী, কিকব বাখানি, হেন অনুমানি, পোহায় নিশী ।। তবে কই বেলা, চলএইবেলা, নহে আর বেলা, আইসে সই। নহে দিবাকর, ওজে শশধর, দেখ নিরন্তর, চাহিয়ে ঐ ।। পূর্ণিমার উদয়, হইবে নিশ্চয়, নহিলে কি হয়, এতেক আলো ।। কিজানি কেমন, তোমার নয়ন, নাবুঝি কারণ, কিছুই ভালো ।। এতেক শুনিয়া, ঈষত হাসিয়া, মনেতে বুঝিয়া, কহিছে ধনী। তুমি দ্বিজসুত, সর্ব্ব গুণযুত, একিহে অদ্ভুত, বচন শুনি ।। কিকব তোমায়,এযে অবস্থায়, সব শোভাপায়, যতেক বল ।। তোমাবলে নয়, অনেকেরি হয়, প্রেম যে করয়, হয় বিভ্রোল ।। পিরিতের রীত, অতিচমকিত, আছয়ে বিদিত, জগতময়। প্রেম অনুরাগী, হইয়েবিবাগী, পঞ্চাননযোগী, হে রসময় ।। এরূপ অনেক, বুঝায়ে কতেক, দৃষ্টান্ত শতেক, দেখায়ে ধনী। সে সংবাদ দিয়ে, এসংবাদ লয়ে, হরিষ হইয়ে, গেল সঙ্গিনী ।। কহে পঞ্চানন, হে দ্বিজ নন্দন, আমার বচন, মনেতে রেখ।

প্রেমে অপ্রমিত আছে যথোচিত, কাঁটা বিপরীত, ফুটেনা দেখ ॥

সোহাগিনী পুন রমণীকে সমাচার দেয়।—

পয়ার।

রমণীর সখী যদি করিল গমন। দেখিয়া নাগর রায় উঠিয়া তখন ॥ নানামত বেশ ভূষা কৈল রসরাজ। বিশেষ বর্ণিয়া কি কহিব সেই সাজ ॥ বেলাবেলি সাজ করি দ্বিজের নন্দন। আপনার ঘরে বসি রহিল তখন ॥ হোথায় সঙ্গিনী গিয়া সমাচার দিল। কহিলেক বিবরণ যত দেখেছিল ॥ শুনিয়া রমণী অতি সকাতরা হয়। বিরস বদনে ধনী কিছু কাল রয় ॥ তারপরে দুঃখ তাপ সকলি ত্যজিয়া। সখীগণ প্রতি কহে প্রফুল্লা হইয়া ॥ অতএব শুন সবে বলি বিশেষিয়া। রাখহ সকলে মোর ঘর সাজাইয়া ॥ ভালং দেখে খাদ্য দ্রব্য সব আনি। সাজাইয়া রাখ আনি সুশীতল পাণি ॥ সুগন্ধি পুষ্পের মালা আনি চারি ছড়া। সাজাইয়া রাখ সখি আর পুষ্পতোড়া ॥ শুনিয়া কন্যার বাণী যত সখীগণ। সাজাইল ঘর অতি করিয়া যতন ॥ আহারীয় দ্রব্য সব করে আয়োজন। ফল মূল মেওয়া কত কে করে বর্ণন ॥ ছানা চিনি শরভাজা মিছারি মাখম। বরফি গোলাপী পেঁড়া সন্দেশ উত্তম ॥ নানা জাতি মেঠাই সাজায়ে রাখে ক্ষীর। সুবর্ণ পাত্রেতে রাখে সুশীতল ক্ষীর ॥ তাম্বুল সাজায়ে সখী রাখে বাটা পূরি। থুইল পুষ্পের মালা সযত

ন করি ॥ দেখিয়া সকল দ্রব্য ভূপতি নন্দিনী। আপনি আপন বেশ করিলা তখনি ॥ পাগল২ হৈল দেখে যেই বেশ। সে বেশে সুবেশ করে কি কব বিশেষ ॥ নারী হয়ে সেই রূপ যদি দৃষ্টি করে। আপনা পাশরি রতীরতি আশা করে ॥ যে রূপ দেখিয়া লাজ পাইয়া মদন। পঞ্চানন নেত্রা নলে ত্যজিল জীবন ॥ জ্বলন্ত অনল দেখে পতঙ্গ যে মন। সুখ আশে তথা গিয়া হারায় জীবন ॥ তেমতি তাহার রূপ জ্বলন্ত অনল। প্রবল হইয়া সদা জ্বলে অবিকল ॥ তাহে পয়োধর বহ্নি পর্ব্বত আকার। তাহার উত্তাপে দূরে থাকে সাধ্য কার ॥ পুরুষ পতঙ্গ সম পড়িয়া তাহায়। আপনার প্রাণ শেষে আপনি হারায় ॥ তাহে পুন কটাক্ষাগ্নি ঘন২ ছুটে। একবার কণা বিন্দ যার অঙ্গে ফুটে ॥ তখনি অজ্ঞান হয় তাহার জ্বালায়। হয় মরে নয় হয় পাগলের প্রায় ॥ কিন্তু এক গুণ সেই অনলে আছয়। অঙ্গ স্পর্শ মাত্র অঙ্গ শীতল করয় ॥ হেন বেশে হেন সাজে রাজার নন্দিনী। ঘর বার করে সদা হয়ে ব্যাকুলিনী ॥ সূর্য্য পানে চায় আর মনে২ ভাবে। কতক্ষণে অস্তাচলে দিনমণি যাবে ॥) বেলা নাহি যায় দেখে ভুবন ভোগিনী। সখীগণ প্রতি ধনী কহিছে তখনি ॥ ভাল বল দেখি মোরে তোমরা সজনি। গত দিনে এতক্ষণে কতেক রজনী ॥ আপনা আপনি আমি অনুভব করি। কাল এতক্ষণে প্রায় অর্দ্ধেক শর্ব্বরী ॥ কাল যেমন বেলাবেলি সন্ধ্যা হয়েছিল।

আজ কি গো পোড়া বেলা তেমনি বাড়িল ।। অন্য দিন মনে করে দেখ গো নিশ্চয়। দুপর না হৈতে বেলা সন্ধ্যা আসি হয়।। তেম্নি আজ পোড়া সন্ধ্যা কোথায় মরেছে। আমর ২ পোড়া বেলাও কি বেড়েছে।। অথবা নয়নে ধাঁদা লেগেছে সজনি। ঠাহরিতে নারি হবে দিন কি রজনী।। বল দেখি তোমরাত আছ সর্ব্ব জন। বেলা আছে কিম্বা রাত্রি হয়েছে এখন।। এই রূপে কত কয় ভুবন মোহিনী। প্রবোধ বাক্যেতে তোষে যতেক সঙ্গিনী।। প্রবোধ বাক্যেতে ধনী স্থির নাহি হয়। হেন কালে দিবাকর গমন করয়।। পঞ্চানন কহে শুন ভুবন অঙ্গণা। বাঞ্ছা পূর্ণ হয় এই ভেবনা ভেবনা।।

রমণীর গৃহে বিপ্রনন্দনের গমন ।।

রজনী হইল দেখি কুরঙ্গ নয়নী। পালঙ্কে বসিয়া ধনী কহিছে তখনি।। যাও২ সোহাগিনী আনিতে নাগরে। বিলম্বেতে প্রয়োজন আর বা কি করে।। এত শুনি সোহাগিনী গমন করয়। নাগরের কাছে আসি উপনীত হয়।। সখী বলে চল চল ওহে রসরাজ। দ্রুত গতি আইস বিলম্বেতে নাহি কাজ।। শুনিয়া সখীর বাণী প্রফুল্লিত কায়। হাত বাড়াইয়া যেন হাতে স্বর্গ পায়।। দূতীর সহিত তবে দ্বিজের নন্দন। রাজনন্দিনীর বাসে করিল গমন।। প্রধানা সখীর কৃত যেই পথ ছিল। সেই পথ দিয়া দোঁহে প্রবেশ করিল।। হোথায়

সরোজ মুখী সখীগণ সঙ্গে। পরম সুখেতে বসি আছে নানা রঙ্গে ।। হেন কালে উপনীত হৈল সোহাগিনী। সঙ্গেতে লইয়া সে নাগর গুণমণি।। দ্বিজ পঞ্চানন কহে শুন রাজ বালা। শুভ কর্ম্ম সমাপিতে করিওনা হেলা ।।

রমণী বিপ্র নন্দনকে আপন নিকটে বসায়।

হংসী ছন্দ ।।

নাগর আইল দেখি। উঠিয়া সম্ভাষ করে তারে যত সখী ।। বৈস২ মহাশয়। দাঁড়াইয়া থাকা তব উপযুক্ত নয়।। শুনি সখীর বচন। কথা নাহি কয় সেই দ্বিজের নন্দ-ন ।। সদা চারি দিকে চায়। দেখে সে কমলা মুখী বসিয়ে কোথায়।। দৃষ্টি করে তার পর। পালঙ্গে উদয় যেন কোটি শশধর ।। দেখে স্থির ভাবে রয়। সে ভাব দেখিয়া ধনী মনে বিচারয় ।। এত কর্ম্ম ভালনয়। আমি রৈনু বসে দাঁড়াইয়া রসময়।। ইহা ভাবিয়া নিশ্চয়। পালঙ্গ হইতে নামি শশি মুখী কয়।। কেন২ হে নাগর, । দাঁড়া-ইয়া কেন দেখি বিরস অন্তর ।। এতেক বলিয়া ধনী। করে ধরি পালঙ্গেতে বসিল আপনি ।। তবে যত সখী গণ। আনিয়া পুষ্পের মালা যোগায় তখন।। আরো গো লাপ আতর। ছড়াইয়া দিল অঙ্গে আনন্দে বিভোর ।। তার পরে সর্ব্বজন। রঙ্গ ভঙ্গ দেখে ক্রমে করিল গমন ।। তবে বসি দুই জন। নানা রঙ্গে ভঙ্গে করে কথো-প কথন।। দ্বিজ পঞ্চানন কয়। এখন কি আশ পাস কথার সময়।।)

শৃঙ্গার।

তোটক ছন্দ।

যত সঙ্গিনী রঙ্গিনী রঙ্গ ভরে। নানা ব্যঙ্গ প্রসঙ্গেতে গেল ঘরে।। দেখিয়া নাগর আনন্দে তখনি। শুইল কো-লেতে করিয়া রমণী।। রসে রসবতী রতি অভিলাষে। ঝর২ ঝর প্রেম নীরে ভাসে।। ভাবে ঢল২ মৃদু মন্দ হাসে। যেন সৌদামিনী মেঘেতে প্রকাশে।। সদা অঙ্গ টলমল কম্পে উরু। হিয়া দুরু২ করে গুরু গুরু।। ঘন চুম্বন ইন্দু বয়ানে করে। কুচ পদ্ম কলি কর পদ্মে ধরে।। ধরিতে রমণী অমনি শীহরে। মদন অনলে পরাণ বিদরে।। কামি-নী অমনি কহিছে তখনি। কিকর২ ছি ও গুণমণি।। উঠি-লে কেনহে শুইয়া থাকনা। ছিব্যানে ছাড়হে চরণে ধরোনা।। করোনা২ দশন ঘাতন। করোনা২ নখে বিদারণ।। বারণ করিলে কেনহে মাননা। মরিহে শরীরে সহেনা যাতনা। তুমি রসিক প্রেমিক পণ্ডিত হে। গুণ সাগর নাগর প্রধান হে।। আমি অবলা সরলা কুলনারী। পায়ে ধরি ক্ষমাকর সৈতে নারি।। এক দিনে কিছু ফুরায়ে যাবেনা। অবলা পরাণে মেরোনা২।। দ্বিজ নন্দন পিন্দন বাস হরে। রমণী অমনি তার হাত ধরে।। এত ব্যস্ত কেন মন সুস্থ কর। নহে কালি হবে হে রসিক বর।। শুনিয়া কহিছে নাগর তখন। অনঙ্গে দহিছে আমার জীবন।। কেমনে কহিলে কঠিন বচন। কালি হবে নহে এ সুখ রমণ।। আজি বাঁচিলে তবেত

কালি হবে। কিসে বাঁচি সে উপায় বল তবে॥ শুনিয়া রমণী অমনি রহিল। বদনে কিছু বচন না সরিল॥ মুখে বলে যত নহে মনো গত। হবে কতক্ষণে ভাবে অবিরত॥ যেমন বারির আশে চাতকিনী। মেঘ আরা ধয়ে দিবস যামিনী॥ তেমতি যুবতী যুবক বদন। রতি আশয়ে নিরখে সর্ব্বক্ষণ॥ ফুটিয়া বলিতে কিছু নাহি পারে। তাই ললনা ছলনা এত করে॥ নাগরীর ভাব নাগর দেখিয়া। প্রফুল্ল বদনে হাসিয়া হাসিয়া॥ কামিণী ধরিয়া কোলেতে লইল। কহে পঞ্চানন বাসনা পুরিল॥

অনঙ্গ প্রসঙ্গে নানা বিধ রঙ্গে। মজিল দুজনে মদন তরঙ্গে॥ চরণ তুলিয়া হৃদয়ে লইল। কপটে কামিণী নয়ন মুদিল॥ দুই ভুজ দিয়া দোঁহে দুই গলে। ঘন সঘন ঘন নিতম্ব দোলে॥ রুণু ঝুনু বাজে নূপুর চরণে। বাজে ঝণ ঝণ কেয়ুর কঙ্কণে॥ কাঁপে থর থর কাম শরে তনু। অবিশ্রাম খেলিছে জঘন জানু॥ হৃদয়ে হৃদয়ে নয়নে নয়নে। রসনে রসনে বদনে বদনে॥ নানা বন্ধে প্রবন্ধেতে রতি করে। ঝপটা ঝপটী ঝটাপট করে। ঝর ঝর দু অঙ্গে ঘাম ঝরিছে। বসন ভূষণ কে কোথা পড়িছে॥ কামে জ্বর জ্বর হইয়া নাগরী। অধরে অধর ধরে ধিরি ধিরি॥ সুখাইছে বদন মদন রসে। আবেশে নাগরে ধনী ধরে কসে॥ আহা উহু উহু করে ঘন ঘন। হেন জ্ঞান লাগে দশনে দশন॥ ভাসি

ল সুখের সাগর অমনি। কাঁপিয়া২ চাপয়ে তখনি ॥ কভু নাগরী পরে নাগর মণি। কভু নাগর পরে বিরাজে ধনী ॥ এই রূপে রতি রঙ্গ সাঙ্গ করি। ক্ষণেক থাকিয়া নাগর নাগরী ॥ পাণি পাদ ধউত করিয়া পরে। পুন বসিলা দোঁহে পালঙ্গ পরে ॥ কহে পঞ্চানন দ্বিজের কুমারে। সাবাসি সাহসে সাবাসি তোমারে ॥

নাগর ও নাগরীর কৌতুক।

পয়ার।

পালঙ্গে বসিয়া দোঁহে যুবক যুবতী। রতিশ্রান্তে শ্রান্ত মুখে নাসরে ভারতী ॥ হেনকালে আইল সখী নাম নিত ম্বিনী। দেখিয়া তাহারে কহে ভূপাল নন্দিনী ॥ কহ দেখি ওগো সখী মোরে বিবরণ। কি কারণে নাহি দেখি অন্য সখী গণ ॥ শুনিয়া কন্যার বাণী কহে সহচরী। আছে তারা স্থানে২ হইয়া প্রহরি ॥ ভাল২ বলি তারে কহিল রমণী। আহারীয় দ্রব্য কিছু আনহ সজনী ॥ সহচরী আনি সব প্রস্তুত করিল। দেখিয়া দ্বিজের সুত কহিতে লাগিল ॥ আমার কারণে এই খাদ্য দ্রব্য যত। প্রস্তুত করেছ বুঝি তাই নানা মত ॥ মরি তব কত গুণ নাহয় বর্ণন। সেদিকে যেমন হৈল এদিক তেমন ॥ সন্তুষ্ট হয়েছি বড় দেখিয়ে ব্যাভার। এমত চরিত্র ধনী না দেখি কাহার ॥ দুই মাস তব লাগি নাকরি আহার। ভেবে২ হইয়াছে অস্থি চর্ম্ম সার ॥ মনের সাধেতে প্রাণ তোমার সদনে। পেট ভরে খাব আজ

দেখিবে নয়নে ।। পষ্ট কথা কব ইথে নাহি করি লাজ। নাচিতে বসেছি আমি ঘোমটায় কি কাজ।। বংসজ না হই প্রিয়ে শুন সারদ্ধার। কুসুম দলের শ্রেষ্ঠ কুলীনের সার।। যদ্যপি আমারে তুমি খাওয়াইবে প্রিয়ে। কুলের সম্মান বল রাখিবে কি দিয়ে ।। হাসি২ রসবতী কহিছে তখন। রেখেছি কুলের মান আগে প্রাণ ধন ।। জীবন যৌবন মন ধন যাহা ছিল। রাখিতে ও কুল মান এ কুল মজিল ।। রাখিলাম মান প্রাণ দক্ষিণা সহিত। আবার কেমন কথা শুনি বিপরীত ।। বুঝিনু বামন জাতি লোভি অতিশয়। এক বারে কোন কর্ম্মে পরিতোষ নয়।। আগুণ ঝাঁপা সব কাজে করে তাড়া তাড়ি। ফলারের কালেতে বিশেষ বাড়া বাড়ি ।। উদর পুরিয়া আগে প্রাণ পণে খায়। শেষে ফুটী হেন পেট যদি ফেটে যায় ।। তাহে নাহি কষ্ট বোধ আরো খেতে চায়। যতক্ষণ সেই দ্রব্য দেখিবারে পায় ।। হইলে চক্ষের আড় অম্নি ঘাড় গুঁজে। অসন্তুষ্ট হয়ে কষ্টে রয় মুখ বুজে ।। এত যে খাইল তাহে না হয় সরস। চাহিয়া না পায় যদি হয় হে বিরস ।। বিচারের পূর্ব্বে অতি শান্ত মূর্ত্তি ধরে। বিচারে প্রবৃত্ত হৈলে বুদ্ধি স্বদ্ধি হরে ।। যেমন ঝাঁপানে উঠে হয় ঝাঁপানেরা। বিচার কালে তেমনি হয় বামনেরা ।। কোন কাজে স্থির নয় সব ছড়া ছড়ি। পূজার বার্ষিক যেন সাধে দড় বড়ি ।। আপন বটীতে প্রাণ দেখেছি সকল। বিশেষ করিয়া কি কহিব

সে সকল ॥ একেবারে লক্ষ টাকা দিলে একজনে। তথা-চ সন্তুষ্ট নহে চাহে ঘনেং। বারম্বার কত আর কব রসময়। কোন কাজে এক বারে তুষ্ট নাকি হয় ॥ কহিলা দ্বিজের সুত শুনিয়া তখনি। এক বারে তুষ্ট নয় জেনেছতো ধনী ॥ তবে আর কথায় নাহিক প্রয়ো-জন। চল গিয়া জলযোগ করিগে এখন ॥ এত বলে কুতূহলে দুজনে বসিয়া। খাইলেক সব দ্রব্য হাসিয়াং ॥ আহারের রঙ্গ ভঙ্গ নারিনু রচিতে। পুথি বেড়ে যায় বড় খেদ রৈল চিতে ॥ জল যোগ করি তবে সুখে দুই জন। পুনুরায় করিলা মদন আলাপন ॥ তার পরে দ্বিজ সুত হরিষ অন্তরে। নাগরীরে কহিছে ধরিয়া তার করে ॥ দ্বিজ পঞ্চানন ইথে করিয়া যতন। রমণী নাটক কাব্য করিলা রচন ॥৮

নায়িকার প্রতি নায়কের উক্তি ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥৮

শুন গজেন্দ্র গামিনী, সুচারু চন্দ্রবদনী, নিবেদন কিঞ্চিৎ আমার। দেখ প্রাণ দেখং, প্রাণ বলে মনে রেখ, ভুলনাং যেন আর ॥ তুমি প্রাণ প্রিয়তমা, সকলের মনো রমা, তোমা সমা কে আছে যুবতী। রূপে গুণে মহীধন্যা, নারী মাঝে অগ্র গণ্যা, রসিকে প্রেমিকে রসবতী ॥ কেবল তোমার জন্যা, মরিং রাজ কন্যা, দুঃখ আমি পাইয়াছি যত। কিকহিব বিশেষিয়া, কহিতে বিদরে হিয়া, মনেতে জাগিছে অবিরত। ভাবি আমি

একবার, বিস্তারিয়ে সবতার, এই বেলা বলি ও প্রেওসি। অপরূপ দেখি তাই, অমনি ভুলিয়া যাই, হেরিলে ও মুখ পূর্ণ শশী ।। মরি২ কিবা গুণ, নির্গুণে কি জানে গুণ, মরি গুঁণে বলি হারি যাই। শিখিয়াছ যত গুণ, কোন গুণে কিবা গুণ, তার গুণ ভাবিয়া না পাই ।। কোন গুণে কর গুণ, কোন গুণেকর খুণ, কোন গুণে বাঁচাও আবার। মরি কোকিল নাদিনী, বল দেখি বিনোদিনী, শুনিয়া জুড়াক্ প্রাণামার ।। অধিক কহিব কত, হোলেম সরনাগত, লইলাম চরণে আশ্রয়। তুমি রাখ তুমি মার, সকলি করিতে পার, কিন্তু মোরে ত্যজনা নিশ্চয়।' শুনিয়া অন্যের কথা, দেখ যেন স্বর্ণলতা, নাহি করো অন্তর অন্তর। কহে দ্বিজ পঞ্চানন, আছয়ে উহার মন, তোমার প্রতি হে নিরন্তর ।।

নায়িকার উক্তি ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।।

করি দুটি যোড় পাণি, কহি সবিনয় বাণী, শুন২ হে রস বিলাস। তোমার দ্বিগুণ দুঃখ, পাইয়াছি আমি দুঃখ, কি হবে তা করিলে প্রকাশ ।। জানেতা আমার মন, আর শ্রীমধুসুদন, অন্য জন কি জানিতে পারে। সেকথায় নাহি কাজ, এখন হে রসরাজ, মিছা আর কিহবে প্রচারে ।। আমাতে যে গুণ আছে, সে গুণ তোমাতে আছে, তুমি কোন নাহি জান প্রাণ। তাহার অধিক কত, জান গুণ শত২, কিবা তার করিব বাখান ।। প্রথ-

মেতে এক গুণ, বলি শুন তার গুণ, যেই গুণ ডোরে প্রাণধন। যত কুলাঙ্গনা গণে, বাঁধ প্রাণ সর্ব্বজনে, অপরূপ সেই যে বন্ধন ॥ কেহ না দেখিতে পায়, বন্ধন ছাড়ান দায়, অবলার তাহে প্রাণ যায়। প্রেম ফাঁস দিয়া গলে, টানি সহলে২, অকুলে ডুবাও সবাকায় ॥ আর এক আছে গুণ, সে অতি আশ্চর্য্য গুণ, তার গুণ বলা নাহি যায়। রমণীর প্রাণ মন, ঘরে বসি আকর্ষণ, অনায়াসে কর রসরায় ॥ তাহে কুল নারী গণে, সবে উচাটন মনে, আকুল হইয়া ত্যজি কুল। অকুলে পড়য়ে এসে, দুকুল হারায়ে শেষে, ডুবে মরে হইয়া আকুল ॥ তেমতি তোমার গুণ, গুণ ব্যতিরেকে গুণ, সেই গুণ বর্ণে শক্তিকার। যে গুণে করেছ বন্ধ, সে গুণ গুণের হন্দ, অধিক কি কব গুণ আর ॥ আর বলি ওহে প্রাণ, যাবৎ এদেহে প্রাণ, তুমি প্রাণ করিবে বসতি। বিচ্ছেদ নাহবে প্রাণ, নহিলে মরণ প্রাণ, কহিলাম স্বরূপ ভারতী ॥ দেখ দেখি চাতকিনী, বিনা বরিষার পাণি, নাহি পিয়ে ওহে প্রাণধন। যদি মরে পিপাসায়, অন্য নীর নাহি খায়, সর্ব্বদা ধেয়ায় নবঘন ॥ যদি বল গুণ মণি, সেই সব চাতকিনী, বুদ্ধি হীনা পক্ষি যোনি তায়। নহে ছাড়ি এসকল, সরোবর গঙ্গা জল, বরষার পাণি কেন চায় ॥ বলি তার বিবরণ, শুন রমণী রঞ্জন, অধো দৃষ্টি কভু না করয়। হেঁট মুখ হৈতে হবে, কুলেতে কলঙ্ক রবে, এই ভয়ে ঊর্দ্ধ মুখে রয় ॥ তেমতি হে গুণাকর, তুমি প্রেম

জলধর, আমি হে প্রেমের চাতকিনী। তব ধারা বরিষণ, আশা করি সর্ব্বক্ষণ, নাহি অভিলাষি অন্য পাণি॥ ইথে যদি মরি প্রাণে, নাহি চাহি অন্য পানে, শুনহ হে রসসাগর। বরঞ্চ প্রাণে মরিব, প্রেমে কালি না তুলিব, কহিলাম হে নব নাগর॥ চকরের সখা তুমি, চকরিনী সম আমি, তব সুধা পিয়ে প্রাণ ধরি। দ্বিজ কহে শশি মুখী, এত গুণ নহিলে কি, বড় ঘরে জন্মেছ সুন্দরী॥

নায়কের উক্তি।

পয়ার॥

শুনিয়া প্রেয়সী তব অমিয় বচন। জুড়াইল একেবারে আমার জীবন॥ বিনা মূলে বিকালেম তোমার নিকটে। সর্ব্বদা করিবে ত্রাণ মদন শঙ্কটে॥ আজি নিশী শেষ হৈল যাই প্রাণ ঘরে॥ কালি আসি দেখিব ও মুখ শশধরে। নিরন্তর ভয়ে মোর কাঁপিছে পরাণ। আসি আমি শশি মুখি শোও ওমি প্রাণ॥

নায়িকা নায়ককে সতর্ক করিয়া কহিতেছেন॥

ভাল বাসা ছন্দ।

একটা কথা বলি প্রাণ মনে রেখ ভুলনা। অমৃত তুলিতে যেন বিষ রাশি তুলনা॥ গোপনেতে এসো যেয়ো কোন দিকে চেয়োনা। পথে ঘাটে ভয় পেলে ভিতু হয়ে ধেয়োনা॥ দিনে দেখা শুনা হৈলে হাত মুখ নেড়না। ভানু ধর্ত্তে গিয়া যেন মুখ গুঁজে পড়োনা॥ প্রেম আছে

মম সঙ্গে কারো কাছে কয়োনা। দেখ যেন একেবারে মোর মাথা খেয়োনা ॥

নায়কের উক্তি ॥

কুল মজান ছন্দ।

জীবন থাকিতে ব্যক্ত হবেনা লো হবেনা। গোপনে রাখিব অতি ভেবনা লো ভেবনা ॥ আমাকে সতর্ক আর কোরোনা লো কোরোনা। তুমি যেন হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গনা লো ভেঙ্গনা ॥ গবাক্ষেতে বসি সদা দেখনা লো দেখনা। অন্য কেহ এলে সেথা থেকনা লো থেকনা ॥ আমার লাগিয়া ভয় পেয়োনা লো পেয়োনা। আগ্নি যেন ঢাকে কাটী দিওনা লো দিওনা ॥

নায়িকার ব্যঙ্গোক্তি ॥

গদ্য।—

নাগরের এই কথা শুনিয়া শশি মুখী হাসিয়া২ অমনি ঢলিয়া গলিয়া পড়িয়া নাগরের বদনে বদন দিয়া অমিয় বচনে কহিতেছেন, আহা একিহে মরি মরি এত মেয়ের মত মেয়ে ন্যাকা ওলো হ্যাঁলো কথা কোথায় শিখিয়াছ হে? কি পাড়ার কোন মেয়ের কাছে? না এমন নাহবে, বুঝি বোয়ের কাছে, হ্যাঁ তাইত বলি, তানৈলে কি এতো হাসি হয়, হউক বেনে আমি মেয়ে বটে, তবু কথার পীঠে কথাটা পড়লেই বুজদে পারি বেনে। ওগো, মেঘমালা, তুইকি ঘুমায়েছিসগা, হাদে আঁ মর, বুড় মাগীর রকম দেখ, আমরা সকলে জেগে আছি

হাদে ও মাগী সচ্ছন্দে ঘুমাচ্ছেগা, ওলো সোহাগিনী, তোরা সবে ডাক দেখিগা, যদি মাগী ওঠে, সোহাগিনী মেঘমালাকে ডাকিতেছে। ওগো মেঘমালা, ওগো মেঘমালা, মর মাগী, যেন মরেছেরে, ও মেঘমালা, ওগো মেঘমালা ওটনা গো, য়্যাঁ, মলো মাগী, রাজ কন্যা ডাকছে তুই কি শুন্তে পাসনে, য়্যাঁ, কে ও সোহাগিনী, হ্যাঁ হ্যাঁ আমি সোহাগিনী। বলি এতো ডাকা ডাকি কচ্ছিস কেনেগা ? আঁ মলো আরে রাজ কন্যা ডাকছে। বলি কেনেগা রমণী ডাকছিস, রাজ কন্যা কহিতেছেন, মর মুখ পোড়া মাগী, এই তোরে দশ লাক বার ডাকা গেল তুই কি ঘুমায়ে মরে ছিলি, একবার উঠে আয় দেখি আমার কাছে, মেঘমালা উঠিয়া দুই চক্ষু মুছিতে মুছিতে নাগরীর কাছেতে আসিবাতে নাগরী কহিলেক; এসো২ বসো সখিগো, বলি কি এই নূতন মানুষটী বাড়ি যেতে চাচ্ছেন তুমি সঙ্গে করে এই বনট্া পার করে দিয়ে এস; না বাছা, আমি পারবনা, কেবল তোমার জন্যা এই জানল্াটা কেটে পথট্া কোরে ছিলাম, তা নৈলেকি অত বড় বুড়া কাতান আমি হাতে করি, আমার সেই পর্য্যন্ত সকল শরীর পাকা ফোড়ার মত ব্যাথা হয়েছে, ভালো উনি এখনি যাবেন কেন, আজ কেন থাকুননা, কালি তখন খুব ভোরে যাবেন, উনি প্রীতি কর্ত্তে এসেছেন, এর মধ্যে কি প্রীতি করা হলো, এত বাড়ি যাবার কি তাড়াতাড়ি পড়েছে, সেত

আর এক রাজার পথ নয়, ঐ দেখা যায় মাঝে বন টা পার। এই কথা বলিয়া মেঘমালা নাগরের প্রতি কহিতেছে।

নাগরের প্রতি মেঘমালার ব্যঙ্গোক্তি।

ঠমক ছন্দ।

শুনহে রসিক রাজ।
শুনহে রসিকরাজ, ত্যজিয়া লাজ, বলি হে তোমায়।
আমার পানে ফিরে বসে কহ রসরায়॥

ছুটো রসের কথা।
ছুটো রসের কথা, বলিয়ে হেতা, তুষ্ট কর মন।
তবেতো বুঝব্ হে কেমন রসিক সুজন॥

ওহে নাগর কানাই।
ওহে নাগর কানাই, শুনব তাই, বলো দেখি মোরে।
কিসের জন্যে তাড়াতাড়ি যেতে চাও ঘরে॥

বধে এই অবলারে।
বধে এই অবলারে, একেবারে, হইয়া নিষ্ঠুর।
কেমন কোরে নিদয় হয়ে যাবেহে ঠাকুর॥

তুমিহে কেমন নাগর।
তুমিহে কেমন নাগর, রসের সাগর, বুজদে কিছু নারি।
রেতের বেলা যেতে চাও ফেলে হেন নারী॥

একিহে প্রেমের ধারা।
একিহে প্রেমের ধারা, করিয়া সারা, কুলের কামিণী।
কার মন রাখিতে যাবে কে হেন ভাবিনী॥

শুনি তাই বল বল।
শুনি তাই বল বল, এতেক ছল, কেনে কর তুমি।
এতই কি পেয়ছ বুড়ি বুজদে্ নারি আমি ॥
তুমি হে নাটের গুরু।
তুমি হে নাটের গুরু, রসের তরু, কত জান রস।
কোন রসে মজেছ এমন কে করেছে বশ ॥
শুন তাই বলি বঁধু।
শুন তাই বলি বঁধু, কমল মধু, একে পাওয়া ভার।
হাতে পায়ে ছেড়ে দেও একি চমৎকার ॥
হায় হায় মরি মরি।
হায় হায় মরি মরি, কৈতে নারি, বলবো কি হে আর।
এমন থাবা ভরা বুকের মাঝে কমলকলি কার ॥
আর সব শুক্না বেগুণ।
আর সব শুক্না বেগুণ, তাহে দ্বিগুণ, উঁচুং বোঁটা।
হাত দিতে গেলে যেন হাতে ফোটে কাঁটা ॥
অধিক আর কব কত।
অধিক আর কব কত, মনের মত, এমনটি্ পাবেনা।
ভবে মিলবে্ কত আমার মত কর্ম্ম আটকাবেনা ॥
তুমি কি ফ্যালনা এত।
তুমি কি ফ্যালনা এত, অবিরত, কহে পঞ্চানন।
তোমার মত পাইলে গো বাঁচে কত জন ॥

গদ্য।

মেঘমালার এই সকল কৌশল বচন অবিকল শ্রবনা-

নন্তর নিরন্তর অন্তরে প্রফল্ল হইয়া নাগর হাসিয়া হাসি
য়া কহিতেছেন, সখী তোমার মিষ্ট বাক্যে আমি
যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়াছি তাহা স্পষ্ট রূপে কি আর বলিব,
আমাদের এদেশ ট্যার মধ্যে তুমিই ছেষ্টা যাহাতে শেষ্টা
থাকে তাহারি চেষ্টা করো, এই রূপ প্রকার অনেকা
নেক কথোপ কথণের পর মেঘমালা নাগরকে নাগরের
বাটীতে রাখিয়া পুনুরায় শশি মুখীর নিকট গমন
করিল। তদনন্তর রজনী প্রভাতে সখী গণে আপনা
পন কর্ম্ম সমাপন করিয়া সকলে কুতূহলে নানা ছলে
অবহেলে কথার কৌশলে অবলীলা ক্রমে বেলাবসান
করিল, সন্ধ্যার পরে সোহাগিনী নাগরকে পুনুরায়
লইয়া নাগরীর নিকটে গমন করিল। পরন্তু নাগর
নাগরী নানা প্রকার কথোপকথন করিতে২ অনঙ্গ তরঙ্গে
অঙ্গ শীহরিয়া তরুনীর অঙ্গ অঙ্গে তুলিয়া নানা রঙ্গে
রতি রঙ্গ করত নাগর নাগরীর বুকে মুখে দশনাঘাৎ
ও নখাঘাৎ করিবাতে নাগরী নাগরকে কহিতেছেন॥

নাগরীর উক্তি।

দীর্ঘ পয়ার।

ছাড়২·প্রাণ নাথ কত আর কব হে। বুকে মুখে
হৈলে দাগ কলঙ্কিনী হব হে॥ মা বাপের কাছে মুখ
কেমনে দেখাব হে। বসিতে নারীর মাঝে বড় লাজ
পাব হে॥ যদি কেহ কোন ছলে কোন কথা কয় হে।
তখনি খাইব বিষ কৈনু সমুদয় হে। যদবধি পতি

মোর না আসে আলয় হে। তদবধি অঙ্গে দাগ করোনা নিশ্চয় হে॥

নাগরের উক্তি॥

পয়ার।

শুন২ বিধুমুখি করি নিবেদন। ভয় না করিহ ধনী ইথে কদাচন॥ মদনের যাগ এই উৎকট সাধন। এযা-গের কত গুণ নাযায় কথন॥ যজ্ঞ আরম্ভের পূর্ব্বে শুন যাহা হয়। কামানলোত্তাপে দেহ জর্জ্জর করয়॥ প্রবৃত্ত হইলে কর্ম্মে ও চন্দ্র বদনী। ব্রহ্ম পদ তুচ্ছ হয় স্নিগ্ধ করে প্রাণী॥ নখাঘাৎ দন্তাঘাৎ বদন চুম্বন। এযাগের এই সব অঙ্গ নিরূপন॥ অঙ্গ হীন হৈলে যজ্ঞ পূর্ণ নাহি হয়। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ অতএব কেন প্রাণ ভাব অকারণে। কোন বিঘ্ন নাহি হবে স্মরহ মদনে॥

রমণীর গৃহে প্রেম সোহাগীর গমন।

গদ্য॥

নাগর এই কথা বলিয়া ছলিয়া আপন কর্ম্ম সমাপন করিয়া রমণীর সঙ্গে নানা রঙ্গ ভঙ্গে কথার প্রসঙ্গে রঙ্গরস করত অনঙ্গ তরঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া মনের সুখে সকৌতুকে হাস্য মুখে কুল্লান্তরে সাহস ভরে আ নন্দ মনে আপন ভবনে অতি সংগোপনে একেলা অব লীলা ক্রমে গমন করিলেন। পরদিবস বেলাবসানে হাস্যবদনে স্থিরমনে অতি নির্জ্জনে প্রাণ পণে যতনে নানা

আভরণে বেষ্টীত রতনে জড়িত লজ্জিত তড়িত দেখে মদন পীড়িত এমনি রমণী তখনি আপনি ভুবন মোহিনী বেশ ধারণ করিতেছেন, ইতমধ্যে তাঁহার মাতুলানী আপনি কতিপয় সঙ্গিনী লইয়া সহলেং ভাগিনীর মহলে আসিয়া একেবারে যুবতীর নিকটে উপস্থিত হইবাতে রমণী দেখিয়া তটস্থ হইয়া আশ্চর্য্য মানিয়া অঙ্গের চিহ্নাদি না ঢাকিয়া তাড়া তাড়ি অমনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্ভাষ করত বসিতে আসন প্রদান করিলেন। পরে তাঁহার মাতুলানী আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভাগিনীর সঙ্গে নানা বিধ কথোপ কথনানন্তর ভাগিনীর হাব ভাব লাবন্য ও অঙ্গের ছিন্ন ভিন্ন সকল চিহ্ণ দৃষ্টি করিয়া মিস্ট কথায় সুধা বৃষ্টি বর্ষণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতেছেন॥

রমণী ও প্রেম সোহাগীর কথোপকথন।

গদ্য।—

হ্যাঁলো রমণী তোর বুকে মুখে এতোদাগ দেখি কেন লো? এসব কিসের দাগ? ওমা সকল শরীরময় দেখি যে লো! বুকে, মুখে, গালে, গলায়, হাতে, মাইতে, হ্যাদে আবার কপালেও যেন সব রক্তের ছড়া ছড়া হয়েছে; এসব দাগ দেখে তোর লক্ষণ ভাল বোধ হয়না যেন কেমনং লাগে! অন্য লোকে এদাগ দেখে কি বোলবে লো, রমণী কহিছে হাদেখগা বড় মামী তুমি যা ভাবছ কি আঁচ্চ তার কিছুইনয় আমার এম্নি চুলকনা হয়েছে যখন সেই সকল চুলকনা একেবারে চলকায়ে উঠে

তখন আর জ্ঞান চৈতন্য কিছুই থাকেনা। (গ্রন্থকার কহিতেছেন থাকিয়া২ চুলকায়ে উঠে তাই তেইত বি পদ ঘটে ইহার চুলকে উঠা কাল তাকি হাতে থামে) রমণী কহিছে কিবল দুই হাতে চুলকায়ে এরূপ প্রকার চিহ্ন সকল হইআছে: পরে ঐ নব রস রঙ্গিণীর মাতু লানী ভাগিনীর ছলনা বাণী শ্রবণে শ্রবণে সন্দিগ্ধ মনে কতিপয় মৌখিক স্নেহ বচনে ভাগিণীর মনো রঞ্জন কারণ কহিতেছেন, আমরি মরি দুদের বাছা দাসীদের ব- লতে পারনা যে তাহারা খুব মতে নিম হলুদ মাখায়ে দে য়, দুদিন মাখিলে ভাল হয়ে যাবে; এইকথা বলিয়া আপন ভবনে গমন করিল। সন্ধ্যার পরে নাগরী মনের খেদে অভিমানে সজল নয়নে ম্লান বদনে নাগরের উপ র মান করত বসিয়া আছেন, এমন সময়ে নাগর নাগ রীর নিকটে আসিবাতে যুবতী যুবককে দেখিয়া বদনে বসন ঢাকিয়া অধো বদনে রহিলেন, তাহা নাগর নিরীক্ষ ণ করিয়া নাগরীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

রমণীর মান ভঞ্জন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

আজ কেন রসবতী, বিরস বদন অতি, দেখিতব কিসের কারণ। হেঁট মুখে মৌনীভাবে, মরি কি ভাবের ভাবে, হেনভাব করেছ ধারণ॥ সোণামুখে নাহি কথা,

কেন২ স্বর্ণলতা, কেন২ এত বিষাদিনী। কে করেছে অপ মান, কিলাগিয়া অভিমান, কহ২ কোকিল নাদিনী ॥ দূরে থেকে দেখে মোরে, নানা রঙ্গ ব্যঙ্গভরে, হেসে কত কহিতে আমায়। এবে সেই রাশি রাশি, ও শশিমুখের হাসি, বল দেখি লুকালে কোথায় ॥ হেরিয়া তোমার মান; নাথাকে আমার মান, মানে মান নাশে ওরে প্রাণ। যারম্মানে মানে মানে, সে যদি না মানে মানে, তবে বল কিসে থাকে মান ॥ কতই তোমার মান, নাহি তার পরিমাণ, মানিনী হয়েছ যার মানে। তাহার কে কেমন মান, কহ মোর বিদ্যমান, তবে মান বুঝি অনুমানে॥ কেহ বুঝি কহিয়াছে, গিয়াছিনু কার কাছে, তাই বুঝি আছ মানভরে। যদি অন্য অনুরাগী, তবে কোন তোমা লাগি, আসি হেথা যোম অগ্রে করে ॥ ভাল আমি দোষীহই, তবু তোমা ছাড়া নই, শুন২ অনঙ্গ মোহিনী। যদি পেয়ে থাক দোষ, তবু যুক্ত নহে রোষ, পরিতোষ কর বিনদিনী ॥ দেখিয়া তোমার মান, বিদীর্ণ হতেছে প্রাণ, মরি২ কুরঙ্গ নয়োনী। ত্যজ২ ত্যজ মান, বাঁচেনা আমার প্রাণ, রাখ প্রাণ ও চন্দ্র বদনী ॥ এই মত কত শত, কথা কয় অবিরত, শুন পরে যে রূপ হইল। বিস্তর বিনয় করি, শেষে হাঁতে পাঁয় ধরি, অনায়াসে কুন্দল ভাঙ্গিল ॥ মেঘান্তে যেমন শশি, মানান্তে হয়ে রূপসী, উপ কান্তে কহিতে লাগিল। কহে দ্বিজ পঞ্চানন, পীরিতি কেমন ধন, দেখ পায় ধরিতে হইল ॥

মানান্তর নাগরের প্রতি নাগরীর উক্তি ॥

দীর্ঘ পয়ার ॥

অনঙ্গে পীড়িত হৈলে না মান বারণ হে। কমল কাননে যেন প্রমত্ত বারণ হে ॥ দেখ দেখি কি করেছ রতি অনু রাগে হে। দেখিয়া বাড়ির লোকে কত কয় রাগে হে ॥ সব অঙ্গে কর দাগ যেতে কাম যাগে হে। তাহে যে পেয়েছি লাজ মনে মনে জাগে হে ॥ বড় মামী বল্যে কত কৈতে কিছু নারি হে। নানা ছলে ভুলাইনু আমি যেই নারি হে ॥

নাগরের উক্তি ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

শুন বিনদিনী, বিসাল নয়োনী, বিমল কমলাননী। আমি সাপরাধী; ক্ষম অপরাধী, জনে অপরাধ ধনী ॥ নিতান্ত তোমারি, ও রাজ কুমারী, বিক্রত চিহ্নিত হই। যাহা লয় মনে, কর নিজ জনে, তাহে প্রতি বাদী নই ॥ আপন ভবনে, পেয়েছ এখনে, যাকর সকলি সাজে। নহিলে কি আজ, পাই এত লাজ, এ-সব সখী সমাজে ॥ দেখিয়া সে লাজ, লাজ পেয়ে লাজ, অপমানেতে মিসায়,। যদি মোর লাজ, না থাকে সে লাজ, তবে হবে পুনু রায় ॥

নাগরী নাগরের কথার মর্ম্ম বুঝিয়া উত্তর করিতেছেন ॥

লঘু ত্রিপদী।

শুনগুণ মণি, রমণীর মণি, শীরোমণি ফণী মণি।

রমণীর মন, রমণীরমন, রমণী মোহন মণি ।। বুঝি হে তেমন, নাহিক ও মন, যেমন আছিল আগে । তবছল ভাষে, জানিনু আভাসে, রমণী ভাসাবে রাগে ।। মোর অনুরাগ, কত সানুরাগ, করিতে হে তুমি প্রাণ। কি বা কার রাগে, কি রাগ বিরাগে, এবিরাগ দেখি প্রাণ ।। কি কাজ বিরাগে, চাহহেএবাগে, মরিহে বুঝেছি যতো।। নহে সখী মাঝ, লব সেই লাজ, যে লাজে বিবেকী এতো ।।

নাগরীর প্রতি নাগরের বিনয়োক্তি ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী ।।

শুন করঙ্গ নয়োনী, অনঙ্গ মনো মোহিনী, দ্বিজরাজ বদনা ললনা । জিনি গজরাজ গতি, পদ্ম গন্ধা রসবতী । হেন বাক্য এপক্ষে বলোনা ।। ওবাক্য আমার পক্ষ, সা-পক্ষ নহে বিপক্ষ, দেখ বক্ষ করে বিদারণ। সেই দুঃখে দুইপক্ষ, হেরি সব কৃষ্ণপক্ষ, সিতপক্ষ নহে কদাচন ।। যেই কথা সেই কাজ, কাজে আর নাহি কাজ, ক্ষমাকর মরমে মরেছি । এত গুণ গুণে ধনী, নহিলে কি বিনদিনী, ও চরণ কমলে ধরেছি ।। তুমি বৃক্ষ আমি লতা, তোমা ছেড়ে যাব কোথা, যুড়াবার নাহি আর স্থান। কহিলাম সমুদয়, যা তব মনেতে লয়, কর তাই আছি বিদ্যমান।। যদি কর দুর দুর, তবু নাহইব দুর, গালি দিলে তাও সয়ে রব। ওপদে আশ্রয় লয়ে, চরণ নুপুর হয়ে, দিবানিশী চরণে

বাজিব।। ইথে যদি হও রুষ্ট, তাহে নহি অসন্তুষ্ট, আমি তুষ্ট হইবত প্রীয়ে। তুমি তাই নাই হবে, আমার কি বয়ে যাবে, কহিলাম সব বিস্তারিয়ে ।। বরঞ্চ বদনামার, না দেখিবে পুনর্ব্বার, তাহে মোর দুঃখ নাহি প্রাণ। আমিত তোমার মুখ, দেখিয়া জুড়াব বুক, পাব সুখ স্বর্গের সমান ।।

নাগরীর উক্তি ।।

পয়ার ।।—

কেমনে এমন কথা কহিলে নাগর। ইচ্ছা করে তব আগে ত্যজি কলেবর ।। জীবন যৌবন মন তুমি প্রাণ ধন। তোমারে ত্যজিতে কিহে পারি কদাচন।। যে মুখ না দেখে যায় এমুখ শুখায়ে। সে মুখ বিমুখ হবো কার মুখ চায়ে ।। অকারণে কেন মিছা দিতেছ গঞ্জন। ক্ষমা কর ছাড় ঠাট রমণী রঞ্জন ।।

নাগরীর এই সকল অমৃত বাক্য শ্রবণান্তর নাগর প্রফুল্ল হইয়া হাস্য মুখে যুবতীর মুখে মুখ দিয়া পরম সুখে সারি সুখের ন্যায় সকৌতুকে কাল যাপনা করিতে লাগিলেন, দৈবাধীন এক দিন ঐ নব নাগর রস সাগর নিজ বাসে অত্যন্ত অলসে দিবসে নিদ্রাবস্থায় স্বপনে নয়োনে কাশী নাথে দর্শন করিয়া ব্যাকুল চিত্তে তাড়া তাড়ি নিদ্রা হইতে উঠিয়া আত্ম বিস্মৃতি হইয়া যুবতীকে বলিবার কাল সাবকাশ না পাইয়া ।। সকল কর্ম্ম কাঁস অবিকল বিনাশ করিয়া কাশীবা-

অভিলাষ করত স্বীয়াবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পঞ্চ ক্রোশী যাত্রা করিলেন। ওখানে রমণী নাগরের না আসাতে অমনি মণি হারা ফণীর ন্যায় ব্যাকুলিনী হইয়া সমস্ত রজনী বঞ্চন করিল, পরন্তু কাহাকে কোন কথা প্রকাশ নাকরিয়া প্রায় দুই মাস ধরাসনে শয়ন করত অধৈর্য্যো ন্তরে বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া নাগরের বিচ্ছেদে বিষাদে মনের খেদে বিলাপ করিতেছেন ॥

রমণীর প্রথম দিবসের খেদ ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

কি দোষ পাইয়া, আমারে ত্যজিয়া, কোথায় রহিলে প্রাণ। বারেক আসিয়া, মোরে দেখা দিয়া, জুড়াও তাপিত প্রাণ ॥ নাহেরে ও মুখ, শুখালো এমুখ, বিদরিয়া বুক যায় ॥ তোমার রমণী মরে গুণমণি, দেখ না হে আসি তায় ॥

রমণীর প্রতি নিতম্বিনীর প্রবোধ ॥

পয়ার ॥

ভেবনা২ মরি ও রাজ নন্দিনি। অবিলম্বে পাবে সে নাগর গুণমণি ॥ শান্ত হও শান্ত হও শশাঙ্ক বদনি। ভাবিলে কি পাবে তায় কমল লোচনি ॥ সকলেতে ভাবি বসে যদি ভেবে পাই। নহিলে ভাবিয়া কেন ভাবনা বাড়াই ॥ যার ভাবে এভাব ধরেছ রসময়ি। সে যদি না ভাবে কেন ভেবে সারা হই ॥

রমণীর দ্বিতীয় দিবসের খেদ ॥

লঘু ত্রিপদী ॥

কোঁথা প্রাণ নাথ, রমণীর নাথ, এবে রহিলে কোথায়। না হেরে তোমাকে, পড়িয়া বিপাকে, মরি মরি রসরায় ॥ কিকব তোমাকে, দেখনা হে নাকে, তারানাথ তারা মাঝে। তোমার বিহনে, অনাসে সে জনে, পূর্ণরূপেতে বিরাজে ॥ তুমি ভিরু মাঙ্গ, করিতে বিরাজ, এবে রহিলে কোথায়। নিরখি সবায়, নাদেখে তোমায়, হয় জীবন সংশয় ॥ কিকোন বাগিনী, কিকোন নাগিনী, ছদ্ম বেশে রাহু রূপে। মোর মাথা খেয়ে, একেলা পাইয়ে, গ্রাস কৈল চুপে চুপে ॥ না দেখে ও মুখ, কিকব যে দুখ, এমুখেতে না জুয়ায়। ওহে গুণমণি, তোমার রমণী মরেছে দেখনা তায় ॥

রমণীর প্রতি ভাবিনীর প্রবোধ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ॥

শুন ওগো রাজ কন্যা, উথলা কিসের জন্যে, উথলায় কার্য্যসিদ্ধি নয়। লোকেতে কথায় বলে, সবুরেতে মেওয়া ফলে, কি আর বলিব সমুদয় ॥ তুমি কুলের কামিনী, শেষে হবে জানা জানি, বাপ মায় জানিতে পারিবে। বলি তাই রসবতি, এবে স্থির কর মতি, অবিলম্বে নাগরে পাইবে ॥ কহে দ্বিজ পঞ্চানন, বিচ্ছেদ জ্বালা কেমন, তোমরা তা নাজান সজনী। এজ্বালা

র কত জ্বালা, জেনেছে তা রাজবালা, আর কিছু আমি ভালো জানি ॥

রমণীর তৃতীয় দিবসের খেদ ॥

চৌপদী ।।—

কোথা রৈলে প্রাণ বঁধু, পিয়াইয়া মুখ মধু, মজা ইয়া কুলবধূ, পলালে কোথায় রে। না হেরে তোমার মুখ, মদনে দিতেছে দুখ, বিদীর্ণ হতেছে বুক, কব আর কায় রে ॥ প্রথমে আনিয়া কুলে, শেষেতে ফেলে অকুলে, অনায়াসে রৈলে ভুলে, এখন আমায় রে। গেল গেল কুলমান, মরি মরি যায় প্রাণ, নাহি হয় সমাধান হায় হায় হায় রে ॥

রমণীর প্রতি মোহিনীর প্রবোধ ॥

সুমুখী ছন্দ ॥

বিলোল বিসাল নয়নী ধনী। নির্ম্মল বিকচ কমলা ননী ॥ ও মন যেমন তাহাতে আছে। সে মন কি মন তোমাতে আছে ॥ এমন সোনার বরণ খানি। ভেবে কেন কালি কর কামিনি ॥ উঠ২ আর করোনা হেলা। ভোজন করয়ে নাহিক বেলা ॥

রমণীর চতুর্থ দিবসের খেদ ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী ।।—

আমার দেহেতে প্রাণ, কি সুখেতে আছ প্রাণ, কেন তুমি বাহির না হও। যেই সুখ দিলে সুখ, যেই দুখ দিলে দুখ, সে বিহনে কেমনেতে রও ॥ দূর২ দূর

প্রাণ, তোরে না রাখিব প্রাণ, আমার এ দেহের ভিত-রে। তোরে দেহে দিয়া ঠাঁই, দুখের অবধি নাই, নানা দুখে মরি নিরন্তরে ॥ যদি তুমি না রহিতে, তবে কি হৈত সহিতে, যত দুঃখ সয়েছে আমায়। তোরে রেখে হৈল কাল, তুইরে আমার কাল, তুই গেলে শরীর জুড়ায় ॥

রমণীর প্রতি সোহাগিনীর প্রবোধ।

পয়ার।

কেঁদনা২ মরি ও কুল কামিনী। কেঁদে২ ফুলেছেগো চোখ মুখ খানি ॥ কে তোমার তুমি কার কারে ভাব বেনে। এক জন গেছে আর জনে দিব এনে॥ আমার অসাদ্ধ কর্ম্ম কিআছে ও ধনী। নিশিতে দিবস করি দিবসে রজনী। ধৈর্য্য হয়ে থাক নাকরিও হাহুতাষ। অবিলম্বে পুরাইব আমি তব আশ ॥

রমণীর পঞ্চম দিবসের খেদ।

বিদ্যুন্মালা ছন্দ ॥

ধিক ধিক ওরে বিধি। এই কি তোমার বিধি॥ আগে দিয়া বিধি নিধি। শেষে হরে নিলে নিধি ॥ প্রথমেতে যেই করে। আনি চন্দ্র দিলে করে॥ পুনঃ হে কেমন কোরে। বিষ দিলে সেইকরে॥ শুন ওগো মেঘমালা। বাঁচাও যদি কুলবালা॥ তবে মোরে এই বেলা। স্বামী স্বরে নিয়ে পালা ॥

রমণীর প্রতি মেঘমালার প্রবোধ।

পয়ার।—

কিকথা কহিলে ধনী শুনে লাজে মরি। কুলের বাহির হইতে চাহ লো সুন্দরী॥ এত কি বিচ্ছেদ জ্বালা হোয়েছে তোমার। সে নাগর বিনা প্রাণ নাহি বাঁচে আর॥ পিরিতের রীতি এই আছে চিরকাল। নূতন কিছুই ইহা নহে আজি কাল॥ পিরিতি বিচ্ছেদ দোঁহে সহোদর ভাই। পরস্পর আড়া আড়ি ছাড়া ছাড়ি নাই॥ উভয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে বড়ই পণ্ডিত। গণনাতে তিল মাত্র না হয় খণ্ডিত॥ তার সাক্ষ বিনদিনী দেখাই তোমারে। অতি সংগোপনে যদি কেহ প্রেম করে॥ অমনি বিচ্ছেদ আসি পিরিতে তাড়ায়। বিচ্ছেদ যে খানে আগে প্রেম তত্বপ্রায়॥ অতএব শশিমুখী নাভাবিহ আর। আপনা আপনি এর হবে প্রতিকার॥ বিচ্ছেদ আসিয়া আগে পড়েছে হেতায়। এখনি পিরিতি আসি খেদাবে উহায়॥ বিচ্ছেদ প্রবল দেখে হৈয়না হতাশা। পিরিতি আইলে ধনী দেখিবে তামাসা॥ পলাবার পথ বেটা খুঁজিয়া পাবেনা। অতএব মিছামিছি ভেবনা২॥ কহে কবি পঞ্চানন শুন মেঘ-মালা। প্রবোধ নামানে ইথে এবিষম জ্বালা॥

রমণীর পুনরুক্তি।

লঘু ত্রিপদী।

যতেক কহিলে, যতেক বলিলে, সকলি আমি তা জানি। কিন্তু প্রাণ ধনে, নাদেখে নয়নে, আকুল হোয়েছে

প্রাণি ॥ আজি দিন রাতি, রাখিবগো জাতি, তাহে লজ্জা মিসাইয়া। প্রভাতে নিকুলে, যাইব অকুলে, একুলে ভয় রাখিয়া ॥

মেঘমালার পুনরুক্তি ।-

রূপক পয়ার

একিকথা স্বর্ণলতা মনেব্যাথা পাই। জাইহলো তাই ভালো আরবলো নাই ॥ শুনেদেখ হৃদিভেদ মর্ম্মছেদ হয়। মমান্তরে যাহাকরে দেখাবারে নয় ॥ কে তোমার তুমিকার যাবেকার কাছে। ত্রিভুবনে কেবা বেনে হেনজনে আছে ॥ তোরেভালা রাজবালা এত জ্বালা ছিল। তোমালাগি হতভাগী বুড়ামাগী মলো ॥ দুখোবাড়ে প্রাণ ছাড়ে আঁখি আড়ে গেলে। কেমনেতে চাহযেতে অকুলেতে ফলে ॥ ক্ষমাকর ক্ষমাকর পরিহর শোক। ভেবেভেবে এই হবে হাসাইবে লোক ॥

রমণীর পুনরুক্তি ।-

বিলাপ ছন্দ ॥

যাবলিলে যাকহিলে সকলি প্রমাণ গো। কিকরিব কিবলিব বোঝেনা পরাণ গো ॥ নাথবিনে মরি প্রাণে কহিলাম সারগো। সুখৈশ্বর্য্য সবাসহ্য কিকব বিস্তার গো ॥ দ্বিজবই প্রাণসই কারবাধ্য নইগো। ইচ্ছাকরে নিরন্তরে উদাসীনী হইগো ॥ এসময় নাহিরয় মাবাপের ভয়গো। বলিতাই

যদি পাই পুন রসময়গো ।। লোকমাঝ নাহিলাজ মান অপমান গো। কুলভয় কিবাহয় করিব প্র- য়ান গো ।। কুলোবালা এতজ্বালা আরকত সবে গো। যাহবার তা আমার ভাগ্যেনয় হবে গো ।। যদি সখা পাইদেখো ফিরে দেশে আসব গো। তানহিলে যেঅকুলে ভেসেচি না ভাস্ব গো ।।

মেঘমাল্লা ব্যঙ্গছলে রমণীকে সান্ত্বনা করে।

পয়ার।—

তখন বুড়ির কথা না শুনিলা কাণে। এবে কেন কেঁদে২ সারা হও প্রাণে ।। পই পই রসমই করিলাম মানা। দিওনা বামনে মন আছে মোর জানা ।। পিঁরিতের মর্ম্ম কিবা জানে বামনেতে। সালগ্রাম শিলা যেন রাখা লের হাতে ।। পিরিতের কিবা ধার ধারে বামনেরা। ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপ্নের মূল তারা ।। যখন আমার ছিল তোমার বয়েস। বলিতে না পারি কত করেছি আয়েস ।। তথাপি মনের ভ্রমে ওগো রসবতি। বামনের সঙ্গে কভু ভুঞ্জিনাই রতি।। আছে যত বৌঝি তাহা কিকহিব তোরে। দ্বিজের সহিত প্রেম কখন নাকরে ।। যদিতারা উপবাসি থাকে কোনদিন। তথাচ নাহিক হয় দ্বিজের অধীন ।। কহিনু যথার্থ কথা সব তোর ঠাঁই। আমার বংশেতে কেহ দ্বিজ ভজা নাই ।। পঞ্চানন বলে সখি সব শুনিলেম। কাছে পেলে দ্বিজ ছেড়ে কর্ত্তা ভজাতেম ।।

রমণী রাগ ভরে মেঘমালাকে ভৎসনা করে।

পয়ার।

কিকথা বলিলে সখি কিকথাবলিলে। আমার কাছে তে বসি নাথেরে নিন্দিলে॥ যে কথা বলেছ তুমি কি বলিব আর। অন্য সখী হৈলে মাথা কাটিতাম তার॥ বড় ভালবাসি দেখি জননী সমান। একারণে রাখিলাম তোমার সম্মান॥ কেন মিছে দোষী তাঁরে কর বার বার। আপনি করেছি প্রেম কিদোষ তাঁহার॥ রসিকের চূড়ামণি গুণের সাগর। তাঁহার সমান আর আছে কি নাগর॥ সরল স্বভাব চিত্ত নিত্য সুখাকর। এমন না দেখি সই পৃথিবী ভিতর॥ হেনজনে কটুকথা কহিলে সজনী। ধিক থাক মোরে প্রাণ ত্যজিব এখনি॥ বিষ পান করি মরি কিম্বা ছুরি গলে। অথবা ত্যজিব প্রাণ প্রবেশিয়া জলে॥ তথাপি তাঁহার নিন্দা শুনিতে নারিব। যেন তেন প্রকারেতে এদেহ ছাড়িব॥ পঞ্চানন বলে ধণী আমরি আমরি। এতগুণ নৈলে কি ঐ গুণে কেঁদে মরি॥

রমণীর প্রতি মেঘমালার বিনয়।

ক্ষমা কর রাজ সুতা ধরি তব পায়। নাবুঝে এককথা যেন বলেছি তোমায়॥ পদে পদে অপরাধী আছি গো নিকটে। তুমি না রাখিলে রক্ষে কেকরে শঙ্কটে॥ অন্ন দাত্রী ভয় হর্ত্রী তুমি সবাকার। তোমাবিনে ত্রিভুবনে কেআছে আমার॥ ইবে যদি দূর করে দেহ রাজবালা। কার কাছে দাঁড়াবে তোমার মেঘমালা॥

মেঘমালার প্রতি রমণীর স্তুতি বাক্য।

পয়ার।—

কি দুঃখে আমারে এত কহিছ সজনি। কি কথা বলেছি আমি কিছুই নাজানি॥ যদি রাগ ভরে কিছু মন্দ বলে থাকি। ক্ষমাকর রোষ দোষ না ধরিও সখি॥ যে জ্বালায় জ্বলিতেছি কিকব বিশেষ। আমার যে কত জ্বালা জানেন মহেশ॥ বিচ্ছেদ বিকারে আসি ঘেরিয়াছে মোরে। অন্তরে অন্তর দাহ হয় নিরন্তরে॥ রসনা নীরস আর মুখ শোষ তায়। শুখায়েং বুক উঠে পিপাসায়॥ বিকারের ধর্ম্মেতে প্রলাপ দেখে কত। তাই এলো মেলো কথা কই নানা মত॥ পূর্ব্বমত সহজ কি আছিগো এখন। তবে মোর বাক্য সখি ধর কি কারণ॥ দ্বিজের নন্দনে কাছে নাপাই যাবত। এ রোগের প্রতিকার না হবে তাবত॥ নাহিক এমন বৈদ্য সদ্য ভাল করে। কেবল বিজয় বিনা এ তিন সংসারে॥

রমণীর প্রতি মেঘমালার প্রবোধ।

পয়ার॥—

দেখিয়া তোমার দশা ও রাজ কুমারি। বুদ্ধি শুদ্ধি লোপাপত্তি হয়েছে আমারি॥ ভাবিয়া না পাই কিছু কি রূপ করিব। কি প্রকারে তোমার এ দুঃখ ঘুচাইব॥ না জানি না চিনি শুনি কোথায় যাইব। কোথা গেলে শশিমুখী সন্ধান পাইব॥ মনে মনে ইচ্ছা এমি হয় একবার। দুই খানা পাখা যদি থাকিত

আমার ।। এখনি যাইয়া উড়ে তাঁর সমাচার। আনি দিয়া যুড়াতেম পরাণ তোমার ।। কিম্বা যদি আকর্ষণী বিদ্যা জানিতাম। এই দণ্ডে দ্বিজ সুতে আনিয়া দিতাম।। এ সব দফাতে বিধি করেছে বঞ্চিৎ। তা নহিলে করিতাম ইহার বিহিত।। কেঁদনা২ মরি কাঁদিলে কি হবে। বল তাই করি কি করিলে ভাল হবে ।। এই রূপে কত কথা কহিল সঙ্গিনী। তাহাতে কি ভুলে সেই ভূপতি নন্দিনী।। কাঁন্দিতে২ ধনী নিদ্রিতা হইল। হেন কালে দিবাকর গমন করিল ।। দেখি নিজ নিজ স্থানে গেল সখী গণ। পঞ্চানন বন্দ্য কহে শুন সর্ব্ব জন ।।

রমণীর স্বপ্ন বিবরণ।

পয়ার ।।

অচেতনে নিদ্রা যায় রাজার নন্দিনী। পূর্ব্ব দিকে প্রকাশ হইল দিনমণি ।। নিদ্রাবশে রাজ সুতা দ্বিজের নন্দনে। স্বপনে দেখিয়া কহে বিনয় বচনে ।। আশীর্ব্বাদ কর নাথ করি প্রণিপাত। দুঃখিনীর প্রতি এবে কর দৃষ্টি পাত ।। পরিচয় দিই যদি চিনিতে হে পার। এই কাঙ্গালিনী সেই রমণী তোমার ।। তৈল বিনা দেখ সব অঙ্গে উড়ে খড়ি। অনাহারে হইয়াছে অস্থি চর্ম্ম দড়ি ।। কিবল তোমার লাগি দিবস রজনী। পথে২ ভ্রমিতেছি যেন পাগলিনী ।। তুমি নব জলধর আমি চাতকিনী। তুমি চকোরের সখা আমি চকোরিণী ।। তুমি তরু আমি শাখা শুন রসময়। তুমি বারি আমি মীন

কহিনু নিশ্চয় ॥ আমি তৃষ্ণা তুমি জল ওহে গুণা-কর। আমি দেহ তুমি প্রাণ হে রসসাগর ॥ অতএব নিবেদন করি গুণমণি। কি দোষে ত্যজিলে মোরে কহ দেখি শুনি ॥ যে জন শরণাগত আশ্রিত তোমার। তারে পরিত্যাগ কর একি অবিচার ॥ রসিকের চূড়ামণি পণ্ডিতের সার। আমি কি বুঝাব অগোচর কি তো-মার ॥ পলকে প্রমাদ হয় না হেরে যাহাকে। কেমনে থাকিতে পারি ছাড়িয়া তাঁহাকে ॥ তুমি মান অপমান তুমি লজ্জা ভয়। প্রাণ মন কুল শীল তুমি রসময় ॥ তুমি চক্ষু তুমি কর্ণ তুমি হস্ত পদ। তুমি বল তুমি বুদ্ধি তুমি হে সম্পদ ॥ যত দুঃখ পাইয়াছি তব অদর্শনে। সব দূরে গেল আজ তব দরশনে ॥ আর কিছু প্রাণনাথ করি নিবেদন। কাপট্য ত্যজিয়া কহ সরল বচন ॥ যদ্যপি আমার প্রতি মন নাহি থাকে। ত্যজি লাজ রসরাজ কহিবে আমাকে ॥ কিম্বা যদি ভালবাসা থাকে কোন জন। তাও ভেঙ্গেচুরে মোরে বল প্রাণধন ॥ নহে তার দাসী হয়ে সেবিব চরণ। দাসী কর্ম্ম করিয়া রহিব সর্ব্বক্ষণ ॥ মধ্যে২ প্রাণনাথ তোমার বদন। দেখিয়া জুড়াব চক্ষু তাপিত জীবন ॥ এতেক বলিয়া ধনী ধরিয়া চরণ। নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন ॥ দেখিয়া ক্রন্দন তার দ্বিজের নন্দন। অধরে অধর ধরে কহিছে তখন ॥ শুন২ শশি মুখী করি নিবেদন। ত্যজিতে কি পারি আ-মি থাকিতে জীবন ॥ তুমি প্রাণ প্রিয়তমা তিলোত্তমা

প্রায়। তোমা সমা মোনরমা কেবা আছে হায়॥ এরূপ মধুর বাক্যে তুষিয়া তখন। স্বপনে বেহার করে দ্বিজের নন্দন্॥ রঙ্গরস সাঙ্গহৈল এমনসময়। বেলা হৈল দেখি সখীগণেতে ডাকয়॥ প্রহরেক বেলা হইলও চাঁদবদনি। উঠ২ স্নান পূজা কর বিনোদিনী॥ এইরূপে সখীগণে ডাকিছে সঘন। হেন কালে নিদ্রাভঙ্গ হইল তখন॥ দ্বিজ পঞ্চানন বলে শুন সখীগণে। জেনে শুনে হেন কর্ম্ম করিলে কেমনে॥ পঞ্চম মঙ্গলকার রন্ধ্রগত শনি। কেদিল অনলে হাত কে ধরিল ফণী॥

রমণীর নিদ্রাভঙ্গে বিলাপ।

নিদ্রাভঙ্গে রাজ সুতা উঠিয়া অমনি। চারি দিকে ঘুরে ফিরে দেখিছে তখনি॥ দ্বিজ সুতে দেখিতে না পায়ে কোন খানে। বসনে নিশান হেরে ভাবে মনে মনে॥ এই কাছে ছিল তবে গেলবা কোথায়। বুঝিতে না পারি কিছু কিহল আমায়॥ কিম্বা পরিহাস ছলে যত সখীগণে। লুকায়ে রেখেছে বুঝি মোর প্রাণ ধনে॥ হেনমতে রাজবালা ভাবে নিরন্তরে। জল ভরে দুনয়ন ছল ছল করে॥ দিবসে রজনী জ্ঞানে ভূবন মোহিনী। সঙ্গিনী গণের প্রতি কহিছে তখনি॥ এত রাত্রে কেন তোরা এখানে আইলি। বল দেখি প্রাণনাথে কোথায় লুকালি॥ কেন মিছে জ্বালাতন কর বারম্বার। আমি কার কেড়েনিচি কোলের তাতার॥ শীঘ্র গতি আনি

মোরে দেহ গুনমণি। নহিলে ত্যজিব প্রাণ শুনগো সজনি।। এত বলি তাড়াতাড়ি উঠিয়া অমনি। আপনি প্রদীপ জ্বালি নৃপতি নন্দিনী।। প্রতি ঘরে ঘরে রামা করয়ে সন্ধান। কোন খানে দ্বিজ সুতে দেখিতে না পান।। দেখিয়া তাহার ভাব যত সখীগণে। কহিছে তখন তারে মধুর বচনে।। কোথা তব প্রাণনাথ দেখিলে ও ধনী। এ আবার কেমন কেমন কথা শুনি।। দিবসে রজনী ভ্রম পাগলিনী প্রায়। প্রদীপ জ্বালিয়া তুমি খুঁজিতেছ কায়।। ইকি চমৎকার দেখি ও কুল কামিনী। স্বপনে দেখেছ বুঝি হেন অনুমানি।। ঐ দেখ দিবাকর উদয় গগণে। প্রদীপ জ্বালিলে তুমি কিসের কারণে।। এই রূপে সখীগণ কত কথা কয়। এমনি জন্মেছে ভ্রম বিশ্বাস না হয়।। নিরন্তর কান্দে রামা পড়িয়া ধরায়। সখীগণে নানা মতে বুঝাইল তায়।। প্রবোধ বচনে ধনী বসিল উঠিয়া। সোহাগিণী বলে মেঘমালারে চাহিয়া।। শুন সখীগণ কহে কবি পঞ্চাননে। পাঠাও জনেক লোক দ্বিজের ভবনে।।৮

সোহাগিনী ও মেঘমালার কথোপকথন।

সোহাগিনী অতিশয় ব্যাকুলিনী হইয়া মেঘমালার প্রতি কহিতেছেন, ওগো. মেঘমালা, আমি একটা কথা বলি শুন দেখি গা, এক বার বামন ঠাকুরের বাটীতে গিয়া জেনে এলে ভাল হয়না গা, যে তিনি কোথায় গিয়াছেন মেঘামালা কহিল হেঁগো সোহাগিনী তুই ভাল কথা

বলেচিস্, কিগা প্রায় দুই মাস গত হল এইটে আর কার বুদ্ধিতে এলনা যে নিকটে বাড়ি একবার গে খবরটা জেনে আসি, ভাগ্যে বন তুই ছিলি তাই এ-কথাটা মনে করে দিলি নৈলে তাও হত না, তবে বন তুই আপ্নি গে খবরটা জেনে আয়, পরে সোহাগিনী নাগরের বাটীতে গিয়া সকল যথার্থ তত্ব জানিয়া নাগরীর নিকটে আসিয়া বিশেষ রূপে কহিবাতে রমণী চারি দিগ অন্ধকার দেখিয়া কহিল সখী আমি এক খানি লেখন লিখিয়া তোমাদের হাতে দেই তোমরা সেই পত্র খানি মাশুল দিয়া ডাক যোগে পাঠাইয়া দেও এই কথা বলিয়া যুবতী পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল ৷৷

অথ পত্র।

শিরোনাম।

রস সাগর নব নাগর
প্রেমাকর যুবতী জন মনোহারক
দুখ তাপ নিবারক মদন রস রসিক প্রেমিক
অপার দুস্তার কামার্ণব নাবিক রসিকারঞ্জন
অরসিকাগঞ্জন রমণী মনো মোহন শ্রীল শ্রীযুক্ত ভুবন
বিজয় মহাশয় অনাশ্রিতজনাশ্রয় দীনে ক্ষীণে
গতিহীনে মীলন জীবন প্রদানে হৃন্মা
নস বাসনা বাসনা তূর্ণ পূর্ণ
করণ কারণ ঝটীতি
গৃহাগমনেষু।

মাশুল দেওয়া গেল। রপ্ত সন্তোষ নগর হইতে দেনা পঞ্চক্রোশী, সাগর দাসের বাটীর পাসে আদর মণীর বাটীর পূবে নাগর মণীর টগর বাগানের ডাগর বাটীতে পৌঁছে। অতি তাগীত পত্র ॥

ত্রিপদী।

অধিনীর নিবেদন, শুন ওহে প্রাণধন, স্থির মন করিয়া কিঞ্চিৎ। প্রকাশিয়া পদ্ম নেত্র, পড়িবে সকল ছত্র, তাহে মাত্র নাকর বঞ্চিৎ। প্রথম মীলন কালে, ভেবে দেখ সেই কালে, কি সকালে বিকালেতে প্রাণ। নাহি ছিল কালাকাল, নামানিতে ঋতু কাল, সব কাল ছিল হে সমান ॥ সারি শুক সম সুখে, থাকিতাম মুখে২, চখে২ হে রসবিলাষ। নিদ্রাহার পরিহরি, হৃদয়ে২ ধরি, বিভাবরী করেছি প্রবাস ॥ দেখিলে দোঁহার ভাব, ভাবক জনার ভাব, কত ভাব বাড়িত হে ভাব। সবে কৈত একি ভাব, সাবাসি ভাবের ভাব, প্রেম ভাব কিভাব২ ॥ বহুমূল্য রত্ন সম, যত্ন ছিল অনুপম, নব প্রেম সোহাগানু রাগে। করিতে হে কত রঙ্গ, নব প্রেম অনুসঙ্গ সে প্রসঙ্গ রাগ রঙ্গ রাগে ॥ তখন হে যেই কাল, এখন তো সেই কাল, কালে কাল সকলি নাশয়। আছে এই চিরকাল, এত নহে আজি কাল, কর কাল কার কাল হয় ॥ কালে হয় কালে লয়, তার সাক্ষ দেখ নয়, ধ্বংশ হয় শ্রীপতিকুমার। এবে বুঝি সেই কাল, পাইয়া সময় কাল, এলো কাল হইয়া আমার। তব

দরশনাভাবে, আছি আমি সেই ভাবে, যেই ভাবে ভাবান্তর ভাব। বুঝিবে হে অনুভাবে, যেই ভাবে এই ভাবে, সেই ভাবে এ ভাবের ভাব॥ তোমার বিচ্ছেদা নল, দারুণ হয়ে প্রবল, অবিকল দাহন করয়। সে জ্বালায় অঙ্গজ্বলে, গেলে সরোবর জলে, জলে২ দ্বিগুণ জ্বলয়॥ নিশ্বাস পবন তায়, সদা ঘন২ বয়, হায়২ কিকব দুর্গতি। তাহে পুন ঘৃত ধারা, পড়ে সদা অশ্রুধারা, প্রাণে সারা হয় যে যুবতী॥ তোমা বিনা প্রাণামার, নাহিক নিস্তার আর, সারোদ্ধার কহিলাম সব। আর কি আমাতে প্রাণ, থাকে হে আমার প্রাণ, যায় প্রাণ দেখ আসি সব॥

চির পিপাসিনী তবপ্রেম বারি
অভি লাষিণী চাতকিনী
শ্রীমতী রমণী দাসীর সংখ্যাতি
রিক্ত প্রণাম সহিত নিবেদন
পত্র॥

গদ্য।

রমণী অমনি আপনি এই পত্র খানি লিখিয়া তাহার চারি পার্শ্বে স্বর্ণের গিল্‌টী করিয়া আপন নামের সিল্‌টী বসাইয়া এমতি খিল্‌টী আঁটিলেন যে তাহাতে ক্ষুদ্র ঢিল্‌টী ও প্রবিষ্ট হইতে পারে না, পরে লিপিখানি গোপনে ডাক যোগে পাঠাইয়া দিলেন॥ ওখানে নাগর এক দিবস আপন বাসায় জলযোগ করিয়া পান্‌টী

খাইয়া ঠোঁট্‌টি ও মুখ্‌টী রাঙ্গা করিয়া চৌকির উপরটী-তে ঠেষ্‌টী দিয়া বসিয়া সট্‌কার নল্‌টী লইয়া মুখ্‌টীতে দিয়া চক্‌টী বুজিয়া তামাক্‌টী টানিতেং রমণীর রূপ্‌টী সুধাকূপ্‌টী স্বরূপ্‌টী অপরূপ্‌টী হৃদপদ্মটীর মাঝে ভাবনা করিতেছেন। ইতো মধ্যে একজন ডাকের হরকরা আসিয়া রমণীর পত্র খানি অমনি তাহার হস্তে দিয়া প্রস্থান করিল। পরন্তু নাগর লিপিখানি খুলিয়া সমুদায় পাঠ করিয়া পরদিবস তথা হইতে নিজ ভবনে যাত্রা করিলেন, কিছুদিন পরে স্বীয় বাটীতে আসিয়া আমোদে প্রমোদে সমস্ত দিবা বঞ্চন করিয়া সন্ধ্যার পরে নাগর আপন ঘরে ফুল্লান্তরে আত্ম বন্ধু জন গণ সহিত মিষ্টালাপ ও নানা বিধ বিদেশীয় আশ্চর্য্য সকল গল্প করত হাস্য রহস্য করিতেছেন। ওখানে রমণী জনশ্রুতি দ্বারা জানিতে পারিলেন যে অদ্য আমার হারানিধি বিদেশ হইতে বাটীতে আসিয়াছেন, অতএব আমার উচিত হয় যে ছদ্ম বেসে তাঁহার নিকটে গিয়া একবার সাক্ষাৎ করি, ইহা ভাবিয়া সখীগণের সঙ্গে মন্ত্রণা করণানন্তর রমণী আপনি তখনি মনোহর নটবর পুরুষ বেশ ধারণ করিতেছেন। যথা ।।

রমণীর পুরুষবেশ।

ঠমক ছন্দ।

পরণে ঢাকাই পেড়ে।

পরণে ঢাকাই পেড়ে, তাহেবেড়ে, ঢাকাই রুমালহাতে।
পরচুলে ঢাকিল চুল কারচোপের তাজ মাথে ॥
গায়ে দোহারা জামা।
গায়ে দোহারা জামা, দিয়া রামা, ঢাকে পয়োধর।
তদুপরি নিমকাবা শোভে মনোহর ॥
কিবা কাজ সাঁচা তায়।
কিবা কাজ সাঁচা তায়, মরি হায়, করে ঝক্ মক্।
কণ্ঠেতে হিরার কণ্ঠী করে চক্ মক্ ॥
পায়েতে পশ্মি মোজা।
পায়েতে পশ্মি মোজা, নহে সোজা, মেজাজ ট্যাড়া তায়।
গায় দোপাটা, পায় লপেটা, কোমর বন্ধ তায় ॥
ট্যাকেতে সোণার ঘড়ি।
ট্যাকেতে সোণার ঘড়ি, হাতে ছড়ি, সোণার চেইন গলে।
কি কব বাহার যেন মণি মুক্তা জ্বলে ॥
সাজিল ফুল বাবুটি।
সাজিল ফুল বাবুটি, হায় দিব্যটি, দেখিতে হইল।
আতর গোলাপ সব অঙ্গেতে মাখিল ॥
পুন তায় ফুলের মালা।
পুন তায় ফুলের মালা, রাজ বালা, গলেতে পরিল।
সুগন্ধি পুষ্পের তোড়া করেতে ধরিল ॥
দেখ্‌লে সে চেনা ভার।
দেখ্‌লে সে চেনা ভার, চমৎকার, সাজিল যুবতী।
কহে কবি, দেখে ছবি, ভ্রম হৈল মতি ॥

রমণীর বিপ্র নন্দনের বাটীতে গমণ।

গদ্য।–

রমণী এই রূপ অপরূপ নাগর বেশ ধারণ করিয়া যামিনী দুই দণ্ড গতে একাকিনী সহলেং গুপ্ত পথে বাহির হইয়া অতিশয় সঙ্গোপনে প্রফুল্ল মনে ধিরে ধিরে আসিয়া একেবারে নাগরের সম্মুখে উপনীত হইয়া নিকটে বসিবাতে নাগর নাগরীকে চিনিতে নাপারিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন। মহাশয় আপনি কোথা হৈতে আসিয়াছেন। রমণী কহিল আমি কুল হৈতে আসিয়াছি। কোন কুল হৈতে। তিন কুল হৈতে। বসতি কোন কুলে। সরঃ কুলে। যাবেন কোন কুলে। নিকুলে রবেন কোন কুলে। অকুলে। কিরূপ আসা। মরে আসা। কোন সাহসে। দুঃসাহসে। কি ভরসায়। আশাভরসায়। কার আশে। আশার আশে। কি আশা। দেখ্‌তে আসা। কি জাতি। বল্‌তেনারী জাতি। কি ব্যবসাই। অব্যবসাই। এই রূপ অনেকানেক কৌশল বচনান্তর নাগরী নাগরের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন আপনাকে এক্টা কথা বলিব একবার উঠিতে হইবে। অনন্তর বিপ্র নন্দন মনেং জানিতে পারিলেন, যে রমণী আপনি আমাকে লইতে আসিয়াছেন ইহা স্থির করত আত্ম বন্ধু গণে বিদায় করিয়া রমণীর সঙ্গে রঙ্গে ভঙ্গে নানা কথার প্রসঙ্গে যুবতীর গৃহে উপনীত হইয়া দুই জনে আনন্দ মনে মদনে আহুতি দিয়া শেষে উভয় উ

ভয়ের বিচ্ছেদে যে সকল যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা পরস্পর ব্যক্ত করিলেন, কিন্তু বাহুল্য বিধায়ে তাহা লেখনে লেখনী বিশ্রাম করিলেন ॥ পরন্তু নাগর না-গরী পরম হরিষে নিশি শেষে নিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন।

নাগর নাঁগরীর দিবসে নিদ্রা।

পয়ার।

মহাসুখে নিদ্রাযায় নাগর নাগরী। কিছু কাল বিলম্বে পোহাইল সর্ব্বরী ॥ সহচরী গণ আসি ডাকয়ে সঘন। তথাপি না ভাঙ্গে নিদ্রা আছে অচেতন ॥ ক্রমে প্রহরেক বেলা হইল যখন। রাজার নন্দিনী ধনী উঠিয়া তখন ॥ ব্যাকুলিনী হয়ে রামা দ্বিজের নন্দনে। তাড়াতাড়ি জাগাইয়া কহিছে সে জনে ॥ প্রহরেক হৈল বেলা দেখ হে নয়নে। কেমনে দিনের বেলা যাইবে ভবনে ॥ অতএব প্রাণনাথ হৈল বড়দায়। বুঝিতে না পারি এবে কি হবে উপায় ॥ রসের সাগর তুমি নাগর চত্তর। কি করি সন্ধান বল দেখি হে ঠাকুর ॥ দ্বিজের কুমার বলে ও রাজ কুমারী। উদ্ভব যাহার আছে পতন তাহারি ॥ যা আছে কপালে তাই হবে ও ললনা। এখন ভাবিলে তাহা কি হবে বলনা ॥ আ-মার যে ভাবনা তা বলি গো তোমারে। কেমনে বঞ্চিব দিন থাকি অনাহারে ॥ জল যোগ করে আমি থাকিতে নারিব। রান্ধিতে না জানি যে তা রন্ধিয়া খাইব ॥ তোমার কিসের বা ভাবনা প্রাণ প্রিয়া। ইহা ভেবে

ভেবে মোর বিদরিছে হিয়া ॥ (তাই বটে ভাই ভাল বোলচো) ধনী বলে বটেতো সে কথা মিথ্যা নয়। অধিক ভাবনা হে তোমার রসময় ॥ আমার ভাবনা যাতে প্রাণ্‌টা রক্ষে হয়। তোমার ভাবনা যাতে পেট্টা ঠাণ্ডা রয় ॥ এই রূপ নানা কথা কহিয়া তখনে। খুলিয়া ঘরের দ্বার ডাকে সখীগণে ॥ হেনকালে সখী গণ তৈল লইয়া। উপনীত হইল যে সকলে আসিয়া ॥ মাখিতে২ তৈল রাজার নন্দিনী। নাগরের প্রতি ধনী কহিছে তখনি ॥ ভয় না করিহ প্রাণ আমার ভবনে। কেহ না আসিবে হেথা না ভাবিহ মনে ॥ এত বলি উভয়েতে তৈল মাখিয়া। স্নান পূজা ক্রমেতে সকল সমাপিয়া ॥ বিবিধ প্রকার খাদ্য দ্রব্য সব আনি। খাওয়াইল দ্বিজ সুতে ভুবন কামিনী ॥ আহার করিয়া সুখে বিপ্রের নন্দন। পালঙ্গ উপরে গিয়া করিল শয়ন ॥ তার পরে রাজসুতা আনন্দিত মনে। ভোজন করিয়া আসি তার কতক্ষণে ॥ হাসিয়া২ রামা পালঙ্গ উপরে। শয়ন করিল সুখে লইয়া নাগরে ॥ নানাবিধ রঙ্গরসে নিমগ্না হইয়া। করে অনঙ্গের কেলি নাথেরে লইয়া। তদন্তর হৃষ্ট মন হয়ে অতিশয়। নিদ্রাযায় দুই জনে সরস হৃদয় ॥ দ্বার খোলা ছিল তাহা সখীরা দেখিয়া। কপাট ভেজায়ে রাখি গেল যে চলিয়া ॥ শুন সবে যেই রূপ হৈল তার পরে। রচিয়া পয়ার ছন্দে কহে কবি বরে ॥

প্রেম সোহাগীর ও প্রমাদিনীর কথোপকথন।

দীর্ঘ ত্রিপদী।-

রমণীর মাতুলানী, ওখানেতে সে কামিনী, ডাকি রম ণীর জননীরে। নির্জ্জনে বসি বিরলে, বিরস বদনে বলে, মৃদুস্বরে অতি ধিরে২॥ শুন ওগো ঠাকুর ঝি, জ্ঞান হয় তোমার ঝি, হইয়াছে কুপথ গামিনী। দেখিয়া তাহার রীত, হইয়াছি চমকিৎ, বিপরিত্ত রীত অনুমা- নি॥ পরে রমণীর মাতা, হেঁট করি নিজ মাথা, কহে কথা মলীন বদনে। কি বলিলে প্রজাবতী, বল দেখি মোর প্রতি, কি কুরীতি দেখেছ সে জনে॥ কেমনে দে খিলে তুমি, বল দেখি শুনি আমি, হায় একি সর্ব্বনেশে কথা। চারি দিক অন্ধকার, হেরি সব শূন্যাকার, বল্‌মা তারা দাঁড়াইব কোথা॥ ভাজু বলে ননদিনী, হয়োনা গো ব্যাকুলিনী, বিশেষিয়া বলি বিবরণ। এক দিন তার ঘরে, দেখিব মানস করে, করেছিনু তথায় গমন॥ দেখিলাম সচক্ষেতে, তার সকলি অঙ্গেতে, রতি চিহ্ন দশন ঘাতন। ভাব যেন ছম্‌ ছমে্‌, হাঁটে যেন গম্‌ গমে্‌, চাউনিটে কেমন২॥ দেখিয়া অঙ্গের দাগ, হইল আমার রাগ, ভৎসনা করিনু তারে কত। চুল্‌কুনা হয়ে ছে বলে, আমারে ভুলালে ছলে, কথার কৌশলে শত শত॥ আর কিছু না কহিয়া, আইলাম মৌনী হইয়া, কোপান্তরে আপনার ঘরে। সেই অবধি অদ্যাবধি, ভাবি আমি নিরবধি, সন্দেহ করিয়া গো অন্তরে॥ বিশে

ষত আজিকার, দেখে ব্যবহার তার, দিব্য জ্ঞান হয়েছে আমার। পর পুরুষের অঙ্গ, হইয়াছে যেন সঙ্গ, ইহাতে সন্দেহ নাহি আর॥ বেলা দুই প্রহের কালে, এসে ছিল সেই কালে, ভোজন করিতে গো হেথায়। তাড়াতাড়ি খায়ে গেল, কথাটাও না কহিল, রতি চিহ্ন দেখিলাম গায়॥ অতএব বলি তাই, তোমার মেয়েটি ভাই, হইয়াছে কুল কলঙ্কিনী। যে কথা কহিনু আমি, বেজার না হবে তুমি, হয় নয় দেখগে আপনি। এত বলি রসবতী, উঠি তবে শীঘ্রগতি, অন্য কর্ম্মে করিল গমন। কলিকাতা মধ্যে হয়, ব্যক্ত শ্যাম জলাশয়, তথালয় দ্বিজ পঞ্চানন॥

রমণীর গৃহে প্রমাদিণীর গমন।

গদ্য।

প্রমাদিনী এই সকল কাহিনী কামিনী আপনি শুনিয়া অমনি রায় বাঘিনীর সম দ্রুত গামিনী হইয়া রাগিনী কাল নাগিনীর প্রায় নিশ্বাস প্রশ্বাস ছাড়িয়া উলঙ্গিনী পাগলিনীর ন্যায় ছিন্ন বেশে মুক্তকেশে অরুণ নয়নে ম্লান বদনে কন্যার ভবনে উপনীত হইয়া ব্যগ্র মনে শীঘ্র উপরে যাইয়া ঘরের দ্বার খুলিয়া দেখিল যে রমণী পালঙ্গে উলঙ্গিনী হইয়া নাগরের অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একাঙ্গ করিয়া রঙ্গে ভঙ্গে সর্ব্বাঙ্গ খুলিয়া গলা ধরাধরি করত বদনে বদন দিয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, ইহা অবলোকনে বিরস বদনে সজল নয়নে সহলেহ

ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া নিরানন্দ সাগরে নিমগ্না হইয়া বাহিরে আসিয়া সখীগণে ডাকাইয়া অতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিতেছেন ।। হ্যাঁরে মেঘমালা, আমি তোদের কি আঁমার মেয়ের কুটনী পনা কর্ম্মে নিযুক্ত রেখেছিরে মেঘমালা এই কথা শ্রবণানন্তর অন্তরে ভয় পাইয়া ফ্যাবা তুঁড়া খাইয়া ভ্যাবাচাকা লাগিয়া কহিতেছে, কেনেগা রাজরাণী আমাকে এমন কথাটা বল্যে, আমার তিনকাল গেছে এক্‌কাল ঠেকেছে এম্নি শক্ত কথাটা বল্যেগা। প্রমাদিনী কহিল, ভাল বল দেখি রমণীর ঘরে কে মানুষ্‌টো শুয়ে রয়েছে। মেঘমালা কহিল কেনে গা রাজরাণী তুমি কি চিননা, উনি যে তোমার জামাই ভুবন মোহন গো, আমর মাগী আমার জামাই কে ন্‌লো গলায় পৈতে বামনের ছেলের মত বোধ হয় দেখে আয় দেখি সে কে। ওমা রাণী আমি এখন আর চখে বড় এক্‌খানা দেখ্‌তে পাইনে বড় এক্‌খানা শুন্তে পাইনে তার সাক্ষি এই তুমি বসে রয়েছ তোমাকে দেখ্‌তে পাইনে বোধহয় যেন কি এক্টা ঢিপির মত উঁচু হয়ে রয়েছে, আমার কি কম বয়েস হলগা, এই দেখ ন্যাকায় এক পোন এক গণ্ডা আর আদ গণ্ডা হল, রাণী কহিল তবে তুই মাগী কেমন করে জান্‌লি যে আঁমার জামাই ভুবনমোহন এসেছে, মেঘমালা কহিল এই খুস্ মুস্ ঘুস্ মুস্ শব্দ গুল্যান শুনে জিজ্ঞাসা করি, যে ঘরে কে কথা কয় রে যেন পুরুষের কথার মত বোধ হয়, আমার

এরা সকলে আমারে উত্তর করে কি আমলোরে বুড়ি ম-
য়না চক্ কাণ্ থাকি মাগী জানিসনে ভুবন মোহন এসে
ছেন, মাগী নিত্যং জিজ্ঞাসা করে, কেরে ও কেরে ও,
উহাকে রোজং পরিচয় দেও, কেন এত কি বয়েগেছে
পরিচয় দেবার, কাণা হয়েছিস কালা হয়েছিস একপাশে
চুপ করে বসে থাক মাগী যেন চৈকিদারি ভার পেয়েছে
রে। ওরা এই সকল কথা বলে আমি ভাবি হবেওবা ভুবন
মোহন এসে থাকিবেক। রাণী এই সকল কথা শুনিয়া
ক্রোধে অন্য সখীগণ প্রতি কহিতেছেন, হ্যাঁরে সখী
গণ তোরাকি এম্নি কথা মেঘমালাকে বলেছিলি, শুন
দেখি তোদের সাম্না সাম্নি মাগী কি বলে। সখীগণ জি-
জ্ঞাসা করিতেছে; হ্যাঁগা মেঘমালা, তোরে আমরা এ
মন কথা কখন বলেছিনু গা, মেঘমালা কহিল কেজানে
বাছা তোরা কখন কি বলিস কখন কি কইস ভাল শুন্তে
ত্ত পাইনে ভাল বুজ্‌দেও পারিনে কি শুন্তে কি শুনি
কি বুজ্‌দে কি বুঝি আবার কি বল্‌তে কি বলি আমার যেন
থুল ভুল হয়েছে। রাণী এই কথা শুনিয়া সোহাগিনীকে
জিজ্ঞাসা করিল, ওলো সোহাগিনী তুই কিছু জানিস
লো এর বৃতান্ত। নাগো রাণী আমি কিছু জানিনা, সকা-
ল বেলা আসি সন্ধ্যা বেলা যাই আমিত রেতের
বেলা থাকিনা যে ইহা জানি। ভাল তুই দেখ্‌লে চিন্তে
পারিস ও বামনের ছেলেটি কে, আমাদের পাড়ার কেউ
কি অন্য পাড়ার; একবার দেখে আয় দেখি যদি চিন্তে

পারিস। রাজমহিষীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ঘরের ভি-তরে গিয়া দুইজনকে জাগাইয়া সকল সমাচার সোহাগিনী জ্ঞাতো করাইয়া কহিল; তোমরা সাবধান হও বলিয়া বাহিরে আসিয়া রাণীকে কহিতেছে, হ্যাঁ গো রাণী, মুই চিনিচি, কে বল্ দেখি, উনি কোন উপ-দেব্‌তা হবেন তার সন্ধ নেই, নৈলে পথ নেই ঘাট নেই ওমা তবে কি মানুষ উড়েং এলো গা। রাজমহিষী সখীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতি তর্জন গর্জন দ্বারা বহু বিধ ভয় প্রদর্শন করাইবাতে মোহিনী নামে সখী সে অতিশয় ভয় পাইয়া সামুদাইক পূর্ব্বাপর রাণীর স্বগোচর করাইল। পরে কামিনী কোপ যুক্তা হইয়া অধোবদন করিয়া গমন করিল। সন্ধ্যার পরে রমণী ভিতা হইয়া নাগরকে গোপনে গোপনে বহিস্কৃত করণানন্তর অতি কাতরান্তরে সখীগণে লইয়া বিবিধ প্রকার পরামর্শ করিতেং রজনী প্রভাতা হইল, তাহা দেখিয়া সখীরা স্থানান্তর গমন করিল। পরে রমণী অতিশয় মনোস্তাপে তাপিনী হইয়া দুঃখিনীর ন্যায় রোদন করিতেছেন। ইতিমধ্যে তাঁহার জননী নিকটে আসিয়া অভিমানে মনের খেদে কান্দিয়াং কন্যাকে ভৎসনা করিয়া কহিতেছেন।

রমণীকে রাণীর ভৎসনা।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

আমার গর্ব্ভেতে জন্মে, প্রবৃত্ত হলি কুকর্ম্মে, ধিক

থাক তোমার জীবনে। হেন কুলে কালী দিলি, হয়ে কেন না মরিলি, কলঙ্ক রটালি ত্রিভুবনে॥ তোরে গর্ব্বে দিয়া ঠাঁই, দুঃখের অবধি নাই, মর মর মর কালা মুখী। দূর দূর দূর হও, হেথা আর নাহি রও, তুই মৈলে আমি হই সুখী॥ অপমানে মরে যাই, ইচ্ছা করে বিষ খাই, এমুখ না দেখাই কাহারে। ওলো কুল কলঙ্কিণী, ধর্ম্ম কর্ম্ম বিনাশিণী, মজাইলি এমন রাজারে॥ তোরে বৃথা করি রোষ, আমার কপাল দোষ, জানিলাম আপনি নিশ্চয়। ছিল মোর পূর্ব্ব পাপ, নহিলে কি মনস্তাপ, পাই আমি প্রসবি তোমায়॥ কি রূপে এ ছাপারবে, ছাপাতে না ছাপারবে, ছাপা কথা ছাপা সব হয়। পোড়া সর্ব্বনেশে ছাপা, ছাপায় যা করে ছাপা, ছাপা কথা ছাপা কোথা রয়॥ রাণীর কঠিন বাণী, শুনিয়া কুল কামিনী, লাজে ভয়ে ফিরে নাহি চায়। হেঁট মুখে মৌনী রয়, কোন কথা নাহি কয়, নেত্র জলে বুক ভেসে যায়॥ পরে নৃপ সিমন্তিনী, নামিয়া আসিয়া তিনি, কারে কিছু না কহিয়া আর। গুপ্ত পথ গাঁথাইয়া, তনয়ার কাছে গিয়া, মৃদুস্বরে কহে পুনর্ব্বার॥ তুমিশযে আমার কন্যা, রূপে গুণে ধরা ধন্যো তাহে মান্যো জগৎ সংসারে। তুমিত পণ্ডিতা অতি, তাহাতে শুবুদ্ধি মতি, অধিক কি বুঝাব তোমারে॥ দেখ যেন কোন মতে, এ হেন কুৎসিৎ পথে, প্রবৃত্তি না হয় কদাচন। এই রূপে রাজ প্রিয়া, বিধি মতে বুঝা

ইয়া, অবশেষে করিলা গমন ।। জননীর বাক্য বানে, ব্যাকুলিণী হয়ে প্রণে, কান্দে রামা করে হায় হায়। পঞ্চা নন বলে সার, কান্দিলে কি হবে আর, হারাধন পাওয়া বড় দায় ।।

রমণী স্বীয় জননীকে ও বিধাতাকে ভৎসনা করে ।।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

হা নাথ হা নাথ নাথ, ওহে অনাথার নাথ, অনাথের মত আজ গেলে। ধিক ধিক ধিক মোরে, ধিকরে জননী তোরে, ডাকিনী হইয়া ইবে এলে ।। এই কি মায়ের ধর্ম্ম, রাক্ষসীর মত কর্ম্ম, মর্ম্ম ভেদ করিলা আমার। তুমিত নহে জননী, ছদ্ম বেশা সংহারিণী, তনয়া তনয়ে আপনার ।। নাহি তোর দয়া মায়া, কঠিন পাষাণী কায়া, হেন আর কাহার দেখিনে। তনয়ার সাধিবাদ, ঘটাইলে এ প্রমাদ, হরিষে বিষাদ এত দিনে ।। অনেকের আছে মাতা, কিকব আমার মাথা, তোর মত না হেরি ডাকিনী। হায় হায় প্রাণ যায়, এ কথা কহিব কায়, মায়ে খায় আপন নন্দিনী ।। হায় হায় ওরে বিধি, মিলাইয়া গুণ নিধি, বিধি মতে আগে দিয়া সুখ। শেষে বিড়ম্বনা করে, সেই নিধি নিলি হরে, দুঃখিনীরে হইয়া বিমুখ ।। ধিকরে হিরণ্য গর্ভ্য, কিতোর হইল লভ্য, অবলার বধিয়া জীবনে। এত যদি ছিল মনে, নাশিবা অনাথা জনে, হলে কেন সদয় তখনে ।। তুমিহে সদয় যারে, দুর্গমে বাঁচাও তারে, অধিক কি কব আমি আর।

বিধির বিপাক যার, জীবন সংশয় তার, আর তার না থাকে নিস্তার ॥ আগমে নিগমে কয়, তুমি অতি দয়া ময়,অনন্ত না পায় গুণ অন্ত। এই বুঝি সেই গুণ, কুল নারী কর খুণ, মরি মরি কিবা গুণ বন্ত ॥ তুমিরে বধের মূল, মজালে নারীর কুল, অকুলে ফেলিয়া অনিবার। ধিক ধিক ওরে বিধি, এই কি তোমার বিধি, নারী বধা বিধিরে তোমার ॥ নাদেখে নাথের মুখ, বিদরিয়া যায় বুক, মরি মরি হায় হায় হায়। নাহি তোর দয়া লেশ, নিদয় হয়ে লোকেশ, ধনে প্রাণে মজালে আমায় ॥না দিই তোমার দোষ, অন্যে বৃথা করি রোষ, বুঝিনু কপা ল দোষামার। নহিলে কেন দিবসে, নিদ্রা যাইব অবসে, নত্তবা কি হয় এপ্রকার ॥ দ্বিজ কহে রাজ বালা, প্রে মে এম্নি আছে জ্বালা, উপলক্ষ বিনা নাহি হয়। প্রেম নাটকে আমার, সপ্রমান আছে তার, সুধু কিছু তোমা বলে নয় ॥

রমণী আপন কলেবর ও অঙ্গাভরণকে
ভৎসনা করত রূপের প্ররিচয় দেয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

শুন বলি রে কুন্তল, আগে ছিলি সুকোমল, ধরাধর জিনিয়া বরণ। মনো লোভা শোভা কোরে, আমার মস্তক পরে, বিরাজিতে সদা সর্ব্বক্ষণ ॥ পাইয়া সময় কাল, কেশ ঘুচে হৈলে কাল, ভুজঙ্গিনী নাশিতে আমারে। নাহি তোর দয়া কণা, হাজার২ ফণা, ধরিয়া দংশিছ

একেবারে ॥ একেত বিচ্ছেদ জ্বালা, নাহি সহে সেই জ্বালা, হায় পুন তোর জ্বালা তায়। জ্বালার উপরে জ্বালা, কত সহ্য করে বালা, একি জ্বালা হইল আমায় ॥ আমি নাথ অনাথিনী, সে সোহাগ বিয়োগিনী, দুঃখিনী রমণী অতিশয়। দোহাই খগেন্দ্রবরে, যাও তুমি স্থানান্তরে, আর জ্বালা প্রাণে নাহি সয় ॥ নাথের কাছে যখন, থাকিতাম অনুক্ষণ, ঘরেতে বসিয়া আপনার। তখন তুমি নয়ন, অবহেলে ত্রিভুবন, দর্শন করেছ বারবার ॥ সে পক্ষে ছিলে সাপক্ষ, এপক্ষে হয়ে বিপক্ষ, হায় করিতেছ পক্ষ পাত। আগে সখ্য প্রকাশিয়া, অবলারে মজাইয়া, শেষে কেন কররে নিপাত ॥ দাবানল সমগুণ, মরি রে তোমার গুণ, হেণ গুণ নাহি দেখি আর। যেথা নেতে কর বাস, তারি কর সর্ব্বনাশ, সুপ্রকাশ আছে ত্রিসংসার ॥ ওরে কুরঙ্গ নয়ন, এরঙ্গ দেখি কেমন, অন্ধ 'কার দেখরে সকলি। ধিক চক্ষু ধিক তোরে, তুইতমজালি মোরে, তুই শেষে মোর কাল হলি ॥ ওরে তিল ফুল নাসা, তুইরে অবলা নাশা, হলি পুন এসব দেখিয়ে। ঐ দিকে দিলিসায়, বধিতে এ প্রমদায়, হায়২ মোর মাথা খেয়ে ॥ যত দিন প্রাণ নাথ, ছিলেন আমার সাথ, ততোদিন তোমার নিশ্বাস। ছিল মন্দ২ গতি, তাহে সুশীতল অতি, যুবতীর বাড়াতে উল্লাস ॥ এবে বিনা প্রাণধন, বহিছ সঘনে ঘন, জ্বলন্ত অনল সম তায়। কামিনীর কলেবর, দগ্ধ কর নিরন্তর, স্নিগ্ধ গুণ লুকায়ে কোথায় ॥ একে আমি

কুল নারী, আর জ্বালা সৈতে নারি, শুন তোরে করিরে মিনতি। হেথা আর নাহি রও, এখনি বাহির হও, তুই গেলে জুড়ায় যুবতী ॥ ওরে বিম্ব ওষ্ঠাধর, যখন রে নিরন্তর, ধরিতে সে অধরে অধর। তখন ছিলে সরস, এখন হয়ে নীরস, বিদীর্ণ হতেছ নিরন্তর ॥ খলের খলতা রীত, নাহি ছাড়ে কদাচিৎ, বিদিত আছয়ে ত্রিসংসারে। পর হিংসা করিবারে, আগে হিংসে আপনারে, আপনি মরেও পরে মারে ॥ ততধিক তুই নষ্ট, আপনি লইয়া কষ্ট, অবলার বিনাশিছ প্রাণ। অনাথারে করে বধ, নাবাড়িবে রাজ্যস্পদ, নাবাড়িবে মানের সম্মান ॥ ওরে কোমল রসজ্ঞা, তোর কিরে ঐ প্রতিজ্ঞা, রমণীর বধিবে জীবন। আগে নাথে দেখে কত, কথা কৈতে নানা মত, নিবারিলে নহে নিবারণ ॥ কার সনে করে ঐক্য, হরিয়া সকল বাক্য, কণ্ঠরোধ করিয়া আমার। না এসো সম্মুখ দিয়া, যদি রাখি আটকিয়া, বদনে ঢাকিয়া আপনার ॥ তাই বুঝি পাছু ধায়ে, যাইতেছ রে পলায়ে, যাও২ ফিরিয়া এসনা। তুমি যদি আগে কথা নাকহিতে কোন কথা, তবেত এ যন্ত্রণা হৈতনা ॥ শুন দেখিরে রদন, আগে তোরা দুইজন, সখ্য ভাব নাছিল কখন। সদা ছিল আড়া আড়ি, দুই শ্রেণী ছাঁড়া ছাড়ি, কদাচন না হইত মিলন ॥ তথাচ বদন মাঝ, দোঁহে করিতে বিরাজ, জিনি-কুন্দ মুক্তার হার। এবে কোথা সেই শোভা, বজ্রের সদৃশ প্রভা, হায় দেখি একি চমৎকার ॥ রমণী

বধের তরে, তাই এত দিন পরে দুই জনে করিলে মিলন। তোমরা করিলে মিল, লাগিল দশনে খীল, মোর তায় সংশয় জীবন॥ রমণী হত্যার ভয়, কিছুমাত্র নাহিহয়, ধিক ধিক ধিকরে দশন। নাহিক দয়ার লেশ, অনাসে দিতেছ ক্লেশ পুনঃ২ করিয়া ঘাতন॥ হে মৃণাল ভুজ দ্বয়, পূর্ব্বেতে ছিলে সদয়, কিকারণে নির্দয় এখন। আগে হেরে প্রাণনাথে, পসারিয়া দুই হাথে, তাঁর অঙ্গ করিতে বেষ্ঠন॥ তথাপি তোমার আশা নাপূরিত সেই আশা, আর আশারাছিলে বাঞ্ছিৎ। ভাবিতে হে নির বধি, চতুর্ভুজ হইত যদি, তবে আশা পুরিত কিঞ্চিৎ॥ কত বল প্রকাশিতে, প্রাণনাথে উঠাইতে, অনায়াসে হৃদয়ে রাখিতে। এবে বুঝি পায়ে দিন, হৈলে তুমি শ ক্তি হীন, ছিঁড়ে পড় তৃণটি তুলিতে॥ নাথ বিনা ব্যাকু- লিনী, মণি হারা যেন ফণী, অনাথিনী দেখিয়া আমাকে। সকলে করিয়া যোগ, আমার বধের যোগ, করিতেছ পাইয়া বিপাকে॥ অবলার প্রাণে কত, জ্বালা সবে অবিরত, ওষ্ঠাগত হয়েছে জীবন। জিয়ন্তে মরণ প্রায়, ক্ষমা কর অবলায়, আরামার করো না নিধন॥ ও রে রে বিস্তার বক্ষ, তুমিও দেখি বিপক্ষ, দুঃখিনীর পক্ষে, কেহনাই। সব সত্রু পক্ষ পক্ষ, অনাথের পক্ষে সখ্য, কৃষ্ণ পক্ষ মাত্র দেখ্‌তে পাই॥ দেখিয়া নাথের মুখ, কতই বাড়িতে বুক, অনায়াসে আপনা আপনি। প্রাণ নাথে রাখি বুকে, বুকে বুকে মুখে মুখে, সকৌতুকে

থাকিতে তখনি ।। এবে দেখে বিরহিণী, হৈলে কঠিন পাষাণী, পুন শুষ্ক হতেছরে বসা। তোর শুষ্ক হওয়া নয়, মোর প্রাণে বধাহয়, তার সাক্ষ দেখ যে দুর্দ্দশা ।। বিদীর্ণ হতেছ তুমি, প্রাণে মারা যাই আমি, মরারে মারিতে কি বলনা। মরারে মারা গৌরব, এ কিছু নহে সৌরভ, হয় শেষে কলঙ্ক রটনা ।। ওরে নব পয়োধর, দাড়িম্ব কদম্ব তর, সুকঠিন ছিলে নিরন্তর। আমার বুকের মাঝ, জুড়ে করিতে বিরাজ, দেখে লাজ পাইত মেরু বর ।। যখননাথের বুকে, পড়িতেরে অধো মুখে, তাহে ভার যত জ্ঞান তাঁর। সেই রূপ তোর ভার, বসাতে ছিল আমার, প্রাণ নাথে হেরে অনিবার ।। সেই নিধি যদ বধি, হারায়েছি তদবধি, নিরবধি ওরে কুচ দ্বয়। প্রকাণ্ড পর্ব্বত যেন, এবে ভারহইলহেন, মরি তায় জীবন সংশয়।। করেছি কি অপরাধ, তবে যে সাধিছ বাদ, অপবাদ সহিত আবার। নাহি তোর কোন ধর্ম্ম, বুকে বসে এই কর্ম্ম মর্ম্ম ভেদ করিলে আমার ।। নিন্দিয়া কেশরী কটি, তোমারে প্রশংসি কটি, তুমি কেন হইলে এ রূপ। পূর্ব্বেতে সদয়মোরে, ছিলে তুমি নিরন্তরে, এবে কেন সরূপে বিরূপ ।। আগে প্রাণ নাথোপরে, বিবিধ প্রকার কোরে, কতবলী প্রকাশ করিতে। এবে সেই সব কথা, জ্ঞান হয় উপকথা, মনে ব্যথা পাইরে কহিতে।। অঙ্গে অঙ্গ দুলাইতে, ঘন কটি দুলাইতে, প্রলয়ের ঝড়ে যেন তরু। তবু নাহৈতে অশক্ত, এমতি আছিলে শক্ত, অথচ

ভুমিরে এত সরু॥ এখন সে সব বল, কোথায় লুকালে বল, হীন বল দেখি অতিশয়। বসিলে না নড় চড়, দাঁড়ালে নুইয়া পড়, অনাথারে বধিতে নিশ্চয়॥ দেখিয়া আমার মুখ, না হয় তোমার দুখ, পাষাণ বিদরে দেখে মোরে। শুন বলি ওরে শ্রোণী, প্রাণে বধো না রমণী, এই মিনতি করি রে তোরে॥ কেন কোকনদ পদ, তুমি হইলে অপদ, বিপদ কালেতে অবলার। আগে নাথে দেখিবারে, ছুটে যেতে বারে বারে, থামিয়া রাখান ছিল ভার॥ কণ্টক ফুটিলে পায়, চেতন না হৈত তায়, অবিরত করিতে গমন। রমণীরে বধিবারে, তাই বুঝি একে বারে অবশ হইলে দুচরণ॥ হৈলে চল শক্তি হীন, পাইয়া দিনের দিন, অভাগীর বধের কারণ। তুমিরে নিষ্ঠুর অতি, মজাইলে কুল বতী, প্রান্তরেতে আনিয়া এখন॥ ধরি রে পায়ের পায়, ক্ষমা কর রে আমায়, নারী বধ করোনা করোনা। প্রাণ নাথ যেই দিকে, গিয়াছেন সেই দিকে, তাঁই নয় বারেক চলনা॥ ওরে অঙ্গ আভরণ, হার কেয়ূর কঙ্কণ, শ্রব ঙ্গগুল নক্ষত্র মালা। হীরা মণি চুনি লাল, মুকুতা পান্না প্রবাল, কিঙ্কিণী নূপুর তাড় বালা॥ রুণু ঝনু ঝন ঝনা, আগেতে ছিল বাজনা, সুমধুর নাথের নিকটে। সেই বাদ্য ঝন ঝনা, এবে হইল ঝঞ্ঝনা, রমণীরে বধিতে কপটে॥ হারায়েছি প্রাণ নাথে, প্রাণ গেছে তাঁর সাতে, শূন্য দেহ আছয়ে পড়িয়া। ইথে নাহি

পুরুষত্ব, না বাড়িবে রে মহত্ব, মৃত্যু কায়া বিদীর্ণ করিয়া ।। আগে এনে দেও প্রাণ, শেষে মোর বধ প্রাণ, কাতর না হবে তাহে প্রাণি। আমার প্রতিজ্ঞা সত্য, করিলাম তিন সত্য, সত্য সত্য সত্য এই বাণী ।। শুন দেখি রে লাবণ্য, তোমার আশ্চর্য্য বর্ণ, সে বর্ণ লুকালে কোথা আজ। যে বর্ণ হেরে সুবর্ণ, অনলে প্রবেশে তূর্ণ তড়িৎ অস্থির পায়ে লাজ ।। সে বর্ণ কেন বিবর্ণ, হইলে রে কৃষ্ণ বর্ণ, কি কারণে বলনা আমায়। হেরিয়া তোমার বর্ণ ক্রমে দেহ হৈল ক্ষিণ্ণ, শক্তি হীন শীর্ণ হায় হায় ।। পাইয়া সময় মন্দ, অঙ্গের কমল গন্ধ, তুমিও পলালে এ সময়। সময়ে সকলি করে, ভেকে গজে নাথি মারে, আর বা কি দিব পরিচয় ।। কমল জন মে জলে, ব্যক্ত আছে সর্ব্ব স্থলে, দিবা নিশি জলপরে রয়। তপন আপন করে, তখন প্রফুল্ল করে, সখ্য ভাব করিয়া উদয় ।। যদি জল চ্যুত হয়, সেই জলে বিনাশয়, যেই জলে জনম তাহার। দিবাকর যেই করে প্রফুল্ল করিত তারে, সেই করে দহে অনিরার ।। অত এব মোর দশা; হইয়াছে সেই দশা, এক দশা কমলের আমার। নহিলে আপন মাতা, কেন দিল মর্ম্মেব্যথা, অনায়াসে নিজ তনয়ার ।। ওরে রে নীল বসন, তুমিত রে বিলক্ষণ, করিতেছ দশন ঘাতন। কিছার বিছার জ্বালা, অধিক তোমার জ্বালা, তায় করে প্রাণ বিনাশন।। আমা রে মজাবে বলে, তাই তোরা ছলে কলে, প্রাণ নাথে

দিলি তাড়াইয়া। হয় বধ একেবারে, নয় কেন বারে বারে বধিতেছ লবণ ছড়ায়া॥ আমি দুঃখিনী রমণী, অভিনব বিরহিণী, আর জ্বালা প্রাণে নাহি সয়। হই আছি হীন শক্তি, কি আর করিব উক্তি, যুক্তিকরি মেরনা আমায়॥ যেমন অমর গণে, সকলেতে ক্রুদ্ধ মনে, এক যোগ হয়ে সর্ব্বজনে। অষ্ট বজ্র একত্তর, ছলে কৈল দামোদর, দণ্ডি রাজ অশ্বিনী নিধনে॥ তেমতি তোমরা সবে, এক যোগ হৈলে এবে, দুঃখিনীর নাশের কারণ॥ তবে মোর রক্ষে নাই, সাদা মনে ভাবি তাই, অপঘাতে হইবে মরণ॥ দ্বিজ কহে রাজবালা, পীরিতের কত জ্বালা, যার জ্বালা সেই সে জানয়। প্রেম নাটকে আ-মার, সপ্রমাণ আছে তার, শুধু কিছু তোমা বলে নয়॥

রমণী বিলাপ ছলে ঋতু রাজাকে ভৎসনা করে।

দীর্ঘ ত্রিপদী॥

শুন ঋতু মহারাজা, আমরা তোমার প্রজা, তুমি রাজা রাজ চক্রবর্ত্তি। তাহে শিষ্ট মিষ্ট ভাষি, ইষ্ট নিষ্ঠ যশো রাশি, সুপ্রকাশ সর্ব্বত্রে ভূপতি॥ দারুণ প্রতাপ তব, সে যে অতি অসম্ভব, উদ্দ্যৎ প্রচণ্ড রবি প্রায়। বিরহীর দণ্ড ধর, আপনি হে নৃপবর, অধিক কি কহিব তোমায়॥ এই কি রাজার ধর্ম্ম, প্রজার পীড়ন কর্ম্ম, রাজস্ব কারণে নরপতি। যাহার আছয়ে ধন, কর দিবে সেই জন, যার নাই দিতে হে শকতি॥ সে কেমনে দিবে কর, বল দেখি নৃপবর, দুঃখিনীর প্রতি হে সম্প্র

তি। তুমি রাজা অবিচার, কর যদি তবে আর, বিরহীর নাই কোন গতি।। যখন সে রসরাজ, কাছে ছিল মহা রাজ, রাজস্ব দিয়াছি হে তখন। এবে নাই গুণমণি, হইয়াছি বিরহিণী, অনাথার মত হে এখন।। বিরহিণী জন গণে, নাহি বধো হে জীবনে, অখ্যাতি হইবে অতিশয়। সবে বলিবে দুরন্ত, নারী বধা রে বসন্ত, কিছু মাত্র, নাহি ধর্ম্ম ভয়।। তব আজ্ঞা শিরে ধরে, সব সৈন্য নিরন্তরে, সব রাজ্য বেড়ায় ব্যাপিয়া। দারুণ হয়ে প্রবল, প্রকাশিয়া স্বস্ব বল, ফেরে বিরহিণীরে বধিয়া।। দেখ ভ্রমরী ভ্রমরে, সদা গুণ গুণ স্বরে, বিরহীর কাণে হানে তীর। কি কহিব নৃপমণি, তাহে যত অভাগিনী, একেবারে হয় হে বধির।। আর দুষ্ট পিকবরে, গরলাক্ত কুহু স্বরে, বিয়োগীর বিদরে অন্তর। তাহার যাতনা যত, বিশেষিয়া কব কত, প্রাণ ওষ্ঠাগত নিরন্তর।। মলয়া সমীর তায়, সদা মন্দ২ বয়, জিনিয়া জ্বলন্ত হুতাশন। যখন লাগে শরীরে, অমনি চৈতন্য হরে, জ্ঞান হয় নিকট মরণ।। অশান্ত পাষণ্ড অতি, নিদারুণ রতি পতি, যদি দেখে বিরহিণী জনে। স্ত্রী হত্যা পাপের ভয়, কিছু মাত্র না করয়, তীক্ষ্ণ বাণ হানয়ে পরাণে।। কি কব বাণের জ্বালা, সে জ্বালা বিষম জ্বালা, কি আর কহিব হায় হায়। না দেখি এমন জ্বালা, যে জ্বালায় কুলবালা, কুল ছেড়ে অকুলেতে যায়।। দেখ তব আগমনে, যত বিরহিণী গণে, কেহ প্রাণে সুখে নাহি রয়।

ভয়ে অঙ্গ জ্বর জ্বর, হৃৎ কম্প নিরন্তর, ভয়ে মুখ বুক শুষ্ক হয়॥ স্বচ্ছন্দে না থাকে কেহ, আহা২ উহু২, মরি মরি গেল গেল প্রাণ। কেহ দিয়া বুকে হাথ, সদা করে অশ্রুপাত, কেহ বলে কোথা গেলে প্রাণ॥ কেহ করে হায়২, কেহ বলে প্রাণ যায়, কেহ বলে কোথা গুণমণি। কেহ বলে কোথা কান্ত, কেহবা ডাকে কৃতান্ত, কেহ বলে বিদর অবনী॥ এই রূপ ঘরে ঘরে, সব বিরহিণী করে, শুন শুন ওহে ঋতুপতি। ঘন ঘন ছাড়ে শ্বাস, বলে হকু সর্ব্বনাশ, বসন্ত রাজার শীঘ্রগতি॥ যাক্ রে বসন্ত রাজ্য, আর জ্বালা নহে সহ্য, ধৈর্য্য হই আম রা সকলে। এই রূপে অবিরত, গালা গালি করে কত, মন দুঃখে আর কত বলে॥ বিধি মতে পায়ে তাপ, দেয় শেষে অভিশাপ; সে কথা কি কব নৃপমণি। বলে রাজা যাক্উচ্ছন্ন, সামন্ত সহিত তূর্ণ, তবে বাঁচে যত বিরহিণী॥ শুন রাজা মহাশয়, মন দুঃখ পেতে হয়, মন দুঃখ দিলে অবলার। সাক্ষ দেখ মহীপাল, হে ভোগ দীর্ঘ কাল, অল্পকাল ভোগ হে তোমার॥ যখন তোমার সৃষ্টি, করিলেন পরমেষ্ঠী, শুন শুন ওহে ঋতু পতি। তার পরেতে অবনী, হৈল তব রাজধানী, তুমি আসি হইলে ভূপতি॥ ককিলভ্রমর আদি, সামন্ত হইল যদি, মনে তব বাড়িল উল্লাস। অতিশয় সকৌতুকে, প্রজা গণে পাল সুখে, কিন্তু কর বিরহী বিনাশ॥ তাহে যত বিরহিণী, হয়ে অতি ব্যাকুলিনী, জীবন সংশ

য় অনুমানি। পরমেশ্বরেরে সব, নিরন্তর করে স্তব, শুন বলি ওহে নৃপমণি ।। দেখ হে জগদীশ্বর, প্রাণে মারে নিরন্তর, অবিচারে বসন্ত রাজন। একেত কুল কামিনী, তাহে মোরা অভাগিনী, কৃপা করি করহে তারণ ।। হেন মতে সবে তারা, হয়ে অতি সকাতরা, পরমেশ্বরেরে স্তুতি করে। তুষ্ট হয়ে দয়াময়, গ্রীষ্মেরে ডাকিয়া কয়, যাও তুমি পৃথিবী ভিতরে ।। রাজত্ব ঋতু রাজার, কর গিয়া অধিকার, আর তারে নাহি দিও ঠাঞি। রাজা সহ সৈন্য গণে, তাড়াইবে সর্ব্ব জনে, দেখ কার প্রাণে বধো নাই ।। যখন বসন্ত রাজ, আসিবে ধরণী মাঝ, পাছে পাছে করিবা গমন। করিলাম অনুমতি, যেন তুষ্ট ঋতু পতি, মেদেনীতে না থাকে কখন ।। শুন রাজা সেই অবধি, ভেবে দেখ অদ্যাবধি, বৎসরেতে এস একবার। যদবধি গ্রীষ্ম ভর্ত্তা, জানিতে না পারে বার্ত্তা, তদবধি তব অধিকার ।। পাইলে গ্রীষ্মের শাড়া, তাড়া তাড়ি ছাড় পাড়া, সৈন্য গণে লয়ে ঋতু রাজ। অল্প কাল জন্যে তুমি, আসিয়া ভারত ভূমি, লোক মাঝে কেন ধর লাজ।। শুন রাজা বলি ঠিক, ধিক তোরে ধিক২, তবু বিরহিণী নাশ প্রাণে। এবে আলে গ্রীষ্ম পতি, পলাইবে শীঘ্রগতি, জারি জুরি রবে কোন খানে। অভিনব তরু সব, নবীন শাখা পল্লব, নানা বর্ণ উড়িছে নিশান। গ্রীষ্ম রাজ আগমনে, যাবে সব কোন খানে, কিছু মাত্র না রবে নিশান ।। অতএব

নৃপমণি, বধো না হে বিরহিণী, সহজে মরমে মরে আ- ছে। দ্বিজ বলে বিধি ভাল, এই জ্বালা চির কাল, বির হীর কপালে লিখেছে ॥

রমণী আপন দুঃখের পরিচয় দ্বারা কুল বধূ। গণকে সতর্ক করেন।

পয়ার।

আমার দুঃখের কথা করি নিবেদন। মন দিয়া শুন যত কুল নারীগণ ॥ রাজার নন্দিনী আমি কুলের কামি নী। দ্বিগুণ বাড়য়ে দুঃখ কৈতে সে কাহিনী ॥ বিবাহ আমার দিয়া জনক জননী। স্বতন্ত্র আলয় করে দিলেক তখনি ॥ পঞ্চ জন সখী লয়ে আপন মহলে। পতিরে লইয়া সুখে থাকি কুতুহলে ॥ কিছু দিন পরেতে আমার প্রাণ পতি। কর্ম্ম বিপাকেতে গেল আপন বসতি ॥ তাঁহার বিচ্ছেদে প্রাণে কাতরা হইয়া। গবা ক্ষে বসিয়া থাকি পথ নিরখিয়া ॥ এই রূপে নিত্য নিত্য থাকি আমি বোসে। তার পরে বলি শুন একা দি- বসে ॥ নবীন বয়েস এক দ্বিজের নন্দন। সেই স্থান দিয়া তেঁহ করয়ে গমন ॥ অধো মুখে সে নাগর পথে চলে যায়। তারে দেখে লজ্জা ভয় সকলি পলায় ॥ যতন করিনু কত নারিনু রাখিতে। কোন দেশে ছুটে গেল দেখিতে২ ॥ তার পরে দেখি জ্ঞান ধৈর্য্যের স- হিত। অনায়াসে ছেড়ে গেল করিয়া বঞ্চিৎ ॥ চারি দিক হৈতে সবে পলাইয়া যায়। একাকি কাঁদিকে আমি

সামালিব তায়॥ এক জনে আগুলিতে যায় আর জন। বল দেখি কারে ধরে রাখি গো কখন॥ ক্রমেং ছাড়িয়া পলালো সর্ব্ব জন। অনন্তর ভাবিলাম আছে মাত্র মন॥ মনে আটকিতে আমি করিনু যতন। খুঁজিয়া না পাই শেষে কোথা গেল মন॥ মন হারাইয়া আমি করি হায়২। দেখি মন দ্বিজ সুত পাছুং যায়॥ পর পুরুষের সঙ্গে করেছে গমন। কথা কয়ে কি রূপেতে ফিরাই তখন॥ কুলের কামিনী তায় রাজার নন্দিনী। পর পুরুষের মুখ কখন দেখিনি॥ তুড়ি দিয়া ঘনং যত হাত নাড়ি। শুনিয়া না শুনে মন যায় তাড়াতাড়ি॥ এত করে ডাকি তারে ফিরে নাহি চায়। শেষে জল লইয়া দিলাম তার গায়॥ ভিজিল সকল অঙ্গ দেখে মোর মন। ভয়ে দ্বিজ সুতে ধরে জড়ায়ে তখন॥ তাহার অঙ্গের জলে দ্বিজের বসন। একেবারে সমুদয় ভিজিল তখন॥ আছয়ে আমার মন জড়াইয়া তায়। তাহার না দেখিয়া দ্বিজ চারি দিকে চায়॥ তার পরে ঊর্দ্ধ দৃষ্টে করে দৃষ্টি পাৎ। গবাক্ষের দ্বারে মোরে দেখিল সাক্ষাৎ॥ দেখিয়া মনের ভাব হাসি খলং। হাসি দেখে সে ভাবিল আমি দিনু জল॥ মনেরে সাশাই আমি যত আঁখি ঠারে। সে জন ভাবয়ে মনে আমি ডাকি তারে॥ চত্তর নাগর সেই রসিক পণ্ডিত। কিঞ্চিৎ ভাবিয়া মনে দেখিল নিশ্চিৎ॥ আছয়ে আমার মন তাহার উপর। জানিয়া সন্তুষ্ট অতি হইয়া নাগর।

রত্ন সম যত্ন করি লয়ে মোর মন। আপন ভবনে গেল দ্বিজের নন্দন ॥ মন যদি লয়ে গেল ব্রাহ্মণ কুমার। ব্যাকুলিনী হয়ে আমি ভাবি অনিবার। হেন কালে দিবাকর করিল গমন। দেখিয়া গবাক্ষ বন্ধ করিয়া তখন ॥ কারে কিছু না কহিয়া মৌনী ভাবে অতি। করিলাম শয়ন তখনি শীঘ্রগতি ॥ নিদ্রা নাহি হয় করি ওঠা বসা সদা। হেন মতে বঞ্চিলাম সমস্ত ক্ষণদা ॥ দ্বিজ হেরে রমণীর রূপের চটক। রাখিল গ্রন্থের নাম রমণী নাটক ॥

পয়ার।

রজনী প্রভাত হৈল করি নিরীক্ষণ। গবাক্ষের দ্বার খুলি দেখিনু তখন ॥ দাঁড়ায়ে আছেন সেই ব্রাহ্মণ কুমার। হেরিয়া তাঁহারে ভাবিলাম পুনর্ব্বার ॥ যদ্যপি দুরাত্মা মন ফিরে না আইল। কাজে কাজে মোরে কথা কহিতে হইল ॥ কথা কয়ে ফিরে লব মন আপনার। নহিলে আমার ক্ষতি ক্ষতি কি উহার ॥ এতেক চিন্তিয়া শেষে জিজ্ঞাসিনু তায়। কাহার তনয় তুমি নিবাস কোথায় ॥ কি নাম তোমার কহ আমার নিকটে। নতুবা হে দ্বিজ সুত পড়িবে শঙ্কটে ॥ শুনিয়া এতেক বাণী দ্বিজের নন্দন। আপনার পরিচয় কহিল তখন ॥ পরিচয় পায়ে শেষে অনেক প্রকারে। মন ফিরে লব আশে কহিনু তাহারে ॥ করিলাম কত ছলা দেখাইয়া ভয়। সে ভয়ে কি ভুলে সেই দ্বিজের তনয় ॥ মিনতি করিয়া পরে মধুর বচনে।

কহিলাম আমি সেই ব্রাহ্মণ নন্দনে ।। এ কেমন রীতি তব কহ বিবরণ। অবলার মন হরে নিলে কি কারণ ।। অতএব যোড় করে বলি হে তোমায়। মন ফিরে দেহ কেন বধ অবলায় ।। শুনিয়া আমার বাণী দ্বিজের তনয়। শশি মুখে রাশি রাশি হাসি কথা কয় ।। কি কথা কহিলে শুনে জুড়াল জীবন। আমাতে কি রাজ সুতা আছে তব মন ।। আমিত না জানি কিছু ও বিধু বদনী। যদি থাকে আমি ফিরে দিবত এখনি ।। কিঞ্চিৎ থাকিয়া মৌনে ব্রাহ্মণ কুমার। কহিল আমাতে মন আছয়ে তোমার ।। এত বলি মিনতি করিয়া সেই জনে। মনেরে কহিছে অতি বিনয় বচনে ।। শুন২ শুন মন করি নিবেদন। একা আমি দুই মন যোগাব কখন ।। একেত আপন মন সামালিতে নারি। বিশেষ নারীর মন কি রূপেতে পারি ।। অতএব শুন তুমি আমার বচন। যার মন তার কাছে করহ গমন ।। মনেরে এতেক বলে কহিল এখন। ফিরায়ে দিলাম এই লহ তব মন ।। মন দিয়া দ্রুত গতি করিল গমন। মন পায়ে দেখি যে সে নহে মোর মন ।। দ্বিজের নন্দন মম মনের বদলে। আমাকে তাহার মন দিয়া গেল চলে ।। হারায়ে আপন মন তবু ছিনু ভাল। শেষে পায়ে তার মন হৈল আর কাল ।। কহিলাম সেই মনে শুন ওরে মন। ফিরে যাও তুমি পুন দ্বিজের সদন ।। তথা গিয়া ফিরাইয়া দেহ মোর মন। রাখ২ অবলার এই নিবেদন। সে কহিল মোরে

শুন ও রাজ কুমারী। তব মন আসে বা না আসে কি আমারি॥ আমিত তোমারে ছেড়ে না যাব কখন। কহিলাম রাজ সুতা সরূপ বচন॥ তুমি ছাড় ছাড়িবে আমারে ও সুন্দরী। তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইতে না পারি॥ নিরাশ হইয়া আমি চারি দিকে চাই। সম্মুখে দ্বিজের বাটী দেখি বারে পাই॥ দোঁহে দোঁহা কার ঘরে বসে নিরন্তরে। দেখা দেখি হয় কথা কহি ঠারে ঠোরে॥ এক দিন সে নাগর হরষিৎ কায়। ঘুঁড়িতে লিখিয়া পত্র কৌতুকে উড়ায়॥ উড়াতে২ ঘুঁড়ি ফেলে মোর ছাতে। আনিলাম ছিঁড়ে ঘুঁড়ি আপনার হাতে॥ দেখিলাম আছে তায় বিচিত্র লেখন। লেখন পড়িয়া হৈল ব্যাকুল জীবন। কাতর হইয়া কান্দি বসিয়া গোপনে। হেন কালে তথা আল সহচরী গণে॥ সখী গণে কহিলাম সব পরিচয়। প্রবোধ বচনে তারা আমারে তোষয়॥ সান্তনা করিয়া শেষে সহচরী গণে। জানালা কাটিয়া পথ কৈল সর্ব্বজনে॥ সেই পথ দিয়া সুখে সে নাগর রায়। নিত্য২ নিত্য মোর কাছে আইসে যায়॥ দ্বিজ সুতে কাছে পায়ে যতেক দুর্গতি। একেবারে হইলাম সকলি বিস্মৃতি॥ পরম সুখেতে থাকি দিবস যামিনী। তার পরে বলি শুন দুঃখের কাহিনী॥ তীর্থ বাসে প্রাণনাথ গেলেন কাশীতে। তাহে যে পায়েছি দুঃখ না পারি কহিতে॥ নিশি দিবে ভেবে২ অস্থি দেখা দিল। এখন তখন প্রাণে আশা নাহি ছিল॥

যত দুঃখ সহিয়াছে মোর শরীরেতে। দেব দেব বিনা অন্যে না জানে মহীতে ॥ অনন্তর ডাকে পত্র লিখিলাম তাঁয়। পত্র পায়ে প্রাণ নাথ এলেন ত্বরায় ॥ পুনরায় পরম সুখেতে দুই জন। মুখে মুখ দিয়া করি কালের হরণ ॥ কিছু দিন পরে পোড়া কপাল ভাঙ্গিল। ডাকিনী হইয়া শেষে মারে দাগা দিল ॥ মোর প্রাণ নাথে তাড়াইল সে আবাগী। আমার সমান আর কে আছে অভাগী ॥ নহিলে হইবে কেন দুর্ঘট ঘটনা। বুঝিয়া বিচার কর যত কুলাঙ্গনা ॥ যদ্যপি না বুঝে কেহ করহ পিরিতি। আমার সমান তবে পাইবে দুর্গতি ॥ পঞ্চানন বলে শুন ও রাজ নন্দিনী। আপনার কর্ম্ম দোষে মজেছ আপনি ॥

রমণী কুল নারী গণকে উপদেশ দেয়।

পয়ার।

প্রেম করিলাম আগে পিছে না চাহিয়া। এখন কেবল মরি ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ তখন কি জানি প্রেমে কণ্টক আছয়। ভাবিতাম পীরিতি কেবল সুখময় ॥ নবীনা প্রেমিকা আমি নবীনা কামিনী। পীরিতে এতেক জ্বালা স্বপনে না জানি ॥ আগে যদি ঘুণাক্ষরে কিছু জানিতাম। তবে কি লুকায়ে হেন প্রেম করিতাম ॥ সুখ আশে ভাল মন্দ না করি বিচার। আপনি করেছি প্রেম কি দোষ তাঁহার ॥ পীরিতি বালির বাঁধ স্বপনের প্রায়। ক্ষণ মাত্র সুখ ভোগ হায় হায় হায় ॥ অতএব কুল

বধূ গণে করি মানা। ঘরে থাকি পর সনে পীরিতি
করোনা ॥ কি কহিব প্রেম সিন্ধু অতি মনোহর।
সুখ রূপ মণি রত্ন আছে বহুতর ॥ ভাবনা সরূপ অতি
উচ্চ দুই ধার। ধৈর্য্য রূপ তরু তথা ভাঙ্গে অনিবার ॥
দুঃখের তরঙ্গে নীর সর্ব্বদা চঞ্চল। বিপক্ষ স্বরূপ পক্ষ
খেলে অবিকল ॥ লাঞ্ছনা গঞ্জনা ঝড় বহে অবিরত।
বিচ্ছেদ কুম্ভীর ভাসে সংখ্যা নাহি কত ॥ বড়ই দুর্ব্বার
সিন্ধু ভয়ঙ্কর অতি। শুন শুন মন দিয়া যত কুল
বতী ॥ নাবিবার কালে হয় প্রফুল্লিত মন ॥ কিছু
মাত্র এসব না হয় দরশন ॥ রত্ন লোভে সে সলিলে প্রবে
শ করিলে। একে বারে বিচ্ছেদ কুম্ভীরে আসি গিলে ॥
হেন সুখ মণি কণা আশা করি মনে। প্রেম সিন্ধু জলে
নেবে ছিলাম যতনে ॥ ডুব দিয়া গোপনেতে কুড়া-
ই রতন। কুম্ভীর গণেরে ফাঁকি দিয়া সর্ব্বক্ষণ ॥ কি
কব দুঃখের কথা বুক ফেটে যায়। হেন কালে
কুম্ভীরেতে ধরিল আমায় ॥ তার পরে নানা ছলে বলে
কৌশলেতে। পলায়ে আলেম আমি কুম্ভীর হইতে ॥
কিনারায় না আসিতে হায় হায় হায়। জননী ডাকিনী
মোর আসিয়া তথায় ॥ হস্ত পদ ধরি জোরে কুম্ভীর
সদনে। অনায়াসে ফেলে দিল আনন্দিত মনে ॥
মা হয়ে এমন কর্ম্ম কে করে কখন। হিংস্রক জন্তুর মুখে
ত্যজয়ে নন্দন ॥ বিচ্ছেদ কুম্ভীর ঝাঁক মাঝেতে পড়িয়া।
পলাবার পথ সদা বেড়াই খুঁজিয়া ॥ মনে মনে ভাবি

যদি একটু ফাঁক পাই । সব চখে ঠুলি দিয়া কলাটী দেখাই ।। যদি স্থানে স্থানে কিছু কিছু ফাঁক ছিল। বিপক্ষ পক্ষের ঝাঁকে সে পথ মারিল ।। কিঞ্চিৎ সাহস যে ছিল আশা ভরসা। পথ ঘাট রুদ্ধ দেখে হলেম হতাশা ।। কুম্ভীর নিকটে ভাসি সাগর সলীলে । ভয়েতে কমল ভাসে কমল কমলে ।। ত্রিভুবন শূন্য ময় হেরি যে তিমির । দুঃখ রূপ তরঙ্গেতে সর্ব্বদা অস্থির ।। এখন তখন প্রাণ নিকটে মরণ। নাকানি চোপানি খেয়ে আছি যতক্ষণ ।। অতএব সকলেরে করি সাবধান। প্রেম সাগরে নাবিলে নাহি পরি ত্রাণ ।। পুনঃ২ যোড় করে করি নিবেদন । অভাগীর কথা মনে রেখ গো স্মরণ ।। প্রেম জলধিতে কভু নেবনা নেবনা। সুখ মণি কণা লাগি সাহস বেঁধনা ।। যদি কেহ প্রেম কর মনে হেন থাকে। তুহার্ত অন্তরে গেলে কে ধরে কাহাকে ।। যখন যেমন ভাব দেখিবা যেমন। তারি সমোচিৎ কর্ম্ম করি । তখন ।। অতএব সার কথা কৈনু নিবেদন। বুঝিয়া করিবে কর্ম্ম কুলনারীগণ ।। শুন গো রমণী কহে দ্বিজ পঞ্চানন। শুনিয়া অমৃত বাক্য জুড়াল শ্রবণ ।। যেমন বংশেতে জন্ম কর্ম্ম তার মত। তারি উপ যুক্ত পরামর্শ দিলে যত ।। ঐ পোড়াতে পুড়েমরি দিবস যামিনী। কখন কি হয় ভয়ে কাঁপয়ে পরাণী ।। সুখেতে থাকিব এবে তোমার কল্যানে। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ বেলা অবসানে ।।

ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত ।।